স্বয়মুক্তি—voluntary testimony

স্বসংবেদ্য—intelligible to one's self

স্বসিদ্ধ—spontaneously effected

স্বাবমাননা—self-contempt

স্বৈরবর্ত্তী—following one's own inclination

স্রস্তর, স্রস্তরা—couch, sofa

স্রোতোযন্ত্রপ্রাবর্ত্তিম—water-power motion irrigation

হস্তপ্রাবর্ত্তিম—hand-power motion irrigation

হৃদয়ভাবক—promoting the feelings and sensations, moved by sentiments

শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রসশাস্ত্র ও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন*

বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত তথাকথিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুস্তকখানি লইয়া অনেক আলোচনা হইয়া গিয়াছে। অনেকে অনেক দিক্ দিয়া পুথিখানির প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিয়াছেন। লিপিতত্ত্ব লইয়া একাধিক বিশেষজ্ঞ আলোচনা করিয়াছিলেন। ভাষাতত্ত্বের আলোচনা বোধ হয়, আজিও চলিতেছে। কিন্তু ইহার রসতত্ত্ব সম্বন্ধে কোনো আলোচনা আজও পর্য্যন্ত কেহ করিয়াছেন বলিয়া স্মরণ হয় না। আমরা এই দিক্ দিয়া কিছু চেষ্টা করিয়াছি, সংক্ষেপে তাহাই লিখিতেছি।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে প্রথম কথা, ইহা ঝুমুর গানের পুথি। পালাগুলি ঝুমুরের পালা হিসাবে সাজানো। ঝুমুর বলিতে প্রাচীন কালে—

> "প্রায়ঃ শৃঙ্গারবহুলা মাধ্বীকমধুরা মৃদুঃ।
>
> একৈব ঝুমরীর্লোকে বর্ণাদিনিয়মোজ্ঝিতা॥"- (সঙ্গীত-দামোদর)।

শৃঙ্গাররসপ্রধান, মাধ্বীকের ন্যায় মধুর এবং মৃদু, বর্ণাদির বাঁধা-ধরা নিয়মহীন গানকে বুঝাইত। ঝুমুরে দুই দলের ভিতর পরস্পরের একটা সম্বন্ধ ঠিক করিয়া লইতে হয়। এই সম্বন্ধ দুই দলে দুই জন, তিন জন অথবা চারি জনের মধ্যেও হইতে পারে। পরে এই সম্বন্ধ অনুসারে প্রশ্ন, উত্তর, শ্লেষ, ব্যঙ্গ, গালাগালি, রঙ্গ-রহস্য ইত্যাদি লইয়া গান চলিয়া থাকে। কৃষ্ণকীর্ত্তনে ইহার উদাহরণ প্রচুর। রাধিকা বলিলেন, 'বাঁশীর শবদে মোঁ আউলাইল বান্ধন",—কিন্তু এইটুকু বলিয়াই পরিত্রাণ নাই। পরে ইহার জন্য তাঁহাকে কৈফিয়ৎ দিতে হইয়াছে, কি ভাবে বন্ধন আউলাইয়াছে অর্থাৎ তিনি বান্ধিবার সময় কি কি ভুল করিয়াছেন, তাহার এক লম্বা ফিরিস্তি দিয়া তবে রেহাই পাইয়াছেন।

এইরূপ প্রশ্ন, উত্তর, প্রতিউত্তর অসংখ্য। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধার, রাধার সঙ্গে কৃষ্ণের, কৃষ্ণের ও রাধার সঙ্গে বড়াইএর কথোপকথন, প্রশ্ন উত্তরই ইহার পালাগুলির প্রধান উপজীব্য। রাধা প্রশ্ন করিতেছেন,—

বড়ায়ি,

> হাথে ভাণ্ড মাথে কাঁখী চান্দ চন্দন চর্চ্চিত গাএ।
>
> যমুনার তীরে কদমের তলে কেনা বাঁশী বোলাএ॥

বড়াই উত্তর দিতেছেন,—

রাধা,

> পায়ে মগর খাড়ু হাথে বলয়া মাথে ঘোড়া চুলা।
>
> ধুলাএ ধূসর নীল কলেবর সেই সে নান্দের বালা॥

---

* ১৩৩৩, ২রা চৈত্র, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের নবম মাসিক অধিবেশনে পঠিত।

প্রশ্ন হইল,—

তোর সঙ্গে বড়ায়ি মথুরাক জাইএ তোর সঙ্গে নিতি আসী।
গোকুলত থাকে বাছাক রাখে কথাঁ পাইলে হেন বাঁশী ॥

উত্তর পাওয়া গেল,—

রাধা তোঁঞ্চ মুগধা আবালী গোআলী না জাণ কাহ্নের শুধী।
তোহোর আন্তরে চতুর কাহ্নাঞি পাতএ আশেষ বুধী ॥

প্রশ্ন—

আতি মনোহর বাজাএ সুসর সুণিআঁ পরাণ জাএ।
কিরূপ বাঁশী বোল বড়ায়ি কেমণে তাক বাজাএ ॥

উত্তর—

বাঁশীর বিন্দত মুখ সংযোজিআঁ সপত সর বাজাএ।
নাগর শেখর নান্দের সুন্দর বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

কানু কেমন করিয়া বাঁশী বাজান, তাহাও রাধা জানেন না। এমন উদাহরণ অনেক। যাঁহারা কবি বা ঝুমুরের পাল্লা শুনিয়াছেন, তাঁহারা ইহার মর্ম্ম বুঝিবেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা ও কৃষ্ণের মামী ও ভাগিনেয় সম্বন্ধ, এবং পরস্পরের উত্তর প্রতি-উত্তর সে কালের ঝুমুরের কথাই মনে করাইয়া দেয়। কৃষ্ণকীর্ত্তন প্রধানতঃ দুইটী ভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে কৃষ্ণ সাজিয়া কেহ প্রথমে আসরে নামিয়াছেন, প্রতিপক্ষ রাধা। দ্বিতীয় ভাগে রাধা সাজিয়া অন্য জন আসর লইয়াছেন, কৃষ্ণ তাহার প্রতিপক্ষ। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, ছত্রখণ্ড প্রভৃতি প্রথম ভাগ, এবং বাণখণ্ড, বংশীখণ্ড, রাধাবিরহখণ্ড প্রভৃতি প্রধানতঃ দ্বিতীয় ভাগের অন্তর্ভুক্ত। বৃন্দাবনখণ্ড, যমুনাখণ্ড, হারখণ্ড প্রভৃতিতে ইহার সাঙ্কর্য্য ঘটিয়াছে।

ঝুমুর গানে জয় পরাজয় আছে। কৃষ্ণকীর্ত্তনের পালায়ও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। কৃষ্ণের অনেক কাকুতিতে এবং বশ্যতা স্বীকারে প্রথম দিকে যেমন কৃষ্ণের পরাজয় সূচিত করে, উত্তর ভাগে তেমনি রাধার পরাজয় লক্ষিত হয়। এখনকার দিনে যেমন যাত্রা বা কীর্ত্তনে যে পালাই গীত হউক, শেষে মিলন না করানো দোষের বলিয়া মনে হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে সেরূপ দেখা যায় না। ভারখণ্ডে, কালিয়দমনখণ্ডে যমুনাখণ্ডে, হারখণ্ডে ইহার উদাহরণ মিলিবে। বংশীখণ্ডের শেষে পরস্পর পরস্পরের নিকট আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,—দুই পক্ষের মধ্যে সন্ধি হইয়াছে।

কৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে দ্বিতীয় কথা—ইহার মধ্যে "মঙ্গল কাব্যের" ধারা অনুস্যূত রহিয়াছে। চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি হইতে জানিতে পারি যে, সে কালে বিষহরী, মঙ্গলচণ্ডী, বাসুলী প্রভৃতির পূজা প্রচলিত ছিল এবং এই সব দেবতার মাহাত্ম্যমূলক মঙ্গলগাথা গাহিয়া লোকে রাত্রি কাটাইয়া দিত। মনসামঙ্গলের কানা হরিদত্ত, ধর্ম্মমঙ্গলের ময়ূর ভট্ট, চণ্ডীমঙ্গলের আদি কবিকঙ্কণকে আমি চণ্ডীদাসের সম-সাময়িক বলিয়াই মনে করি। মঙ্গলকাব্য দুইটী ধারায় বিভক্ত ছিল। একটী ধারায়—এক দেবতার ভক্ত অন্য দেবতার পূজা করিতে চাহিতেন না। দুই দেবতার ভক্তের মধ্যে তুমুল যুদ্ধ হইত, তাহাতে এক পক্ষ জয়লাভ

করিতেন, অন্য পক্ষের পরাজয় এবং মৃত্যু ঘটিত। ধর্ম্মমঙ্গল এই ধারার অন্তর্গত। অন্য ধারায় দেবতা আপন বিরুদ্ধ পক্ষের সাধককে নানারূপ ছলে কৌশলে আপনার অনুরক্ত করিয়া লইতেন, আপনার ভক্ত করিয়া তুলিতেন। মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল প্রভৃতিকে এই ধারার মধ্যে ফেলিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই ধারার প্রভাব সুস্পষ্ট। কৃষ্ণকীর্ত্তনের রাধিকা যেন একটী বিরুদ্ধপক্ষীয়া ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে আপনার অনুরাগিণী করিতে চাহেন, তাঁহার মিলন কামনা করেন। শ্রীরাধা প্রত্যাখ্যান করিয়াছেন, কত কঠোর কথা বলিয়াছেন, কিন্তু শেষে শ্রীকৃষ্ণেরই জয় হইয়াছে, মিলন ঘটিয়াছে, রাধিকা তাঁহার অনুরাগিণী হইয়াছেন। প্রত্যাখ্যাত শ্রীকৃষ্ণ মিনতি করিয়াছেন, কিন্তু মাঝে মাঝে স্পষ্টই জানাইয়াছেন যে, তিনিই ত্রিদশের নাথ—তিনিই দশাবতারে দশ রূপ পরিগ্রহ করিয়াছেন, তাঁহারই ভয়ে কংস নিদ্রা যায় না। ঠিক যেন মনসা বা চণ্ডী,—চাঁদ অথবা ধনপতি সদাগরকে বলিতেছেন, আমিই সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় করি, আমিই ত্রিদশেশ্বরী, ইত্যাদি। সে কালে মঙ্গলকাব্যের প্রভাব এতই ছিল যে, কবি কৃত্তিবাস পণ্ডিতও সে প্রভাব এড়াইতে পারেন নাই। তাঁহার প্রণীত রামায়ণ সুস্পষ্টরূপে মঙ্গলকাব্যের ধারায় চিহ্নিত হইয়াছে। মূল রামায়ণে নাই, এমন সব উপাখ্যান, ভাব—যথা তরণীসেন বধ, বীরবাহুর প্রচ্ছন্ন ভক্তিভাব এবং রাবণের মুক্তি কামনায় রামের স্তুতি ইত্যাদি কৃত্তিবাসের রামায়ণে মঙ্গলকাব্যের প্রভাবের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এ বিষয়ে আর একটা দিক্ লক্ষ্য করিবার আছে যে, বৈষ্ণব রসকাব্যে এই যে ঐশ্বর্য্য প্রকাশের ভাব, ইহা মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে পাওয়া যায় না। জয়দেব এবং বিল্বমঙ্গলে শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ঐশ্বর্য্যদ্যোতক শ্লোকের অভাব নাই। ঐশ্বর্য্য প্রকাশের দিক্ দিয়া মঙ্গলকাব্যের প্রভাবের সঙ্গে বিল্বমঙ্গল—বিশেষ করিয়া জয়দেবের এই ভাবের প্রভাব শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কতখানি, তাহাও বিচারের কথা। চণ্ডীদাসের উপর গীতগোবিন্দের প্রভাব সম্বন্ধে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনে গীতগোবিন্দের কয়েকটী প্রসিদ্ধ গান ও শ্লোকের অনুবাদ ও ভঙ্গীর অনুকরণ ইহার অকাট্য প্রমাণ। কৃষ্ণকীর্ত্তনের জন্মখণ্ড, তাম্বূলখণ্ড, ইত্যাদি খণ্ডান্ত নাম দেখিয়া ব্রহ্মবৈবর্ত্তের প্রকৃতিখণ্ড, গণেশখণ্ড ইত্যাদির কথা মনে হয়। জয়দেবের অনুকরণে কৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধা শ্রীকৃষ্ণকে স্পষ্টতঃ পতি শব্দে অভিহিত করিয়াছেন,—

"তার ফলেঁ মোর পরাণ পতী।
মোক ছাড়ী কাহ্নাঞি গেলা কতী॥"—(কালীয়দমন খণ্ড),
"চরণে পড়োঁ দূতী আণি দেহ প্রাণপতী।"—(রাধাবিরহ)

প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। মঙ্গলকাব্যের ভক্ত-ভাবের উদাহরণ যথা—

"ভকতী দাসিক তেজহ কেহে।"—(কালীয়দমন খণ্ড)।
"আত্মগতী ভকতী আনাথি আহ্মি নারী।"—(রাধাবিরহ)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন সম্বন্ধে তৃতীয় কথা—ইহার কাব্যকথা। কৃষ্ণকীর্ত্তন একখানি আদিরসের কাব্য। সে কালের ঝুমুর গান শৃঙ্গাররসপ্রধান ছিল। অবশ্য শৃঙ্গাররসপ্রধান কাব্য তার চেয়েও পুরাণ, এমন কি, স্মরণাতীত কালের পুরাতন। সুতরাং বলিতে

হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তন ঝুমুরের ধাঁচায় একখানি আদিরসের কাব্য। ঝুমুরের সম্বন্ধ পাতানো আছে, প্রশ্ন, উত্তর, প্রতিউত্তর আছে। শ্লেষ, ব্যঙ্গ, গালাগালি আছে, আবার শৃঙ্গার-রসপ্রধান কাব্যের বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ দুইটী ভাগেরই কিছু কিছু আছে। সম্ভোগের বিচারে বিশেষ কিছু ধরা যাইবে না, কিন্তু বিপ্রলম্ভের দিক্ দিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব প্রমাণিত করিতে কষ্ট পাইতে হইবে না। চণ্ডীদাস বাঙ্গালার কবি,—বীরভূমের কবি, সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তন শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালের রচনা হইলে তাহাতে তৎসাময়িক বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ছাপ সুস্পষ্ট নির্দ্দেশ করা যাইত। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন যে মহাপ্রভুর পূর্ব্বে প্রণীত, ইহার কাব্যপ্রকৃতিই তাহার প্রমাণ।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই শৃঙ্গারের দুইটি দিক্ স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে;—বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ। মহর্ষি ভরত বলেন, শৃঙ্গারের দুই অবস্থা—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের বিভাব ঋতুমাল্যানুলেপনাদি, অনুভাব নয়নচাতুরী, ভ্রূবিক্ষেপাদি। নাট্য-শাস্ত্রে সম্ভোগের ব্যভিচারী ভাবে আলস্য, ঔগ্রতা ও জুগুপ্সা, এই তিনটী বর্জ্জিত হইয়াছে। বিপ্রলম্ভের নির্ব্বেদ, গ্লানি, শঙ্কা, অসূয়া, শ্রম, চিন্তা, ঔৎসুক্য, নিদ্রা, স্বপ্ন, বিরোধ, ব্যাধি, উন্মাদ, অপস্মার, জাড্য, মরণাদি অনুভাব।

"অত্রাহ। যদ্যয়ং রতিপ্রভবঃ শৃঙ্গারঃ কথমস্য করুণাশ্রয়িণো ভাবা ভবন্তি অত্রোচ্যতে। পূর্ব্বমেবাভিহিতং সম্ভোগবিপ্রলম্ভকৃতঃ শৃঙ্গার ইতি। বৈশিকশাস্ত্রকারৈশ্চ দশাবস্থোঽভিহিতঃ। তস্য সামান্যাভিনয়ে বক্ষ্যামঃ।

করুণস্তু শাপক্লেশবিনিপতিতেষ্টজনবিভবনাশবধবন্ধসমুত্থো নিরপেক্ষভাবঃ। ঔৎসুক্য-চিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ। এবমন্যঃ করুণোঽন্যশ্চ বিপ্রলম্ভ ইতি। এবমেষ সর্ব্বভাবসংযুক্তঃ শৃঙ্গারো ভবতি।"

যদিও দণ্ডী এবং ভামহ প্রভৃতি এ বিষয়ে বিশেষ কিছু আলোচনা করেন নাই, তথাপি ইহা যে অপ্রচলিত ছিল, এমন কথা নিশ্চয়ই বলা যায় না। পরবর্ত্তী আনন্দবর্দ্ধন এবং রুদ্রট প্রভৃতির গ্রন্থে ইহার সুচিন্তিত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়।

আলঙ্কারিক আনন্দবর্দ্ধন এবং তাঁহার টীকাকার অভিনব গুপ্তের মতে অঙ্গীভূত (প্রধানীভূত) শৃঙ্গারের প্রথমতঃ দুইটী ভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। সম্ভোগের প্রকারভেদ অনেক—সুরত (চতুঃষষ্টিক আলিঙ্গন প্রভৃতি), বিচরণ (উদ্যান গমন), জলক্রীড়া, পানগোষ্ঠী, চন্দ্রোদয়-ক্রীড়া প্রভৃতি। বিপ্রলম্ভের চারিটী ভাগ—অভিলাষ, ঈর্ষা, বিরহ, প্রবাস।

(১) নায়ক নায়িকা উভয়ের মধ্যে জীবিতসর্ব্বস্ব প্রাপ্তির ন্যায় রতির উদ্ভব হইলে ও কোনো কারণে মিলনের বিঘ্ন ঘটিলে অভিলাষ বিপ্রলম্ভ হইবে।

(২) প্রণয়ভঙ্গে খণ্ডিতা নায়িকার ভাব ঈর্ষা-বিপ্রলম্ভ।

(৩) নায়ক নানা উপায়ে প্রসন্ন করিবার চেষ্টা পাইতেছেন, নায়িকা প্রসন্ন হইলেন না, নায়ক চলিয়া গেলেন, তখন প্রিয়-সমাগম লাভের জন্য উৎকণ্ঠিতা নায়িকার যে অনুতপ্ত অবস্থা, তাহার নাম বিরহ-বিপ্রলম্ভ।

(৪) প্রোষিতভর্ত্তৃকার প্রিয়বিচ্ছেদ, প্রবাস-বিপ্রলম্ভ।

বিপ্রলম্ভাদি—এই আদি পদের দ্বারা শাপাদিকৃত বিপ্রলম্ভও বুঝিতে হইবে।

রুদ্রট বলেন—শৃঙ্গারের দুই ভেদ—সম্ভোগ ও বিপ্রলম্ভ। বিপ্রলম্ভের চারিটী ভাগ—(১) প্রথমানুরাগ, (২) মান, (৩) প্রবাস, (৪) করুণ।

(১) প্রথমানুরাগ—আলোকনাদি মাত্রে নায়ক নায়িকার গুরু রাগ সঞ্জাত হইলে পরস্পরের অপ্রাপ্তি হেতু ব্যাপারসমূহ। প্রথমানুরাগে অভিলাষ, চিন্তা, স্মরণ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ।

(২) মান—নায়িকান্তরসম্বন্ধ-নিবন্ধন নায়কের প্রতি ঈর্ষ্যাপরায়ণা নায়িকার চিত্তবিকার।

(৩) প্রবাস—পরদেশগত বা গমনোদ্যত বা ভবিষ্য কালে গমনেচ্ছু নায়কের অবস্থা (এবং তদনুরাগিণী নায়িকার বিচ্ছেদদুঃখ)।

(৪) করুণ—নায়ক নায়িকার মধ্যে একতরের মৃত্যু হইলে বা অন্যতর মৃতকল্প হইলে করুণ বিপ্রলম্ভ হয়।

আলঙ্কারিক মম্মট ভট্ট কাব্যপ্রকাশে বিপ্রলম্ভের পাঁচটী ভাগ করিয়াছেন—(১) অভিলাষ, (২) বিরহ, (৩) ঈর্ষ্যা, (৪) প্রবাস, (৫) শাপহেতুক।

সাহিত্যদর্পণকার বিশ্বনাথ কবিরাজ বলিতেছেন,—

"বিপ্রলম্ভোঽথ সম্ভোগ ইত্যেষ দ্বিবিধো মতঃ।
যত্র তু রতিঃ প্রকৃষ্টা নাভীষ্টমুপৈতি বিপ্রলম্ভোঽসৌ।
স চ পূর্ব্বরাগমানপ্রবাসকরুণাত্মকশ্চতুর্দ্ধা স্যাৎ।

* * * *

তথ করুণঃ। যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে। বিমনায়তে যদৈকস্তদা ভবেৎ করুণবিপ্রলম্ভাখ্যঃ। যথা কাদম্বর্য্যাং পুণ্ডরীকমহাশ্বেতাবৃত্তান্তে। পুনরলভ্যে শরীরান্তরেণ বা লভ্যে তু করুণাখ্য এব রসঃ। কিন্তত্রাকাশসরস্বতীভাষানন্তরমেব শৃঙ্গারঃ। সঙ্গমপ্রত্যাশয়া রতেরুদ্ভবাৎ। প্রথমন্তু করুণঃ এব ইত্যভিযুক্তা মন্যন্তে। যচ্চাত্র সঙ্গম-প্রত্যাশানন্তরমপি ভবতো বিপ্রলম্ভশৃঙ্গারস্য প্রবাসাখ্যো ভেদ এব ইতি কেচিদাহুঃ। তদন্যে মরণরূপবিশেষসম্ভবাত্তদ্ভিন্নমপি মন্যন্তে।"

বুঝিতে পারা যাইতেছে যে, শৃঙ্গারের প্রকারভেদ এবং তাহার পরিভাষা লইয়া আলঙ্কারিকগণের মধ্যে মতদ্বৈধ ঘটিয়াছে। কিন্তু সাধারণতঃ ইঁহারা প্রায় একই অর্থে বিষয়টীর বিভাগ ও বিশ্লেষণ করিয়াছেন। কোনো কোনো ক্ষেত্রে একজন আর একজনের সংজ্ঞাকে অধিকতর সুস্পষ্ট ও যথাযথ অন্বর্থ করিলেও নূতন কথাও কেহ কেহ বলিয়াছেন। নিম্নের তালিকা হইতে মোটামুটী একটা ধারণা পাওয়া যাইবে :—

বিপ্রলম্ভের বিভাগ বণ্টন

	১	২	৩	৪	৫
আনন্দবর্দ্ধন—	অভিলাষ,	ঈর্ষা,	বিরহ,	প্রবাস	(শাপহেতুক)
রুদ্রট—	প্রথমানুরাগ,	মান,	প্রবাস,	করুণ,	
মম্মট ভট্ট—	অভিলাষ,	বিরহ,	ঈর্ষা,	প্রবাস,	শাপহেতুক
বিশ্বনাথ কবিরাজ—	পূর্ব্বরাগ,	মান,	প্রবাস,	করুণ	

অভিলাষ এবং প্রথমানুরাগ বা পূর্ব্বরাগ একই অবস্থার নাম। ঈর্ষ্যা ও মান প্রায় সমার্থক, প্রবাস সম্বন্ধে মতভেদ নাই। কিন্তু বিরহ ও করুণের অর্থ একরূপ নহে। 'করুণ' সম্বন্ধে রুদ্রট এবং বিশ্বনাথ যে মত প্রকাশ করিয়াছেন, আনন্দবর্দ্ধন ও মম্মট ভট্টের বিরহ হইতে তাহা সম্পূর্ণ পৃথক্। আমার মনে হয়, রুদ্রট এবং বিশ্বনাথ বিরহ-বিপ্রলম্ভ ও শাপহেতুক বিপ্রলম্ভ পৃথক্ পৃথক্ স্বীকার না করিয়া এই দুইটীকে করুণেরই অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। অগ্নিপুরাণেও বিপ্রলম্ভের চারিটীর অধিক অবস্থা স্বীকৃত হয় নাই। অগ্নি-পুরাণে উল্লিখিত আছে,—

"সম্ভোগো বিপ্রলম্ভশ্চ শৃঙ্গারো দ্বিবিধঃ স্মৃতঃ।
প্রচ্ছন্নশ্চ প্রকাশশ্চ তাবপি দ্বিবিধৌ পুনঃ॥
বিপ্রলম্ভাভিধানো যঃ শৃঙ্গারঃ স চতুর্ব্বিধঃ।
পূর্ব্বানুরাগমানাখ্যঃ প্রবাসকরুণাত্মকঃ॥"

জানি না, এই করুণের সৃষ্টিকর্ত্তা কে? ভরতের "কথমস্য করুণাশ্রয়িণো ভাবা ভবন্তি" এবং "ঔৎসুক্যচিন্তাসমুত্থঃ সাপেক্ষভাবো বিপ্রলম্ভকৃতঃ। এবমন্যঃ করুণোঽন্যশ্চ বিপ্রলম্ভ ইতি" ইহার মূল কি না, পণ্ডিতগণ বিচার করিবেন। সাহিত্যদর্পণকার করুণের উদাহরণে কাদম্বরীর পুণ্ডরীক-মহাশ্বেতা বৃত্তান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। যুবক যুবতীর একজনের লোকান্তর ঘটিলে এবং পুনরায় মিলন ঘটিলে তবেই তাহা করুণ-বিপ্রলম্ভ হইবে। যদি মিলন না ঘটে বা শরীরান্তরে মিলন ঘটে, তবে তাহা করুণ রসের বিষয়ীভূত হইবে, করুণ বিপ্রলম্ভের অন্তর্ভুক্ত হইবে না। এ বিষয়ে রুদ্রট একটু ভিন্নমত বলিয়াই মনে হয়। উদাহরণে তিনি কুমার হইতে রতিবিলাপ উদ্ধৃত করিয়াছেন। মতান্তরে রতি-কামের পুনর্ম্মিলন ঘটিয়াছিল,—তাহা সাধারণের চক্ষে শরীরান্তরে হইলেও রতির চক্ষে নহে। তিনি প্রদ্যুম্নকে কাম বলিয়াই চিনিতে পারিয়াছিলেন, সুতরাং ইহাও করুণ বিপ্রলম্ভ। এই হিসাবে পৌরাণিক তপতী ও সম্বরণের, পুরুরবা ও উর্ব্বশীর এবং রুরু ও প্রমদ্বরার কাহিনীও স্মরণযোগ্য। শ্রীমদ্ভাগবতের রাসপঞ্চাধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের রাসমণ্ডল হইতে অন্তর্দ্ধান এবং শ্রীমতী রাধিকা ও গোপীগণের সহিত পুনর্ম্মিলন এই করুণ বিপ্রলম্ভের পর্য্যায়ে আনা যায় কি না, তাহাও বিচার্য্য। আমাদের এই আলোচনাটী মনে রাখিয়া কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের আলোচনা করিতে হইবে। আমরা দেখিতে পাইব যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে চণ্ডীদাস তাঁহার সমসাময়িক বিশ্বনাথ কবিরাজ এবং তৎপূর্ব্ববর্ত্তী আলঙ্কারিকগণকেই অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহার রচনায় পরবর্ত্তী উজ্জ্বলনীলমণি বা অলঙ্কারকৌস্তভের কোনো প্রভাব লক্ষিত হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বিপ্রলম্ভের যে চারিটী অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা তাহাদের নাম—অভিলাষ বা পূর্ব্বরাগ, ঈর্ষ্যা বা মান, করুণ এবং প্রবাস বা বিরহ বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি। কৃষ্ণকীর্ত্তনে একটী খণ্ডের নামই রহিয়াছে "রাধা-বিরহ।" এই খণ্ডে কৃষ্ণ-বিরহাতুরা রাধিকার আক্ষেপ, রাধা-কৃষ্ণের মিলন, কৃষ্ণের মথুরা গমন, রাধার অনুরোধে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য বড়াইয়ের মথুরায় গিয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনুযোগ বর্ণনা পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে। তাহার পর পুথি খণ্ডিত, সুতরাং পুনর্ম্মিলন কি ভাবে হইয়াছিল, জানিবার

উপায় নাই। যতটুকু পাওয়া যায়, তাহা হইতে ইহাই অনুমিত হয় যে, চণ্ডীদাস প্রবাস ও বিরহ এক বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

কৃষ্ণকীর্ত্তনে দানখণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের অভিলাষ বা পূর্ব্বরাগ বর্ণিত হইয়াছে। বড়ায়ির প্রতি কৃষ্ণের উক্তি,—

তোর মুখে রাধিকার রূপকথা সুনী।
ধরিবাক না পারোঁ পরাণী ॥ বড়ায়ি ল ॥
দারুন কুসুমশর সুদৃঢ় সন্ধানে।
অতিশয় মোর মন হানে ॥ বড়ায়ি ল ॥
পরাণ অধিক বড়ায়ি বোলোঁ মো তোহ্মারে।
রাধিকা মানাআঁ দেহ মোরে ॥ধ্রু॥

কৃষ্ণকীর্ত্তনের তাম্বূলখণ্ডে যদিও কবি কামশাস্ত্রের অনুসরণ করিয়া কামাচার উপায়স্বরূপ তাম্বূল প্রেরণ করিয়াছেন, তথাপি ইহাতে প্রধানতঃ কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। ভরত কামসূত্রোক্ত বৈশিক শাস্ত্রের উল্লেখে দশাবস্থার কথা তুলিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে কামশাস্ত্রের লক্ষণ কবির পাণ্ডিত্যেরই পরিচায়ক। কৃষ্ণকীর্ত্তনে কৃষ্ণ, রাধাকে না দেখিয়া মাত্র তাঁহার রূপের কথা শুনিয়াই অনুরাগী হইয়াছেন। পদাবলীর রাধার পূর্ব্বরাগে চণ্ডীদাস ভণিতার পদে নাম শুনিয়া অনুরাগিণী হওয়ার বিষয়ে যাঁহাদের সন্দেহ আছে, তাঁহারা একবার এ দিকে দৃষ্টি দিবেন। তাম্বূলখণ্ডে স্বপ্নে রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ সঞ্চারের পদও আছে।

বৃন্দাবনখণ্ডে ঈর্ষা বা মান বর্ণিত হইয়াছে। রাধাকে দেখিয়া কৃষ্ণ মিলন প্রার্থনা করিলে রাধা বলিলেন,—

তোর সঙ্গে জাইব মাঝ বনে।
আর সংহতী এড়িব কেন মণে ॥

* * *

ফুল ফলের দিআঁ আশে।
সখিগণ নেহ চারি পাশে ॥

শুনিয়া শ্রীকৃষ্ণ আনন্দিত হইলেন। তিনি রাসের অনুষ্ঠান করিলেন।

করিআঁ বিবিধ তনু আহ্মে দেবরাজে।
বিলসিবোঁ গোপীসমাজে ॥

* * *

কেহো কাহাকো যেন না করে উপহাস।
তেহ্ন মতেঁ করিব বিলাস ॥

এই বলিয়া গোপীগণকে লইয়া তিনি বিলাসে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই—

রাধা চন্দ্রাবলী মণে কৈল চক্রপাণী ॥
সংহরী সকল দেহে।

গোপী এড়ি কুঞ্জগেহে।
বিকল গোবিন্দ মুরারী রাধার নেহে ॥

কৃষ্ণ আসিয়া রাধার নিকট উপস্থিত হইলেন। এই বিলম্বের জন্য রাধার মান। বৃন্দাবন-খণ্ডে মানভঞ্জন ও মিলন বর্ণিত হইয়াছে। কালীয়দমনখণ্ডে গোপীগণের অনুরাগের পরিচয় আছে।

কাহ্নাঞি ক দেখি যত গোপ গোপীগণে।
হরিষেঁ হয়িলা তবেঁ সজল নয়নে ॥

* * *

নেহেঁ তবেঁ আকুলী রাধিকা ততিখনে।
নিমেষরহিত রক্ত সরস নয়নে ॥
দেখিল কাহ্নের মুখ সুচির সমএ।
সকল লোকের মাঝেঁ তেজি লাজ ভএ ॥
কাহ্নাঞিঁ দেখিআঁ আর যত গোপীগণে।
সঙ্কে আলিঙ্গন কৈল আপণ আপণে ॥
হাস ছলেঁ কৈল মন হরিষ বিকাশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

এই কালিয়দমন দিনে পূর্ব্বরাগ সূচনা পদাবলীর মধ্যেও পাওয়া যায়,—কিন্তু কৃষ্ণের পূর্ব্বরাগ। যাত্রার পালায় কালিয়-দমন দিনে এই পূর্ব্বরাগের সূচনায় গান আরম্ভ হইত বলিয়া যাত্রার নামই হইয়াছিল 'কালিয়দমন যাত্রা'। শ্রীমদ্ভাগবতে গোপীদের পূর্ব্বরাগের পরিচয় পাওয়া যায়—কাত্যায়নীব্রতে। কিন্তু এই কালিয়দমন দিনেই অনুরাগিণী গোপীগণের অনুরাগ স্পষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে। শ্রীকৃষ্ণের পূর্ব্বরাগের পরিচয় পাই ধেনুক-বধের দিনে। ঐ দিনই শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে গোপীদের প্রথম চারি চক্ষের মিলন হইয়াছিল। যদিও ভাগবতে ধেনুকবধ পূর্ব্বেই বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গোস্বামিগণ লীলার যে পৌর্ব্বাপর্য্য নির্ণয় করিয়াছেন, তাহাতে বর্ণনা পূর্ব্বে থাকিলেও ঘটনায় কালিয়দমনই অগ্রে সংঘটিত হইয়াছিল। এই দিনও চারি চক্ষের মিলন হইতে পারে, এই অনুমানে বাঙ্গালী পদকর্ত্তা সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দ কবিরাজ পূর্ব্বরাগের পদ লিখিয়াছেন,—

"কালিদমন দিন মাহ, কালিন্দীতীর কদম্বক ছাহ" ইত্যাদি।

বাণখণ্ডে 'করুণ' বিপ্রলম্ভ বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণ মন্মথ-পাঁচবাণ মারিয়া রাধাকে হতচেতন করিয়াছেন, বড়ায়ি রাধাকে মৃত মনে করিয়াই কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করিতেছেন।

রাধা যেহ্ন সতী তাক জগতেঁ রাখানী।
হেন রাধা মারিলেঁ চাণ্ডাল চক্রপাণী ॥
কাহ্নাঞি মোরে নাহিঁ ছো।
তিরীবধিআ কাহ্নাঞিঁ ল
কাহাঞিঁ মোরে নাহিঁ ছো ॥

মোরে মাহি ছো কাহাঞিঁ বারাণসী যা।
আষোব পার্শে তোর বেআপিল গা॥

কৃষ্ণ বিলাপ করিতেছেন,—

মো যবেঁ জাণিবোঁ রাধা তেজিব পরাণে।
তবেঁ কি যোড়োঁ বড়াযি ফুলের বাণে॥—ইত্যাদি।

চারিটী পদে কৃষ্ণের বিলাপ বর্ণিত হইযাছে। বিলাপের শেষ পদের—

"বালী জাগহে জাগহে
সুন্দরি রাধে মুখ তুলী চাহ মোরে ল॥ধ্রু॥"

এই ধুয়া পদটীর গভীর করুণ সুর হৃদয় স্পর্শ করে। নানারূপ বিলাপ করিয়া অবশেষে—

কৃষ্ণ পরশিল করে শরীর রাধার।
বিহড়িল আষ্ট ধাতু আছিল তাহার॥
ধেআন করিআঁ করেঁ ঝাড়ে বনমালী।
ধীরেঁ ধীরেঁ গাঅখানী তোলে চন্দ্রাবলী॥
মরিআঁ জিলী রাধা গোকুল সমাজে।
তিরীবধে উদ্ধার পাইল দেববাজে॥"

ইহা যে মূর্চ্ছামাত্র নহে, প্রকৃতই রাধার দেহ প্রাণহীন হইয়াছিল, উদ্ধৃত কবিতাংশ হইতে তাহাই মনে হয়। পরের পদে স্পষ্টই আছে,—

"রাধাক মারিআঁ পুণী জিআইল কাহ্নে"।

সুতরাং বলিতে হইবে যে, পূর্ব্বরাগ ও ঈর্ষ্যার পর অলঙ্কারশাস্ত্রের নিয়মানুসারেই তিনি এইরূপে করুণ বর্ণনপূর্ব্বক কাব্যের সঙ্গতি রক্ষা করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণ ত্রিদশের নাথ এবং শ্রীরাধা লক্ষ্মীস্বরূপিণী, এ কথা চণ্ডীদাস জন্মখণ্ডেই বলিয়া দিয়াছেন। এখন করুণ বর্ণনা করিতে হইলে "যূনোরেকতরস্মিন্ গতবতি লোকান্তরং পুনর্লভ্যে" এই সূত্র বজায় রাখিতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তাহা সম্ভব নয়। কাজেই চণ্ডীদাসকে মদনবাণের অবতারণা করিতে হইয়াছে, এবং শ্রীকৃষ্ণের দ্বারাই রাধাকে এইরূপে মহামূর্চ্ছায় মূর্চ্ছিতা করিতে হইয়াছে। নায়কের পরিবর্ত্তে নায়িকাকে লোকান্তরিতা করিয়া কবি এখানে একটু নূতনত্বেরও অবতারণা করিয়াছেন। আর একটী লক্ষ্য করিবার বিষয়, বৈষ্ণব রসশাস্ত্রে যাহা সমৃদ্ধিমান্ সম্ভোগরূপে পরিচিত, যাহা সুদূর প্রবাসানন্তর সংঘটিত হয়, কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই বাণখণ্ডে করুণাখ্য বিপ্রলম্ভের মধ্যেই তাহা বর্ণিত হইয়াছে। এই করুণকে কোনো কোনো আলঙ্কারিক চিরপ্রবাসের রূপেই দেখিয়াছেন। চণ্ডীদাসের বিপরীত সম্ভোগ বর্ণনায় সেই লক্ষণের কথাও স্মরণ করাইয়া দেয়।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ বিপ্রলম্ভের মধ্যে করুণকে গ্রহণ করেন নাই। তাঁহারা শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত রাসে অন্তর্দ্ধানকেও প্রবাসের মধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন—নিকট-প্রবাস। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে রাধা-বিরহের কারণরূপে শ্রীদামের শাপের উল্লেখ পাওয়া যায়; পদ্মপুরাণে যেমন শকুন্তলার প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ। এই শাপও অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত বিপ্রলম্ভের একটী ভাগ মাত্র।

বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ এই সমস্ত মিলাইয়া প্রবাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। শাপহেতুক এবং করুণ, এই দুইটাই তাঁহাদের প্রবাসের মধ্যে মিলিয়া গিয়াছে। অথবা শ্রীরাধাকৃষ্ণের সুমধুর অপ্রাকৃত নিত্যলীলায় তাঁহারা শাপের বা লোকান্তরের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন নাই। সুপ্রসিদ্ধ রূপ গোস্বামী যখন ভক্তিরসামৃতসিন্ধু প্রণয়ন করেন, তখন বিপ্রলম্ভের বিভাগে তিনি পূর্ব্বরাগ, মান ও প্রবাসের মাত্র উল্লেখ করিয়াছিলেন।

"তত্র বিপ্রলম্ভঃ। স পূর্ব্বরাগো মানশ্চ প্রবাসাদিময়স্তথা। বিপ্রলম্ভো বহুবিধো বিদ্বদ্ভিরিহ কথ্যতে।" কিন্তু উজ্জ্বলনীলমণিতে তিনি প্রেমবৈচিত্ত্য নামক একটী নূতন বিভাগের উল্লেখ করিয়াছেন।

"অথ শৃঙ্গারভেদঃ।

স বিপ্রলম্ভঃ সম্ভোগ ইতি দ্বেধোজ্জ্বলো মতঃ।
পূর্ব্বরাগস্তথা মানঃ প্রেমবৈচিত্ত্যমিত্যপি।
প্রবাসশ্চেতি কথিতো বিপ্রলম্ভশ্চতুর্ব্বিধঃ॥"

তিনি প্রেমবৈচিত্ত্যের লক্ষণ নির্ণয় করিয়াছেন,——

"প্রিয়স্য সন্নিকর্ষেঽপি প্রেমোৎকর্ষস্বভাবতঃ।
যা বিশ্লেষধিয়ার্ত্তিস্তৎ প্রেমবৈচিত্ত্যমুচ্যতে॥"

উজ্জ্বলচন্দ্রিকাকার ইহার অনুবাদ করিতেছেন,——

"প্রিয়ের নিকটে রহে প্রেমের স্বভাবে।
প্রেমবৈচিত্ত্য হেতু বিরহ করি ভাবে॥"

রসের বিভাগে এই প্রেমবৈচিত্ত্যের মধ্যে আক্ষেপানুরাগকেই আমরা বিশেষ করিয়া পাই। আক্ষেপানুরাগ প্রধানতঃ আট প্রকার;—প্রিয় প্রতি, নিজ প্রতি, মুরলী প্রতি, সখী প্রতি, দূতী প্রতি, বিধি প্রতি, কন্দর্প প্রতি ও গুরুগণের প্রতি। কিন্তু প্রেমবৈচিত্ত্যের আট ভাগের মধ্যে ইহার চারিটী মাত্র উল্লিখিত হয়—কৃষ্ণ প্রতি, নিজ প্রতি, মুরলী প্রতি ও সখী প্রতি। প্রেমবৈচিত্ত্যের অপর চারিটী ভাগ প্রেমবৈচিত্ত্য বা আক্ষেপানুরাগ, উল্লাসানুরাগ, রূপানুরাগ ও রসোদ্‌গার। এ রসে নায়ক ধীর শান্ত, নায়িকা বিপ্রলব্ধা, রস করুণ, ভাব উৎসাহ। অনুরাগ বলিতে বুঝায়—

"সদানুভূতমপি যঃ কুর্য্যান্নবনবং প্রিয়ং।
রাগো ভবন্নবনবঃ সোঽনুরাগ ইতীর্য্যতে"॥

প্রেমবৈচিত্ত্য এই অনুরাগেই প্রতিষ্ঠিত। প্রিয়কে নিত্য নূতন মনে হয়, এবং এই ভাবের বৈচিত্ত্যে পাইয়াও না পাওয়া এবং না পাইয়াও পাওয়ার বেদনা বা আনন্দ অনুভূত হয়। প্রেমবৈচিত্ত্যে এই অনুরাগেরই আক্ষেপ। ইহার মধ্যে নিরপেক্ষ ভাব একেবারেই নাই, সাপেক্ষ ভাবই সর্ব্বত্র। কারণ, এই অনুরাগে পরস্পর বশীভাব, প্রেমবৈচিত্ত্য, অপ্রাণী মধ্যেও জন্মলাভের লালসা, এবং বিপ্রলম্ভে শ্রীকৃষ্ণের স্ফূর্ত্তি ইত্যাদি অনুভাব হইয়া থাকে। রসোদ্‌গারের মধ্যে বা বিরহের মধ্যে স্বপ্নে মিলন বর্ণিত হয়, সুতরাং না পাইয়াও পাওয়ার ভাব অনুভূত হয়। লক্ষ্য করিবার বিষয়, প্রেমবৈচিত্ত্য নায়িকারই হইয়া থাকে, নায়কের নহে। সুতরাং বৈষ্ণব আলঙ্কারিকগণ "যূনোরেকতরস্মিন্" এ মত গ্রহণ করেন নাই। করুণে কিন্তু

দুই রূপই ছিল—নায়ক বা নায়িকা যে কাহারো লোকান্তর ঘটিতে পারে। বলা বাহুল্য যে, এই করুণও প্রকারান্তরে প্রেমবৈচিত্ত্য। কারণ, প্রেমের বা অনুরাগের অত্যন্ত গাঢ়তা না হইলে মাত্র আকাশবাণী শুনিয়াই কেহ প্রিয়জনকে প্রাপ্তবৎ বলিয়া মনে করে না, এবং প্রিয়-সমাগম লাভ আশায় দীর্ঘকাল প্রতীক্ষা করিয়া থাকিতে পারে না।

পূজ্যপাদ শ্রীরূপ গোস্বামী করুণের পরিবর্ত্তে প্রেমবৈচিত্ত্যের অবতারণা করিয়াছেন সটে, কিন্তু স্বপ্রণীত "ললিতমাধব" নামক নাটকে খুব সম্ভব, তিনি এই করুণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের বিরহে কৃষ্ণশূন্য বৃন্দাবন হইতে শ্রীরাধার সূর্য্যলোকে প্রস্থান, তথা হইতে সত্রাজিত-গৃহে আগমন এবং নববৃন্দাবনে শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলন, ইহাকে করুণ বই আর কি বলিব? আপত্তি উঠিতে পারে যে, সত্রাজিতকন্যা সত্যভামা-রূপ রাধার পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ শরীরান্তরে লভ্য হওয়ায় এবং সেই দেহে কৃষ্ণ সঙ্গে মিলন হওয়ায় ইহা করুণ-বিপ্রলম্ভ কিরূপে হইবে? তাহার উত্তরে বলিতে হয়, অন্যের চক্ষে শরীরান্তর হইলেও প্রকৃতপক্ষে রাধা শরীরান্তর পরিগ্রহ করেন নাই, শ্রীকৃষ্ণ, এমন কি—ভীষ্মকপালিতা চন্দ্রাবলী (রুক্মিণী) প্রভৃতি সকলেই তাঁহাকে শ্রীরাধা বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছিলেন। কবিকল্পনা নিরঙ্কুশ হইলেও করুণ বিপ্র-লম্ভের নিয়ম মানিয়াই যে গোস্বামিপাদ তাঁহার নাটকে এরূপ মিলন ঘটাইয়াছেন, এইরূপই মনে হওয়া স্বাভাবিক।

পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা সুপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণবদাস আক্ষেপানুরাগ পর্য্যায়ে চণ্ডীদাস ভণিতার অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। রসের শ্রেণীবিভাগে আক্ষেপানুরাগ, এই নামকরণ চণ্ডীদাসের সময় কেহ করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না, সুতরাং চণ্ডীদাস আক্ষেপানুরাগ নাম দিয়া কোনো পদ রচনা করিয়াছিলেন, এমনও বলিবার উপায় নাই। তবে এ কথা অবশ্যই বলা চলে যে, চণ্ডীদাস কতকগুলি এমন পদ রচনা করিয়াছিলেন, যাহা আক্ষেপানু-রাগের লক্ষণাক্রান্ত এবং পরবর্ত্তী কালে সেই পদগুলিকে আক্ষেপানুরাগের পর্য্যায়ে গ্রহণ করিতে কোনো বাধা ঘটে নাই। চণ্ডীদাসের অনেক পদের ভাষার অদল বদল হইয়াছে, অনেক পদ প্রায় অবিকৃত আছে, কিন্তু সুরের যে কোনো পরিবর্ত্তন ঘটে নাই—চণ্ডীদাসের খাঁটি পদগুলিতে অন্ততঃ ভাব অনুরূপই আছে, এ কথা একরূপ জোর করিয়াই বলিতে পারা যায়। কয়েকটি উদাহরণ দিতেছি।

"প্রথম প্রহর নিশি" (নীলরতন বাবুর চণ্ডীদাস—২০১ সংখ্যক পদ) "দেখিলোঁ প্রথম নিশী" (কৃষ্ণকীর্ত্তন, রাধাবিরহ) পদটি পদাবলী এবং কৃষ্ণকীর্ত্তন দুইএর মধ্যেই পাওয়া গিয়াছে। ভাষার যথেষ্ট পার্থক্য লক্ষিত হইলেও ভাবের ঐক্য বিস্ময়জনক।

বংশীখণ্ডের এবং রাধাবিরহখণ্ডের কয়েকটী পদ আক্ষেপানুরাগের সুরে বাঁধা। বংশীখণ্ডের—

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নই কূলে।
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥

কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি সেনা কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোণ দোষে॥

এই পদকে আক্ষেপানুরাগের পদ বলিলে কি ক্ষতি?

চান্দ সুরুজের ভেদ না জানোঁ
চন্দন শরীর তাএ।
কাহ্ন বিনি মোর এবেঁ এক খন
এক কুল যুগ ভাএ॥
বাঁশীর শবদেঁ প্রাণ হরিআঁ
কাহ্ন গেলা কোন দিশে।
তা বিনি সকল আন্তর দহে
যেন বেআপিল বীষে॥

অথবা—

কাহাঞি বিহণে মোর সকল সংসার ভৈল
দশ দিগ লাগে মোর শূন।
আঞ্চলের সোণা মোর কেনা হরি লআঁ গেল
কিবা তার কৈলোঁ অগুণ।

এই সমস্ত উক্তি যে আক্ষেপানুরাগের, তাহা বোধ হয়, বলিয়া বুঝাইতে হইবে না।

রাধা বিরহের অনেক পদের সুর একেবারে পদাবলী-সাহিত্যের সঙ্গে অবিকল মিলিয়া যায়। রাধাবিরহের—

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি
না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে আক্ষা উপেখিআঁ রোষে
আন লআঁ বঞ্চে বৃন্দাবনে॥
বড়ায়ি গো কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলী ঝাঁপ দিলোঁ সে মোর সুখাইল ল
মোঞ নারী বড় আভাগিনী॥

অথবা—

যে ডালে করোঁ মো ভরে সে ডাল ভাজিআঁ পড়ে
নাহি হেন ডাল যাত করোঁ বিসরামে॥

অথবা—

সুখ দুখ পাঁচ কথা কহিতেঁ না পাইল।
কালিয়ার জল যেন তখনি পলাইল ॥

প্রভৃতি পদে পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের মূল সুর ধ্বনিত হইয়াছে।

'যোগিনীরূপ ধরী হইআঁ দেশান্তর'

"কাহ্ন বিনি মোঁ যোগিনী হৈবোঁ
ভ্রমিবোঁ সকল দেশে"

এই ধরণের পদ চণ্ডীদাসের নিজস্ব বলিয়াই মনে হয়। রাধাবিরহের—

সোঙরী কাহ্নের বাণী না রহে মোর পরাণী
চেতন নাহিক মোর দেহে।
তেজিলোঁ সুখ আসেস দিনে দিনে তনু শেষ
ভাবিআঁ সে কাহ্নের নেহে ॥
বিধি বিপরীত ভৈল আশা ছাড়ি কাহ্ন গেল
বিরহেঁ মো জিবোঁ কত দিশে।
বোল বড়ায়ি উপদেশে কাহ্ন গেলা কোন দিশে
গায়িল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

অথবা—

আহো নিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঙরিআঁ।
বজরে গঢ়িল বুক না জাএ ফুটিআঁ ॥

প্রভৃতি পদে বিরহের যে সুর মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে, পদাবলীতে তাহারই পূর্ণ বিকাশ ঘটিয়াছে। যাঁহারা বলেন, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ও পদাবলী এক চণ্ডীদাসের নহে, তাঁহাদের এই সমস্ত পদের সঙ্গে পদাবলীর—

ধিক্ রহু জীবনে পরাধীনী যেহ।
তাহার অধিক ধিক্ পরবশ নেহ ॥
এ পাপ কপালে বিহি এমতি লিখিল।
সুধার সায়র মোর গরল হইল ॥
অমিয়া বলিয়া যদি ডুব দিলুঁ তায়।
গরল ভরিয়া যেন উঠিল হিয়ায় ॥
শীতল বলিয়া যদি পাষাণ করি কোলে।
পীরিতি আনল তাপে পাষাণ যে গলে ॥
ছায়া দেখি বসি যদি তরুলতা বনে।
জ্বলিয়া উঠয়ে তরু লতা পাতা সনে ॥
যমুনার জলে যদি দিয়ে বাঞা ঝাঁপ।
পরাণ জুড়াবে কি অধিক উঠে তাপ ॥
চণ্ডীদাস কহে দৈব গতি নাহি জান।
দারুণ সে নেহা মোর বধএ পরাণ ॥

এই ধরণের পদগুলি একবার মিলাইয়া দেখা উচিত।

পদাবলীর মধ্যে অর্থাৎ পদকল্পতরু প্রভৃতি গ্রন্থে পাওয়া যায় না, এমন কয়েকটী চণ্ডীদাস ভণিতার পদ নীলরতন বাবুর সঙ্কলনে আছে। তাহার মধ্যে একটী পদ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের উদ্ধৃতাংশের সঙ্গে ইহার রসভাবের ঐক্য লক্ষ্য করিবার বিষয়। পদটীর বড়ু ভণিতা আজও পর্য্যন্ত অবিকৃত আছে, নানা লিপিকারের হাতে পড়িয়াও রূপান্তর ঘটে নাই।

জনম গোঁয়ানু দুখে কত বা সহিব বুকে
কার আশে নিশি পোহাইব।
অন্তরে রহিল ব্যথা কুল-শীল গেল কোথা
কানু লাগি গরল ভখিব ॥
কুল দিলুঁ তিলাঞ্জলি গুরু দীঠে দিলু বালি
কানু লাগি এমতি করিনু।
ছাড়িলুঁ গৃহের সাধ কানু হৈল পরিবাদ
তাহার উচিত ফল পাইলুঁ ॥
অবলা না জানে কিছু এমতি হইবে পিছু
তবে কি এমন প্রেম করে।
ভাল মন্দ নাহি জানে পরমুখে যেবা শুনে
তেঞিঁ তো আনলে পুড়ে মরে ॥
বড়ু চণ্ডীদাসে কয় প্রেম কি আনল হয়
সুধুই যে সুধাময় লাগে।
ছাড়িলে না ছাড়ে সেহ এমতি দারুণ নেহ
সদাই হিয়ার মাঝে জাগে ॥

রূপক রচনা চণ্ডীদাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। গীতগোবিন্দের অনুকরণে তিনি কৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মধ্যে এইরূপ কয়েকটী রচনায় যথেষ্ট নৈপুণ্য ও কবিত্বের পরিচয় দিয়াছেন। গীতগোবিন্দের—

"বন্ধুকদ্যুতিবান্ধবোঽয়মধরঃ স্নিগ্ধো মধূকচ্ছবি-
র্গণ্ডে চণ্ডি চকাস্তি নীলনলিনশ্রীমোচনং লোচনম্।
নাসাভ্যেতি তিলপ্রসূনপদবীং কুন্দাভদন্তি প্রিয়ে
প্রায়স্ত্বন্মুখসেবয়া বিজয়তে বিশ্বং স পুষ্পায়ুধঃ ॥"

এই শ্লোকের সঙ্গে—

"সুপুট নাসা তিলফুলে। দেখি তোর গণ্ডযুগ মহুলে" প্রভৃতি তুলনা করুন।

"লাবণ্য জল তোর শিহাল কুন্তল" প্রভৃতি পদ রুদ্রটের "বাহূ দ্বৌচ মৃণালমাস্যকমলং লাবণ্যলীলাজলং" এই প্রসিদ্ধ শ্লোকের অনুবাদ। "খোঁপা পরতেথ মোর ত্রিদশ ঈশ্বর

হয়" প্রভৃতি পদের কোনো মূল পাওয়া যায় না, সুতরাং মৌলিক রচনা বলিয়াই মনে হয়। এই সমস্ত আলোচনা করিয়া মনে হয়, পদাবলীর আক্ষেপানুরাগের "পীরিতি সুখের সাগর বলিয়া নাহিতে নামিলুঁ তায়। নাহিয়া উঠিয়া ফিরিয়া চাহিতে লাগিল দুখের বায়॥" এই প্রসিদ্ধ পদটী বড়ু চণ্ডীদাসেরই রচিত। একটু রূপান্তরিত করিয়া দিলেই কৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষায় পৌঁছিয়া যায়। অবশ্য উপরের পদটীতে রূপক বর্ণনা ছাড়াও আরো কিছু আছে। যাহা আছে, তাহা মরমী হৃদয়ের নিবিড়তর অনুভূতির সঙ্গে মানবচরিত্র এবং সংসারচিত্রের সুতীক্ষ্ণ অভিজ্ঞতার পরিচয়। কৃষ্ণকীর্ত্তনে এই পরিচয়ের অসদ্ভাব নাই, বরং প্রাচুর্য্যই আছে। পদটী "নেহা সে সুখের সাগর দেখিঞা নাহিতে নামিলোঁ তাএ" ইত্যাদি রূপে পরিবর্ত্তিত করা চলে। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনে "পিরিতী" শব্দের অভাব নাই।

"মোর বোল সুণ অবগাহী। কাহ্নের পিরিতি কর বাহী॥"—(৩২৮ পৃঃ, কৃ কীঃ)

"আল কাহ্ন করিল সুরতী। পুরী মনোরথ রাধার পিরিতী॥"—(৩৮২ পৃঃ, কৃ কীঃ)

প্রভৃতি তাহার উদাহরণ। এই পিরিতী শব্দ কৃষ্ণকীর্ত্তনে যে অর্থেই ব্যবহৃত হউক, পরে পদাবলী রচনায় তিনি যে পিরিতি কথা ব্যবহার করেন নাই, ইহা জোর করিয়া বলা চলে না। এখানে পিরিতির বদলে নেহা করিলেও কোনো ক্ষতি হইতেছে না।

এই সমস্ত আলোচনা করিলে কৃষ্ণকীর্ত্তনের প্রাচীনত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ থাকে না। শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে রচিত হইলে ইহার মধ্যে তাহার চিহ্ন কিছু না কিছু পাওয়া যাইত। কিন্তু কৃষ্ণকীর্ত্তনের উপর শ্রীমন্মহাপ্রভুর অথবা তাঁহার প্রিয় পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী প্রভৃতি আলঙ্কারিকগণের কোনো প্রভাব লক্ষিত হয় না। কথা উঠিতে পারে যে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালেও প্রাচীন অলঙ্কার গ্রন্থের আলোচনা বিশেষ ভাবেই প্রচলিত ছিল। এমন কি, প্রাচীনপন্থী আলঙ্কারিকগণ যে উজ্জ্বলনীলমণি বা অলঙ্কারকৌস্তভের মত গ্রহণ করেন নাই, এমন পরিচয়েরও অসদ্ভাব নাই। উদাহরণস্বরূপ "রসগঙ্গাধর" গ্রন্থের উল্লেখ করিতে পারি। এই রসগ্রন্থখানি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রণীত হইয়াছিল। পণ্ডিতরাজ জগন্নাথ অথবা তাঁহার টীকাকার সুপণ্ডিত নাগোজী ভট্ট প্রাচীন মতেরই অনুসরণ করিয়াছিলেন। বিপ্রলম্ভের বিভাগ নির্ণয়ে ইহাঁরা অভিলাষ, ঈর্ষ্যা, প্রবাস, বিরহ এবং করুণকেই গ্রহণ করিয়াছেন। সুতরাং কৃষ্ণকীর্ত্তনে যদি এই মত গৃহীত হইয়া থাকে, তবে ইহাকে মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে রচিত বলিলে ক্ষতি কি? তাহার উত্তরে বলিতে হয় যে, মহাপ্রভুর পরবর্ত্তী কালে কোনো বাঙ্গালী কবির পক্ষে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাপ্রসঙ্গ লইয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা অসম্ভব কথা। যদি তাহা সম্ভব হইত, এই স্বাতন্ত্র্য, এই স্বাধীনচিন্ততা যদি কোনো কবির প্রকৃতিতে থাকিত, তাহা হইলে বাঙ্গলা সাহিত্যে অনুকরণের পর অনুকরণ দেখিয়া আমাদিগকে হতাশ হইতে হইত না। মহাপ্রভুর পূর্ব্ববর্ত্তী কালে মঙ্গলকাব্যকে পশ্চাতে রাখিয়া, জয়দেবের প্রভাব অতিক্রম করিয়া কৃষ্ণকীর্ত্তন রচনা এক চণ্ডীদাসের পক্ষেই সম্ভব হইয়াছিল। চণ্ডীদাস শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে মানবতার বাণী প্রচার করিয়াছিলেন, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহারই মূর্ত্তিমান্ বিগ্রহ। চণ্ডীদাস ভাব, মহাপ্রভু রূপ। চণ্ডীদাস জাতির কবি, জনসাধারণের কবি। তাই চণ্ডীদাসের জন্মভূমি বীরভূমের নান্নুর বাঙ্গালীর তীর্থক্ষেত্র। চণ্ডীদাসের কথা বাঙ্গালীর জাতীয়

জীবনের একটী রহস্তজনক অধ্যায়। সে রহস্তের মর্ম্ম আজিও উদ্ঘাটিত হয় নাই। আমি বাঙ্গলার শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি এ দিকে আকর্ষণ করিতেছি।

[অলঙ্কারশাস্ত্রের উদাহরণ সংগ্রহে সুহৃদ্বর অধ্যাপক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সাতকড়ি মুখোপাধ্যায় এম-এ এবং শ্রীমান্ অশোকনাথ ভট্টাচার্য্য বেদান্ততীর্থ এম-এ বিশেষ সাহায্য করিয়াছেন।]

শ্রীহরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়

আঙ্কিক শব্দ *

সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকার পঞ্চত্রিংশৎ ভাগের প্রথম অঙ্কে শ্রীযুত বিভূতিভূষণ দত্ত "শব্দ-সংখ্যা-লিখনপ্রণালী" নামে এক চিত্তাকর্ষী প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। এমন রচনা-পরিপাটী, বস্তুনির্দেশ, পদবিভাগ, দেশদেশান্তরে অনুসন্ধান, উপসংহারে অনুসন্ধানফল কদাচিৎ দেখিতে পাই। তিনি এবং অন্যে পাশ্চাত্ত্য অণুবীক্ষণযন্ত্র দ্বারা আমাদের গণিত-বিদ্যা নিরীক্ষণ করিতেছেন। আমি এখানে দূরবীক্ষণ যোগে কিঞ্চিৎ দিগ্দর্শন করিতেছি।

১। অঙ্কের উৎপত্তি

হাতের দশ আঙ্গুল হইতে, এক হইতে দশ গণনার উৎপত্তি। নিরক্ষর জনে কখনও ১০ পর্য্যন্ত গণিয়া একাদশ জানিতে একটা গুটী দেয়, কখনও ২০ পর্য্যন্ত গণিয়া এক কুড়ির গুটী দেয়। এইরূপ একদশ, দুইদশ, কিংবা এক কুড়ি, দুই কুড়ি গণিয়া গণিয়া চলে। কোন দ্রব্যের বৃদ্ধি কিংবা ক্ষয় মনে রাখিবার নিমিত্ত কাঁথে সিন্দূরের কিংবা হলুদের ফোঁটা দেয়; কখনও ডোরে গাঁইট দেয়; কখনও বা হাঁড়িতে কড়ি কিংবা গুটী রাখে। মনে রাখিবার এই স্বাভাবিক উপায় পূর্ব্বকালেও নিশ্চয় ছিল। অনভিজ্ঞ বিদেশী উপহাস করে; বলে, আমাদের দেশের সাধারণ লোকে তাহাদের বয়স বলিতে পারে না। কিন্তু ভাবে না, লিখিতে পড়িতে না জানিলে জন্ম-বৎসর লেখা হইতে পারে না। যদি বয়স মনে রাখিতে হয়, তাহা হইলে বৎসর বৎসর একটি করিয়া গুটী রাখিতে হইবে। বেদের কালে, বৎসর গণিতে কুশ রাখা হইত, এবং ব্রাহ্মণ-কালের কালজ্ঞেরা শ্লোকে ছড়া বাঁধিয়া রাখিতেন; বৎসরসংখ্যা যত বাড়িত, ছড়াও তত লম্বা হইত। † পরবর্ত্তী কালে বয়স গণিবার নিমিত্ত জন্মতিথি কিংবা জন্মনক্ষত্র-পালন বার্ষিক একটা কৃত্য হইয়াছে।

২। আঙ্কিক শব্দ

এক, দ্বি, ত্রি প্রভৃতি সংখ্যাবাচক শব্দ কবে রচিত হইয়াছিল, কে জানে? বেদ-সংহিতার কালে এই সকল সংখ্যা-বাচক শব্দ দ্বারা গণনার কাজ চলিয়া যাইত। কিন্তু সেই সময় হইতেই কয়েকটি ছন্দের নাম সংখ্যা-বাচক হইয়াছিল। এক এক ছন্দে যত অক্ষর, তত সংখ্যা জ্ঞাপন করিতে বেদের, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের ঋষি সে সে ছন্দের নাম করিতেন। যেমন, একটা বৈদিক ছন্দের নাম ছিল বৃহতী। এই ছন্দে ৩৬টি অক্ষর আছে। ব্রাহ্মণের ঋষি ছত্রিশ না বলিয়া বৃহতী বলিতেন। এ বিষয় শ্রীযুত দত্ত সবিশেষ বর্ণনা করিয়াছেন। এ যে কোন্ কালের কথা, কে নির্ণয় করিতে পারিবে? আমার যৎসামান্য অনুমানে কলিযুগ আরম্ভের অর্থাৎ খ্রীঃ পূঃ ৩১০২ অব্দ পূর্ব্বে এই রীতি আরম্ভ হইয়াছিল। তদবধি কালক্রমে অন্য কতকগুলি সাধারণ শব্দ, সংখ্যা বুঝাইতে সাঙ্কেতিক হইয়াছে। এখন পাঠশালার বালকেও শেখে, একে চন্দ্র, দুয়ে পক্ষ, তিনে নেত্র, ইত্যাদি। যাবতীয় গণিত জ্যোতিষে

---

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত (১৩৩৩, ২৩এ মাঘ)।

† Gavam-ayana. By R. Shamasastry

এ ইরূপ সাঙ্কেতিক শব্দের প্রচুর প্রয়োগ হইয়াছে। এখনও সংস্কৃতে গ্রহগণিত রচনায় এই রীতি চলিতেছে। এই সে দিন বোম্বাইর শ্রীযুত বেঙ্কটেশ বাপুজী কেতকর তাঁহার গ্রহগণিতাদি গ্রন্থের যাবতীয় সংখ্যা সাঙ্কেতিক শব্দে প্রকাশ করিয়াছেন। প্রত্যেক শাস্ত্রের পরিভাষা আছে। আঙ্কিক শব্দ, গণিতশাস্ত্রে পারিভাষিক। চন্দ্র একটি। ইহাকে ইন্দু, বিধু ইত্যাদি যাই বলি, সেই এক চন্দ্র। গণিতশাস্ত্রে সংখ্যা-প্রকাশে, চন্দ্র=১, 'চন্দ্র' একটি সংজ্ঞা। আয়ুর্ব্বেদে চন্দ্রঃ হইয়া গিয়াছে কর্পূর, এবং 'চন্দ্রম্' স্বর্ণ। আমরা কিন্তু চন্দ্রে রজত দেখিয়া 'চাঁদি' করিয়াছি, এবং চাঁদা বলিলে চন্দ্রাকার রৌপ্যখণ্ড বুঝি। যোগ-বিদ্যায় চন্দ্রনাড়ী=ইড়ানাড়ী, ইত্যাদি। যিনি যে বিষয়ের দ্রষ্টা, তিনি সাদৃশ্য দেখিয়া স্ব-শাস্ত্রের পরিভাষা করেন। পরে পদ ও অর্থের ইতরেতর অধ্যাসহেতু একটি বলিলে অপরটি বুঝায়। লোকে বলে, শ্রাদ্ধে 'ষোড়শ' হইয়াছিল; যে সঙ্কেতটি জানে, সে বুঝে ষোড়শ উপচার। এইরূপ, নাথ-যোগীরা দীক্ষাকালে 'দ্বাদশ' গ্রহণ করিত। এই 'দ্বাদশ' তাহাদের পারিভাষিক। তেমনই, "গোরক্ষ-বিজয়ে"র ও "শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে"র 'দশমী দুয়ার' যোগশাস্ত্রের এক পরিভাষা। দেহের নবদ্বারের অতিরিক্ত 'দশমী' শব্দ দ্বারা কণ্ঠনালী বুঝাইত। এই হেতু "দশমী" স্ত্রীলিঙ্গ পদ। যোগীরা জিহ্বা দীর্ঘ করিতেন, পশ্চাদ্দিকে বাঁকাইয়া তাহার অগ্র দ্বারা "দশমী দুয়ার" রোধ করিতেন। গ্রামেও দেখি, "টা" বলিলে এক শত টাকা বুঝায়। যেমন "বিবাহে ক-টা খরচ হইল?" এখানে ক-টা=কয় শত টাকা। এইরূপ, "এক পোয়া" বলিলে পঁচিশ টাকা বুঝায়। ইদানীং কেহ কেহ দ্বাদশ 'শতক' লিখিয়া বলিতেছেন, দ্বাদশ খ্রীষ্ট শতাব্দ বুঝিতে হইবে। শতক, শত-দ্রব্যের সমষ্টি। এতদ্দ্বারা শত বৎসর, তদুপরি খ্রীষ্ট শত বৎসর বুঝিতে হইবে। অতএব দেখা যাইতেছে, আঙ্কিক শব্দ রচনা স্বাভাবিক ক্রমেই হইয়াছে; আকস্মিক ভাবে হয় নাই।

৩। আঙ্কিক শব্দের প্রাচীনতা

বরাহের "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা"য় পাঁচখানি সিদ্ধান্ত বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে "পিতামহ-সিদ্ধান্ত" ৮০ খ্রীষ্টাব্দে শোধিত হইয়াছিল। ইহার মূল যে কত প্রাচীন, তাহা জানিবার উপায় নাই। তবে ইহা যে খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দের বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সংস্করণ, তাহাতে সন্দেহ নাই। লগধ নামে এক ব্যক্তি পাঁজি গণিবার সূত্র করিয়াছিলেন। তাহাকে ধরিয়া বেদাঙ্গ জ্যোতিষের উৎপত্তি। অতএব খ্রীঃ পূঃ ১৪শ শতাব্দের পূর্ব্ব হইতে "পিতামহসিদ্ধান্তে"র মূল চলিয়া আসিতেছিল। বরাহের "বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্তে"র মূল আরও প্রাচীন। কিন্তু থিবো সাহেব যে পুথি প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার পাঠ অশুদ্ধ, স্থানে স্থানে অসম্পূর্ণ। পণ্ডিত ভগবান্দাস পাঠক তাহাকে যথামতি শুদ্ধ করিয়া লইয়া বলেন যে, তাহা ১৯০৫ খ্রীঃ পূর্ব্বাব্দের কোজাগরী পূর্ণিমা হইতে গণিত হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের সিদ্ধান্ত পাওয়া যায় নাই। বেদাঙ্গ জ্যোতিষের "পিতামহ-সিদ্ধান্তে" মাস অমান্ত, "বসিষ্ঠসিদ্ধান্তে" মাস পূর্ণিমান্ত, এবং কার্ত্তিক মাস হইতে আরম্ভ। কার্ত্তিক হইতে পূর্ণিমান্ত মাস গণনা বহু প্রাচীন। বেদাঙ্গ-জ্যোতিষের সময়ে সে রীতির পরিবর্ত্তন হয়।

ইহাতেও অনুমান হয়, বেদাঙ্গ-জ্যোতিষ অপেক্ষা "বসিষ্ঠ-সিদ্ধান্ত" প্রাচীন। উক্ত পাঠক মহাশয় গণিত দ্বারা প্রমাণ করিয়াছেন, বরাহের "পৌলিশসিদ্ধান্ত" ৫১ খ্রীষ্ট পূর্ব্বাব্দে এবং "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" ১২৯ কিংবা ১৩৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।* অন্য কারণে আমি মূল "সূর্য্য-সিদ্ধান্তে"র এই কাল অনুমান করিয়াছিলাম। পরে প্রদত্ত আঙ্কিক শব্দ দেখিলেও এইরূপ প্রাচীন মনে হইবে। অতএব যদি জ্যোতিষ-শাস্ত্রের জন্য আঙ্কিক শব্দের উৎপত্তি হইয়া থাকে, তাহা হইলে বেদের ব্রাহ্মণের পরেই হইয়াছিল।

৪। আঙ্কিক শব্দ প্রয়োগের দোষ গুণ

শ্রীযুত দত্ত সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা সংখ্যা-প্রকাশের দোষ গুণ দেখাইয়াছেন। কোন শাস্ত্রের নূতন নূতন পরিভাষা করিলে যে দোষ, এখানেও সেই দোষ। পূর্বপ্রচলিত পরিভাষা না জানিলে, কিংবা নূতন পরিভাষা করিতে গেলে বিকল্প ঘটিয়া যায়। এই দোষ পরিহারের উপায় নাই। কিন্তু গুণ অনেক।

সাঙ্কেতিক শব্দ দ্বারা সংখ্যা প্রকাশে, ব্যাকরণের সমাসের অনিশ্চয়ে পড়িতে হয় না। "একং শতং", ইহার অর্থ ১০০, কিংবা ১০১। সায়ণ "ত্রি-সপ্ত" পদের তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন। শ্রীযুত দত্ত সে তিন প্রকার অর্থ উদ্ধার করিয়াছেন। রাজা পরীক্ষিতের কাল সম্বন্ধে বায়ুপুরাণে আছে,—

মহাদেবাভিষেকাত্তু জন্ম যাবৎ পরীক্ষিতঃ।
এক-বর্ষ-সহস্রং তু জ্ঞেয়ং পঞ্চাশদুত্তরম্॥

বায়ুপুরাণের এই কাল নির্দ্দেশ নানা প্রকারে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। "একবর্ষসহস্রং", ১০০০ কিংবা ১০০১ বর্ষ। ইহার সহিত ৫০ কেহ যোগ, কেহ বিয়োগ করিতে বলেন। আমরা এখন পূর্বকাল হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াতে, সে কালের ভাষা ঠিক বুঝিতে পারি না। যে কালে লিখিত, সে কালের লোক প্রকৃত অর্থ অবশ্য বুঝিত। ছন্দোবদ্ধ শ্লোক রচনা, সাধারণ সংখ্যাবাচক শব্দ দ্বারা অসম্ভব হইত। গ্রহগণিতে অসংখ্য সংখ্যা আবশ্যক হয়। প্রথম প্রথম সাধারণ সংখ্যাবাচক শব্দ ও আঙ্কিক শব্দের মিশ্রণে নানা সংখ্যা প্রকাশিত হইত। পরে আঙ্কিক শব্দ বৃদ্ধি পাইয়া মিশ্রণের প্রয়োজন হ্রাস পাইয়াছিল।

৫। অঙ্কের বামা গতি

নিরক্ষর জনে লিখিতে পড়িতে জানে না, কিন্তু ভাষা জানে, গণিতে শেখে। প্রায়ই কুড়ি পর্য্যন্ত গণিতে পারে, দশ দশ করিয়া গণিতে বলিলে দশ দশ করিয়া গণে। 'অঙ্ক' শব্দের অর্থ চিহ্ন। কাঁথে হউক, কাঠের পাটাতে হউক, দাঁড়ি চিহ্ন করিয়া যায়। বাম হইতে দক্ষিণে একটি একটি করিয়া চিহ্ন দেয়। দক্ষিণ হইতে বামে কিংবা উপর হইতে নীচে, দাঁড়ি কাটিতে দেখা যায় না। যে স্বাভাবিক কারণে আমরা বাম হইতে দক্ষিণে দক্ষিণ হস্ত প্রসারণ দ্বারা শব্দের অক্ষররূপ চিত্র করিয়া থাকি, অন্য চিহ্নেও তাই করি। দশ দশ গণিতে হইলে সে প্রতি দশক চিহ্নে বিশেষ করে, হয় ত সেটা লম্বা করে, হয় ত ঢেরা করে। প্রথমে দেখে, শেষ দশকের পরে কয়টা দাঁড়ি আছে। পরে দেখে, কয়টা দশক চিহ্ন গিয়াছে। যদি পনরটা

* Hindu-Aryan Astronomy: by Pandit Bhagawan Das Pathak, Dehra Dun, 1920.

দাঁড়ি থাকে, বলে—পাঁচটা বেশী এক দশ। সংস্কৃতে বলি, পঞ্চদশ অর্থাৎ পঞ্চোত্তর-দশ। 'উত্তর' শব্দের অর্থ—ঊর্দ্ধ, অধিক। যদি কুড়ি কুড়ি গণিতে হয়, তাহা হইলে বলে, পাঁচ কম এক কুড়ি। কিন্তু যদি পঁচিশটি দাঁড়ি হয়, তাহা হইলে,'পাঁচ বেশী এক কুড়ি', কিংবা পাঁচ বেশী দুই দশ। সংস্কৃতে 'পঞ্চবিংশতি'। এখানে বস্তুতঃ পঞ্চ-দ্বিদশ। লক্ষ্য করিতে হইবে, প্রথমে পঞ্চ, তার পর বিংশতি। এইরূপ, অষ্টোত্তরশত, প্রথমে আট, পরে শত।

একদশ পাঁচ, দুই দশ পাঁচ, কি একশত আট, এইরূপে যে নিবক্ষরেরা বলিতে পারে না, তা নয়। কিন্তু প্রথমোক্ত রীতি স্বাভাবিক মনে হয়, গুরু সংখ্যা প্রথমে বলিতে তাহার প্রবৃত্তি হয় না, লঘু সংখ্যা বলিতে আয়াস কম লাগে। অর্থাৎ, এইরূপ গণনার রীতি মনোবিদ্যা দ্বারা বুঝিতে পারা যায়। আমরা যখন জোড়া জোড়া সংখ্যা বলিয়া আসন্ন-সংখ্যা প্রকাশ করি, তখনও এই রীতি। বলি, পাঁচ সাতটা, দশ বারটা, বিশ পঁচিশটা, ইত্যাদি। সাত-পাঁচ ভাবনায় চিন্তাধারার বিপর্য্যয় বুঝি।

পঞ্চদশ, পাঁচটা আর দশটা, কিংবা দশটা আর পাচটা, কিংবা ছয়টা আর নয়টা, ইত্যাদি দ্রব্যের যোগ-ফলে পঞ্চদশ নামক পিণ্ড। পাঁচে বাণ, দশে দিক্, অতএব পঞ্চদশ=বাণদিক্ কিংবা দিক্‌বাণ। এখানে পিণ্ড ভাগ করিয়া পঞ্চদশ এই সংখ্যা প্রকাশ করিতেছি। পিণ্ডাংশ বামে কিম্বা দক্ষিণে রাখিতে পারি, কোন্‌টা বামে, কোন্‌টা দক্ষিণে বিচার না করিতে পারি। কিন্তু বাস্তবিক করিয়া থাকি। একটা মোড়কে দশ টাকা, আর একটায় পাঁচ টাকা থাকিলে দশ টাকার মোড়কটি কাছে রাখি, তার পর পাঁচ টাকাবটি।

যখন অঙ্কচিহ্ন দ্বারা সংখ্যা ব্যক্ত করিব, তখনও কাঁথের দাঁড়ির শ্রেণীর অনুসরণ করি। পঞ্চদশ, প্রথমে দশটার দাঁড়ি, পরে পাঁচটা। দশের চিহ্ন যদি 'দ' ও পাঁচের চিহ্ন 'প' হয়, তাহা হইলে লিখিব দপ, কিন্তু পড়িব পঞ্চদশ. আঙ্কিক শব্দে বাণদিক্। সংস্কৃতে ১৪৪২ অঙ্ক পড়িতে হইলে দ্বিচত্বারিংশদধিকচতুর্দ্দশশত বলা হয়। প্রথমে "আদি"স্থানের অঙ্ক, পরে বামা গতিতে অন্ত্য স্থানের অঙ্ক। অঙ্কস্য বামা গতিঃ, এই দৃষ্টান্তে যাবতীয় অঙ্কে বামা গতি চলিয়া আসিয়া থাকিবে।

বড় বড় সংখ্যা শুনিয়া লিখিতে হইলে, বামা গতিক্রমে লিখিয়া গেলে, অঙ্কের স্থানে ভুল হয় না। নানা সংখ্যা পরে পরে লিখিতে হইলে দক্ষিণাগতিক্রমে অঙ্কপাতে ভুল হইতে পারে। চারি লক্ষ বত্রিশ সহস্র লিখিতে হইলে ৩২এর পর কয়টা শূন্য বসিবে, তাহা ভাবিতে হয়। কিন্তু শূন্য শূন্য শূন্য দুই তিন চারি বলিয়া গেলে সংখ্যাটি যে সে নির্ভুল লিখিয়া দিবে।

৬। অঙ্কের স্থানীয়মান

বোধ হয়, প্রথমে অঙ্কের স্থানীয় মান হয় নাই। দশক, শতক, সহস্রক ইত্যাদির পিণ্ড এবং এক দুই তিন…নয় বোধক পিণ্ড পৃথক্ রাখিয়া, তাহাদের সমষ্টি দ্বারা পূর্ণ সংখ্যা গণিত হইত। পরে পৃথক্ পিণ্ড স্থাপন না করিয়া মনে মনে রহিল। অঙ্কের স্থানীয় মানের সূত্রপাত হইল। পশ্চিম দেশের বিদ্বানেরা বলেন, পূর্বকালে এ দেশে লিখন জানা ছিল না; লোকে সব মুখস্থ করিয়া রাখিত। দ্বৈপায়ন ব্যাস, বেদ বিভাগ করিলেন; মুখে মুখে করিলেন, এবং মুখস্থ করাইয়া দিলেন,—কথাটা আমার বিশ্বাস হয় না।

বেদের মন্ত্র বহুকাল যাবৎ কণ্ঠস্থ করিয়া রাখা হইত। কিন্তু বৈষয়িক ব্যাপারও মুখে মুখে সম্পন্ন হইত কি? বেদের পণি, বণিক্ ছিল। তাহারা কোনরূপ চিহ্নদ্বারা বড় বড় আদান প্রদান লিখিয়া রাখিত না, ইহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে কি না, জানি না। প্রাচীন বেবিলন ও মিশর লিখিতে জানিত, আর তত্তুল্য সভ্য আর্যজাতি জানিত না, তাহাদের সহিত মিশিতেন, এক-ঘরো হইয়া থাকিতেন না, তথাপি তাহাদের বুদ্ধি গ্রহণ করিতে পারেন নাই, ইহাও বিশ্বাস হয় না। এ বিষয়ে এত দিন যদি বা সন্দেহ ছিল, সিন্ধু প্রদেশের নূতন আবিষ্কারের পর সে সন্দেহের মূল উৎপাটিত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের প্রাচীন অধিবাসী সুমেরী বিদেশী হউক, কি সৌবীর স্বদেশী হউক, তাহাদের নিকটবর্তী আর্যেরা বাক্যকে চিত্রিত করিবার বুদ্ধি সুমেরীয় চিত্র দেখিয়াও শিখিতে পারেন নাই, ইহা অবিশ্বাস্য। অক্ষর-মাত্রেই চিত্র। আর, সে চিত্রের প্রথম কল্পনায় নিশ্চয়ই প্রাকৃতিক বস্তু অবলম্বিত হইয়াছিল। বহু পরে ১, ২, ৩ ইত্যাদি চিহ্নের কল্পনায় এক দাঁড়ি, দুই দাঁড়ি, তিন দাঁড়ি ইত্যাদি যে ছিল, তাহা এখনও বর্তমান অক্ষরের আকারে কিছু কিছু আছে।*

কৌটিল্যের সময়ে লেখাপড়া প্রচুর ছিল। তাহার অক্ষপটলে প্রবেশ করিলেই সারি সারি সাজানা "উপস্থানে (থাকে) নিবদ্ধ পুস্তক" দেখিতে পাওয়া যাইত। গাণনিক যাবতীয় আয়-ব্যয়, হ্রাস-বৃদ্ধি, এবং কারণিক (কেরাণী) রাজ্যের যত খবর লিখিত। কুপ্যাধ্যক্ষ বন হইতে তালী, তাল ও ভূর্জ "পত্র", এবং পলাশ, কুসুম্ভ ও কুঙ্কুমের ফুল যোগাইতেন। বোধ হয়, সে কালে মসীর প্রচলন হয় নাই, তালী ও তালপত্রে লৌহ-লেখনী দিয়া লিখিয়া, ঐ সকল ফুল ঘষিয়া লিপি স্পষ্ট করা হইত। ভূর্জপত্রে তুলী দিয়া "বর্ণিত" হইত, "লিখিত" হইতে পারিত না।

কৌটিল্যের তুলা-যন্ত্র বর্ণনায় 'অঙ্ক' শব্দ আছে। ইহা ধরিয়া শ্রীযুত দত্ত অঙ্কের স্থানীয় মানে আসিয়াছেন। আমার বিবেচনায়, এই অনুমানে ভুল আছে। কথাটা একটু বিচার করি। কৌটিল্যের অক্ষ-পটলে আয় ও ব্যয়ের কথা। অক্ষ-শালায় সুবর্ণাধ্যক্ষ থাকিত। এখানে অক্ষ শব্দে 'সুবর্ণ' (মুদ্রা) বুঝিতে হইবে। অক্ষ ও কর্ষ এক দ্রব্য। কর্ষের নামান্তর সুবর্ণ ছিল। এই হেতু অক্ষ অর্থে সুবর্ণ। তুলামানপৌতব অধ্যায়ে, তুলা (তুলদাঁড়ী) নির্মাণের কথা আছে। সাধারণতঃ তুলদাঁড়ী সমবৃত্ত না হইয়া দক্ষিণ পার্শ্বে স্থূল করা হয়। সমবৃত্ত তুলায় দণ্ডটির ব্যাস সর্ব্বত্র সমান। এইরূপ কাঠের তুলা, কাপাস ও কাপাস সূতা ওজন করিতে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। কৌটিল্যের সমবৃত্ত তুলা ধাতুনির্মিত। লম্বায় ৭২ আঙ্গুল (৩ হাত), ওজনে ৩৫ পল। ইহার পাল্লার ওজন ৫ পল। লিখিত আছে, (সূতা দিয়া ঝুলাইয়া) প্রথমে দণ্ডটি 'সমান' করিবে। তাহার পর, ১কর্ষ, ২কর্ষ, ৩কর্ষ, ৪কর্ষ বা ১পল, ২পল, ক্রমে ১০পল। ১০পলের পর ১২পল, ১৫পল, ২০পলে চিহ্ন করাইবে। তারপর ৩০, ৪০, ইত্যাদি দশোত্তর ক্রমে ১০০ পর্য্যন্ত "সম" করাইবে (সমকরণং কারয়েৎ)। তাহার পর "অক্ষেষু নান্দী পিনদ্ধং কারয়েৎ।† শ্রীযুত দত্ত দুই টীকাকারের মতানুসারে লিখিয়াছেন, "অঙ্কস্থলাদিতে নান্দী চিহ্ন খোদিত করিবে।

---

* See also, The Art of Writing in Ancient India—by Abinaschandra Das. Calcutta University.

† শামশাস্ত্রিকৃত সংস্করণে, "ততঃ কর্ষোত্তরং পলং পলোত্তরং দশপলং দ্বাদশপঞ্চদশবিংশতিরিতি ন্যসেৎ।" "ন্যসেৎ"

পাঁচ এবং সমস্ত পঞ্চগুণা সংখ্যা 'অঙ্কেষু' পদে বিবক্ষিত হইয়াছে। ইহার দ্বারা পঞ্চম দশম পঞ্চদশাদি সংখ্যা বিবক্ষিত হইয়াছে।" কিন্তু তিনি ইঁহাদের ব্যাখ্যা ঠিক মনে না করিয়া লিখিয়াছেন, "২৫, ৩৫, ৪৫ ইত্যাদি পলমানজ্ঞাপক স্থানই যে নান্দী-চিহ্নিত করিবার কথা কৌটিল্য বলিয়াছেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।" কিন্তু কাহারও ব্যাখ্যা আমার মনে লাগিতেছে না। (১) 'নান্দী পিনদ্ধং কারয়েৎ', ইহার অর্থ নান্দী বেষ্টন করিবে। এখানে চিহ্নিত বা ক্ষোদিত করিবার কথাই নাই। সকলেই জানেন, তুল দাঁড়ি সূতার ফাঁস দিয়া ঝুলাইতে হয়। এই সূতার নাম বাঁকুড়ায় "নাথ" বা "নাৎ" সংস্কৃত 'নদ্ধ' শব্দের অপভ্রংশ (তুল° বা° নথী)। এই সূতার নাম এখানে নান্দী। নান্দীমুখ শ্রাদ্ধে হাতে যে সূতা বাঁধা হয়, তাহার নাম নান্দী। স° নান্দীপট কুয়ার মুখের নন্দাকার (নাঁদার আকারের) পাট। নান্দী গোলাকার কিছু, এই অর্থ পাইতেছি। আমার স্মরণ হইতেছে, স্বর্ণকারের নিক্তির কাঁটা ওড়িয়া ভাষায় নান্দী বলে। ইহাকে স্বস্তিক বলা চলে। তুলদাঁড়ীতে যে "নাথি" চাই, তাহাতে সন্দেহ নাই। (২) এখন কথা, ডাঁটির কোথায় "নাথ" বাঁধিবে? 'অঙ্কেষু'। নিশ্চয়ই যেখানে যেখানে চিহ্ন করা হইয়াছে। কোথায় কোথায় চিহ্ন করা হইয়াছে? ১পল, ২পল, ইত্যাদি ১০পল, পরে ১২পল, ১৫পল, ২০পল। তার পর দশ দশ পল পরে পরে। অর্থাৎ ২০ পলের পর আর পঞ্চোত্তর নয়, দশোত্তর। ২৫, ৩৫, ৪৫ ইত্যাদি, পঞ্চাদি নাই। এই অর্থ স্পষ্ট। অন্য অর্থ হইলে 'দশোত্তর' স্থানে 'পঞ্চোত্তর' হইত। (৩) পাল্লায় প্রতিমান না চাপাইয়া পদস্থান পাইবার জো নাই। আর, পদ না পাইলে নান্দী বাঁধা চলে না। "পরিমাণী" তুলা এইরূপ, কিন্তু ৯৬ আঙ্গুল (৪ হাত) লম্বা, দ্বিগুণ ভারী। তাহাতে ১০০পল পদ, ১২০, ১৫০ ও ২০০পল পদ করাইবার কথা আছে। এখানে দশোত্তর নয়, বিংশোত্তরও নয়। অতএব বোধ হইতেছে, এক এক নির্দ্দিষ্ট ওজনের দ্রব্য পাইবার নিমিত্ত এই এই তুলা লাগিত। কিন্তু তিন হাত চারি হাত দীর্ঘ এবং দ্রব্য সহ চারি সের আট সের ভারী তুলা হাতে ধরিয়া সূতায় ঝুলাইবার কথা নয়। ময়ূরপদাকার অধিষ্ঠান হইতে ঝুলান হইত। এবং বোধ হয়, ইহার মাথায় লোহার আংটা বদ্ধ থাকিত। সেটি নান্দী। তুলাদণ্ড নান্দীর গোল ছিদ্রে প্রবিষ্ট থাকিত। দণ্ডের প্রতিপদে চক্র ক্ষুদিয়া দেওয়া হইত। নিম্নীকৃত চক্রাকার আধারে নান্দী বসান হইত। অর্থাৎ 'অঙ্কেষু', চক্রেষু। চক্রের পাশে পলের অঙ্ক ক্ষোদা থাকিত। অমরকোষে 'অক্ষ' শব্দের এক অর্থ চক্র আছে। জ্যোতিষের সাক্ষ নিরক্ষ দেশ ও অক্ষাংশ শব্দের 'অক্ষ' চক্র বুঝি। 'অঙ্ক' অর্থে অথা হইতে পারে না।

কারয়েৎ হইবে। "বিংশতিরিতি কারয়েৎ" ভাল লাগিতেছে না। প্রোফেসার যলী (Jolly) কৃত সংস্করণে (The Panjab Sanskrit Book Depot, Lahore) আছে, "বিংশতিরিতি পদানি কারয়েৎ"। দুই সংস্করণে অপর বাক্য সমান। আমার কাছে সংস্কৃতটীকা নাই। শাম শাস্ত্রী ইংরেজীতে লিখিয়াছেন, Symbols such as 1 pala, 12, 15, and 20 palas shall be marked—নান্দী অর্থে টীকাকার স্বস্তিক বুঝিয়াছেন। কিন্তু 'স্বস্তিক' আকৃতির চিহ্ন, না আর কিছু, তাহা না জানিলে এই অর্থের কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

৭। ভগ্নাংশ-প্রকাশ

অবিভক্ত দ্রব্যের মানসিক ভাগ-কল্পনা একটু কঠিন। এক টাকার আট ভাগের এক ভাগ বলিলে নিরক্ষর লোকে বুঝিতে পারে না। ইস্কুলের বহু বালক বহু দিন পর্য্যন্ত বাক্যটির অর্থ ধরিতে পারে না। কিন্তু দুয়ানি বুঝিতে পারে, অর্থাৎ টাকায় ষোল আনা পাইলে, দুই আনা যে কত, তাহার বোধ হইতে পারে। পূর্ব্বকালেও অর্দ্ধ, সার্দ্ধ, সপাদ, পাদোন, ত্রিভাগোন, এইরূপ দুই ভাগ ও চারি ভাগ পর্য্যন্ত গণা হইত। চারি ভাগ অপেক্ষা দুই ভাগ কল্পনা সহজ। অর্দ্ধের নাম "দল"। চারিটা সমান ভাগে একটা দ্রব্যকে বিভক্ত করিতে না পারিলে পাদ-বুদ্ধি আসে না। এই হেতু মনে হয়, ছন্দের চারি পাদ হইতে পাদ = ¼, নামান্তর চরণ, অংঘ্রি। "কবিকল্পলতায়" চারি, এই সংখ্যার এক সাঙ্কেতিক শব্দ, 'বৃত্তপাদ'। এ দিকে কিন্তু শফ (গবাদির খুর) = ⅛ আছে, যদিও কদাচিৎ পাইয়াছি। চন্দ্র-বিম্ব মাপিলে ষোল আঙ্গুল হয়। ইহা হইতে চন্দ্রের ষোল কলা এবং কলা = ১/১৬। কলা শব্দের বিকারে বাংলা কড়া (আঙ্গুল)। পূর্ব্বকালে ষোল আনা টাকায় এক আনা সুদ ছিল। এই হেতু কলান্তর শব্দের অর্থ সুদ। অন্য কারণে পাদ = ৪, কলা = ১৬ হইয়াছিল। চারি পাদের প্রত্যেকের নাম পাদ; এবং ষোল কলার প্রত্যেকের নাম কলা। অতএব পাদ = ৪, কলা = ১৬।

গাণিতিকের নিকট ক্রোটিভাগও আমলকবৎ গ্রাহ্য পদার্থ। কিন্তু ভগ্নাংশ সংখ্যা সাধারণের পক্ষে দুরূহ। এই হেতু অংশের নাম হইয়াছিল, তাহাতে সকলের বোধের সুবিধা হইয়াছিল। দ্রব্যের ষোল ভাগের এক ভাগ না বলিয়া, এক কলা। এইরূপ, অদ্যাপি গ্রামে আনা দ্বারা কলা বুঝিতে হয়। "এবার ফসল দশ আনা" বলিলে নিরক্ষর লোকেও তাৎপর্য্য বুঝিতে পারে। মাসের তিন ভাগের দুই ভাগ না বলিয়া ২০ তিথি। এইরূপ অহোরাত্রে ৩০ মুহূর্ত্ত, নক্ষত্রে ৮০০ কলা, ইত্যাদি। কাজেই ভগ্নাংশ জ্ঞাপনের আঙ্কিক শব্দ আবশ্যক হয় নাই। সূক্ষ্মরূপে ভগ্নাংশ জানাইবার এবং শ্লোকের মধ্যে ভগ্নাংশ এড়াইবার এক সুন্দর উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছিল। একটা বৃহৎ সংখ্যা ভাজক ধরিয়া উদ্দিষ্ট সংখ্যা ভাজ্য করা হইত। জ্যোতিষে দেখি, একটা ভাজকের নাম কলিযুগ; পরিমাণ ৪৩২০০০ বৎসর। আরও সূক্ষ্ম করিতে ইহার দশগুণিত মহাযুগের (৪৩২০০০০) কল্পনা হইয়াছিল। এই কলিযুগ ও মহাযুগ ব্যবহারিক নয়; গণিতের নিমিত্ত কল্পিত। অর্থাৎ যুগ ও মহাযুগ ঐ ঐ সংখ্যার দ্যোতক মাত্র। ঋগ্‌বেদের অক্ষরসংখ্যা দ্বাদশ সহস্র-বৃহতী; অর্থাৎ ১২০০০ × ৩৬ = ৪৩২০০০। এই সংখ্যা কলিযুগের পরিমাণ ধরা হইয়াছে। ইহার দশগুণে এক মহাযুগ। ইহার পরিমাণ, "সূর্যসিদ্ধান্তে"র ভাষায়,—

খচতুষ্করদার্ণবাঃ।

খ = ০, খচতুষ্ক = ০০০০, রদ = ৩২, অর্ণব = ৪। বামাগতিতে ৪৩২০০০০ বৎসর। উৎপল ভট্ট "মূলপুলিশসিদ্ধান্ত" হইতে লিখিয়াছেন,—

খখাষ্টমুনিরামাশ্বিনেত্রাষ্টশররাত্রিপাঃ।
ভানাং চতুর্যুগেনৈতে পরিবর্ত্তাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ *

---

* — শঙ্কর বালকৃষ্ণ দীক্ষিতের উদ্ধৃত পাঠ। বোধ হয়, কোন পুথী হইতে, শ্রীযুত বসু এই শ্লোকটি তুলিয়াছেন,

চতুর্যুগে বা মহাযুগে নক্ষত্র ১৫৮২২৩৭৮০০ বার ঘোরে। এখন অঙ্ক করিয়া লও, বৎসরে কতবার।

৮। আঙ্কিক শব্দ সংগ্রহ

বোধ হয়, পূর্ব্বে আঙ্কিক কোশ ছিল। নইলে সকলে সঙ্কেত বুঝিতে পারিত না। দুইটা ছোট কোশ ছাপা হইয়াছে।. পরে একটার উল্লেখ করা যাইবে। "ভারতবর্ষ" পত্রের ১ম বর্ষের ২য় খণ্ডের ৫ম সংখ্যায় শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ "বহু প্রাচীন জ্যোতিষ গ্রন্থ, দানপত্র, শিলালিপি, প্রাচীন কাব্য প্রভৃতি হইতে সাঙ্কেতিক শব্দগুলি সংগ্রহ" করিয়াছিলেন। তাঁহার তুল্য সমাহর্ত্তা বঙ্গদেশে আর একটি দেখিতে পাই না। যদি তিনি আকর ধরিয়া শব্দগুলির পৃথক্ পৃথক্ তালিকা দিতেন, তাহা হইলে আমাদের উপস্থিত বিচারে বিশেষ সুবিধা হইত। তালিকাগুলি কালানুসারী করিতে পারিলে সেগুলি ঐতিহাসিক রাজপুট হইত। দুঃখের বিষয়, তিনি ইতিহাসের দিক্ লক্ষ্য করেন নাই। আমি এখানে জ্যোতিষ গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ, দেশ ও কালানুসারে বিভক্ত করিয়া কয়েকটি তালিকা একত্র করিতেছি। তালিকাগুলি পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

১ম তালিকা বরাহ-মিহির কৃত "পঞ্চসিদ্ধান্তিকা" হইতে। ইহার দেশ উজ্জয়িনী, কাল ৪২৭ শক।

২য় তালিকা প্রচলিত "সূর্য্যসিদ্ধান্ত" হইতে। ইহার দেশ অজ্ঞাত, কাল শকের দশম শতাব্দ অনুমান করা হইয়া থাকে।

৩য় তালিকা শতানন্দের "ভাস্বতী" হইতে। ইহার দেশ পুরী (ওড্র), কাল ১০২১ শক।

৪র্থ তালিকা গণেশ দৈবজ্ঞ কৃত "গ্রহলাঘব" হইতে। ইহার দেশ বোম্বাই, কাল ১৪৪২ শক।

৫ম তালিকা রাঢ় দেশের তিনখানি করণ হইতে। দেশ রাঢ়, কাল ১৪৫০ শক হইতে ১৫৭৯ শক। একখানি বর্দ্ধমানে রচিত "ভাস্করার্ণব", ১৪৫০ শক। গ্রন্থকারের নাম নাই, উপাধি "বরাহমিহিরাচার্য"। দ্বিতীয়খানি বর্দ্ধমান ও কাল্না, এই দুয়ের মধ্যে রাঢ়ে রাঘবানন্দকৃত "সিদ্ধান্তরহস্য", ১৫১৩ শক। তৃতীয়খানি বিষ্ণুপুরে মুকুন্দদাসকৃত "গ্রহণাটবী", ১৫৭৯ শক। এই পুস্তক মুদ্রিত হয় নাই। *

৬ষ্ঠ তালিকা চন্দ্রশেখর সিংহকৃত "সিদ্ধান্তদর্পণ" হইতে। ইহার দেশ পুরী, কাল ১৮১৪ শক।

৭ম অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু।

৮ম "কবিকল্পলতা"র সংখ্যাবাচক।

এখন তালিকাগুলি দেখি। প্রত্যেক তালিকায় দেখা যাইবে, কতকগুলি শব্দ চাপের

কিন্তু রাত্রিপাঃ' স্থানে 'রাত্রয়ঃ' পাইয়াছেন। এটি পাঠের ভুল ; রাত্রিপা নিশাপতি হইবে। প স্থানে য, এবং য স্থানে প পাঠ ভুলের অনেক উদাহরণ আছে। সংস্কৃত 'কুণপ ও 'কুণয়', দুইটা শব্দে চমৎকার ভ্রম ঘটিয়াছিল।

* রাঢ়ের এই দেশ ও করণ সম্বন্ধে আলোচনা ১৩০০ সালের ফাল্গুনের "ভারতবর্ষে" দ্রষ্টব্য।

মধ্যে নিবেশিত হইয়াছে। এগুলি আঙ্কিক সংজ্ঞার পর্যায় শব্দ। যেমন 'নেত্র' একটি সংজ্ঞা, অর্থ দুই। 'নেত্র' পরিবর্তে দৃক্, লোচন, নয়ন ইত্যাদি বলি ; সংজ্ঞার অর্থ দুই। অনেক স্থলে প্রতিশব্দ দ্বারা সংজ্ঞা বুঝিতে পারা যায় না। এই কারণে এখানে প্রতিশব্দও দেওয়া গিয়াছে।

(১) দেখা যায়, দেশভেদে কিম্বা কালবৃদ্ধিতে সংজ্ঞা বৃদ্ধি অল্পই হইয়াছে। পূর্ব্ব পশ্চিমের জ্যোতিষীরা সংজ্ঞার অর্থ একই রাখিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে সংজ্ঞাবৃদ্ধি এবং সংজ্ঞার অর্থান্তর হইয়াছে। কিন্তু সে কালে মুদ্রাযন্ত্র ছিল না, এক দেশের সহিত অন্য দেশের সম্পর্ক ছিল না, কিন্তু পারম্পর্য লুপ্ত হয় নাই।

(২) পঞ্চসিদ্ধান্তিকার কয়েকটি সংজ্ঞা পরে অপ্রচলিত হইয়াছিল। যথা, স্বর্গতি, নবক = ৯ ; শম্ভু = ১২। এই সময়ে গো = ৯, ভ = ২৭ আসে নাই।

(৩) "সূর্য্য-সিদ্ধান্তে"র কুত্রাপি রাম = ৩, নন্দ = ৯, জিন বা সিদ্ধ = ২৪ নাই। এই সিদ্ধান্তের টীকায় মহামহোপাধ্যায় সুধাকর দ্বিবেদীও আশ্চর্য হইয়াছেন। ভূপ = ১৬ নাই। আমরা প্রচলিত সূর্য-সিদ্ধান্তের কতিপয় অংশ দেখিয়া মনে করি, ইহা শকের দশম শতাব্দে সংশোধিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে, বরাহের সময়ে যে সংজ্ঞা চলিতেছিল, সে সংজ্ঞা সূর্যসিদ্ধান্তে নাই। অতএব অনুমান হয়, এই সিদ্ধান্তের অধিকাংশ বরাহের বহু পূর্ব্বের। তখন তিন রাম, নব নন্দ, ষোল ভূপ খ্যাত হয় নাই। বরাহ ও সূর্যসিদ্ধান্তের অতিরিক্ত সংজ্ঞা ব্রহ্মগুপ্তে নাই। ভাস্করাচার্য দেখা হইল না ; বোধ হয় তাহাতেও নূতন সংজ্ঞা নাই।

(৪) "ভাস্বতী"তে অঙ্গ, তর্ক, অরি = ৬, মঙ্গল = ৮, গ্রহ = ৯, ঘন (জলদ) = ১৭, মরুৎ ও তান = ৪৯। পরবর্ত্তী কালের রাঢ়ের গ্রন্থেও এই সকল সংজ্ঞার ব্যবহার হইয়াছে, কিন্তু মঙ্গল = ৮ কেবল রঘুনন্দনে পাইয়াছি। গন্ধর্ব শব্দের এক অর্থ অশ্ব, অশ্ব = ৭। ভাস্বতী, অশ্ব বা তুরঙ্গম না বলিয়া গন্ধর্ব বলিয়াছেন। কিন্তু রাঢ়ে গন্ধর্ব চলে নাই, আর অন্য পুস্তকেও পাই নাই।

(৫) "গ্রহলাঘবে" মরুৎ = ৫, স্বর্গ = ২১ হইয়াছে।

(৬) রাঢ়ের তিনখানি গ্রন্থের আঙ্কিক শব্দের বিশেষ আছে। ইহাতে মনে হয়, এক এক-খানি এক এক স্থানে প্রচারিত ছিল। "জাতকার্ণবে" মাস = ১২, লোক বা ভুবন = ১৪, মৈত্র = ১৭, সমিধ্ = ২১ হইয়াছে। মৈত্র = ১৭ শ্রীনিবাসের "দীপিকা"য় আছে। "গ্রহণাট-বী"তে আত্মা = ৪ ; পুরাণ, কোষ, আকাশ = ১৮ হইয়াছে। "জাতি" = ২২ আসিয়াছে। "সিদ্ধান্তরহস্যে" এমন নূতন সংজ্ঞা পাই নাই। দেখা যাইতেছে, ফল জ্যোতিষীরা গাণিতিক ও পৌরাণিক সংজ্ঞার প্রভেদ করিতেন না।

(৮) "সিদ্ধান্তদর্পণ" বৃহৎ গ্রন্থ, নানা বড় বড় ছন্দে রচিত। এই কারণে ইহাতে বহু প্রতিশব্দ আসিয়াছে। 'স্তম্বেরম' যে 'গজ, পৃষৎক' যে বাণ, তাহা বুঝিতে অমরকোষ কণ্ঠস্থ রাখা চাই। ইহাতে কয়েকটি প্রাচীন সংজ্ঞা আসিয়াছে।

(৯) "জ্যোতিঃশাস্ত্রনিঘণ্টু" পুস্তিকায় "অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু" আছে। কর্ণাটক লিপি হইতে নাগরাক্ষরে বোম্বাইতে "লক্ষ্মীবেঙ্কটেশ্বর" মুদ্রণালয়ে মুদ্রিত হইয়াছে (শক ১৮১৮)।

ইহাতে মাত্র দশটি শ্লোক আছে। ফল-জ্যোতিষীর নিমিত্ত সঙ্কলিত, বোধ হয় চতুর্দ্দশ শত শকের পরে। কিন্তু আশ্চর্য এই, ইহাতে 'যম' = ১, কিন্তু রূপ = ১ নাই। ব্রহ্মা = ৯। ক-ট-প-য আদি অক্ষরসংজ্ঞা আছে। ১৩৩৬ সালের "সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা"য় শ্রীযুত দত্ত ক-ট-প-য আদি বুঝাইয়াছেন। কোন কোন সংজ্ঞায় এই নিঘণ্ট "কবিকল্পলতা"র তুল্য। যেমন শিবনেত্র, পুর, লোক, ত্রিকাল = ৩; আবার ঋতুবাচক কাল = ৬, রুচি = ৬, কোশ = ৬, দ্বীপ = ৭।

৯। আঙ্কিক শব্দের উপপত্তি

শ্রীযুত দত্ত কয়েকটি শব্দের উপপত্তি দিয়াছেন। শাব্দিকের নিকট এক এক শব্দ ইতিহাসের বীজপুট। কিন্তু পরিভাষা-কর্ত্তার মনের কথা বাহিব কবা সহজ নয়। শ্রীযুত দত্ত লিখিযাছেন, "১ সংখ্যা বিবক্ষার্থে মহাভারতে অগ্নি, সূর্য্য, দেবরাজ বা সম শব্দ ব্যবহার আছে।" তাহা হইলে এই সকল নাম সাঙ্কেতিক বোধ হয় না, 'এক' বিবক্ষা উপচারিক হইবে। আরও যে সকল শব্দ আছে, সে সকল একত্র করিতে পারিলে সন্দেহ ভঞ্জন হইত। যদি উপচারিক না হয়, তাহা হইলে মহাভারতের সে সে অংশ বহু প্রাচীন।*

শ্রীযুত দত্ত মনে করিয়াছেন, 'অক্ষ' পাশা হইতে অক্ষ = ৫। অতএব কোন কালে পাঁচখানি পাশাতে অক্ষক্রীড়া হইত। আমার বিবেচনায় তিনি দূরবিভ্রষ্ট হইয়াছেন। এই শব্দের মধ্যে চমৎকার ইতিহাস আছে। একটু উদ্ঘাটন করি।

অমর-কোষের নানার্থবর্গে,—

—অথাক্ষমিন্দ্রিয়ে।
না দ্যূতাঙ্গে কর্ষে চক্রে ব্যবহারে কলিদ্রুমে॥

এখানে পাইতেছি, অক্ষং ইন্দ্রিয়, অক্ষঃ দ্যূতাঙ্গ পাশক ও দ্যূতক্রীড়া; কর্ষ (১৬ মাষা = ¼পল), চক্র, ব্যবহার (আয়-ব্যয়-চিন্তা), কলিদ্রুম (বিভীতক বা বহেড়াগাছ)। অমর-কোষে অক্ষ শব্দের আর এক অর্থ, সৌবর্চ্চল লবণ (সোরা)। পরে অক্ষ শব্দের আরও দুই একটি অর্থ হইয়াছে। যথা, রথাঙ্গ (অখা), আধার ইত্যাদি।

অক্ষ ধাতুর অর্থ ব্যাপ্তি। বয়ড়া গাছ যেখানে হয়, সেখানে অনেক হয়। যদিও এই লক্ষণ কেবল বয়ড়া গাছে নয়। বয়ড়া গাছ আরণ্য, কেবল রাজপুতানা ও সিন্ধুর

---

* মূল মহাভারত বহু প্রাচীন। ব্যাস "ভারত-সংহিতা" লিখিয়াছিলেন। তাহাতে ২৪০০০ শ্লোক ছিল। এখন সেটি মহা-ভারত, শ্লোকসংখ্যায় চতুর্গুণ। পাণ্ডবদিগের কিছু পরে মূল রচিত হইয়াছিল। তার পর গ্রন্থ-কলেবর পুষ্ট হইতে হইতে বর্ত্তমান আকারে আসিয়াছে। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকাল সম্বন্ধে দুইটি মত আছে। একমতে এই যুদ্ধকাল হইতে যুধিষ্ঠিরাব্দ এবং যুধিষ্ঠিরাব্দ মিথ্যা নয়। ইহার আরম্ভ খ্রীঃ পূঃ ২৪৪৮ অব্দে। অন্য মতে প্রায় বার-শত বৎসর পরে খ্রীঃ পূঃ ১২৬৩ অব্দে কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ হইয়াছিল। এই দুই পক্ষেই যুক্তি আছে। এখন দ্বিতীয় মত প্রবল হইতেছে। ঠিক বারশত বৎসর প্রভেদ থাকায় সন্দেহ বাড়িয়া গিয়াছে। কিন্তু খ্রীঃ পূঃ ত্রয়োদশ শতাব্দের রচনা হইলেও মহাভারতে বহু বহু পুরাতন কথা আছে। অন্ততঃ ৪৫০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্বে এই আকার পাইয়াছিল। ইহাতে অশ্বিন্যাদি গণনার পূর্বের কথা আছে, পরের নাই। অশ্বিন্যাদি গণনা খ্রীঃ পূঃ ৪৫০ অব্দের পরে হইয়াছে, পূর্বে হইতে পারে নাই। ইহা হইতে শঙ্কর-বালকৃষ্ণ দীক্ষিত অনুমান করিয়াছেন, মহাভারতের বর্ত্তমান সংস্করণ ঐ সময়ের। ঐটি কিন্তু জ্যোতিষিক মর্যাদা। ইহার পরে অ-জ্যোতিষিক বিষয় প্রবিষ্ট হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু অধিক বোধ হয় না।

মরুদেশে নাই। বয়ড়ার এক নাম কর্ষ; গাছের নাম কর্ষফল। বোধ হয়, প্রথম প্রথম একটা বয়ড়ার ওজনে এক কর্ষ ধরা হইত (তুলং গুঞ্জা, মাষক ইত্যাদি)। গাছের আর এক নাম কলিদ্রুম। কলির কি-না কলহের। বৈদিক পণ্ডিতেরা বলেন, বেদের কালে বয়ড়া লইয়া দ্যূত (জুয়া) খেলা হইত। বয়ড়ার নাম যখন অক্ষ, তখন অক্ষক্রীড়া অর্থে জুয়াখেলা হইয়া গেল। নানা দ্রব্য দিয়া জুয়া-খেলা হইতে পারে। কড়ী দিয়া খেলা সকলেই জানেন। চারিটা কিংবা আটটা কড়ী দিয়া অষ্টা-কোষ্ঠী খেলা হয়। পণ রাখিয়া জয়-পরাজয় মাত্রেই দ্যূত। চতুরঙ্গ খেলাও দ্যূতক্রীড়া। বয়ড়া গাছের কাঠ তেমন দৃঢ় নয়, কিন্তু এখনও কোথাও কোথাও বয়ড়া গাছের কাঠে গাড়ীর চাকা ও অক্ষ (অখা) নির্ম্মিত হয় (তুলং স্যন্দন-অর্থে স্যন্দন বৃক্ষ ও রথ)। গাড়ীর অখার সাদৃশ্যে সোনার দানা এবং আধার ও দাঁড়ী-পাল্লার দাঁড়ী অর্থ আসিল। দ্যূতক্রীড়া হইতে কলহ ও ব্যবহার। তখন অক্ষদর্শক অর্থে ব্যবহার-বিচারক, অক্ষপটল, অক্ষশালা অর্থে ধর্ম্মাধিকরণ। পক্ক পূর্ণাঙ্গ বয়ড়া-ফল পঞ্চপার্শ্ব, পঞ্চশিরাল, যেন পাঁচটি চোখ রহিয়াছে। ইহা হইতে অক্ষি অর্থে চক্ষুঃ, এবং অক্ষ অর্থে ইন্দ্রিয় হইয়াছে। যখন ইন্দ্রিয়, তখন অক্ষ = ৫।

বেদের কালে বয়ড়া ফল পাটার উপর গড়াইয়া দিয়া অক্ষখেলা হইত, কিন্তু খেলার বিবরণ পাওয়া যায় না। মনে হয়, পাশা-খেলা হইতে কৃত = ৪ আসিয়াছে। বোধ হয়, চারিটা বয়ড়া লইয়া খেলা হইত। একটায় এক কড়া, একটায় দুই কড়া, একটায় তিন কড়া, একটায় চারি কড়ার চিহ্ন থাকিত। একের 'দান' পড়িলে কলি, দুইয়ের পড়িলে দ্বাপর, তিনের পড়িলে ত্রেতা, চারির পড়িলে কৃত নাম হইত। বোধ হয়, বয়ড়ার চিহ্ন 'পর্যন্ত' হইয়া পড়িলে 'দান' মনে করা হইত। এই হেতু 'একপরি', 'দ্বিপরি' ইত্যাদি নাম। এখনকার কড়ী খেলায় সেইরূপ। কিন্তু ইহাতে চারি দানই সমান হয়। অতএব হয় ত দশটা বয়ড়া লইয়া খেলা হইত। একটায় এক, দুইটায় দুই, তিনটায় তিন, চারিটায় চারি চিহ্ন থাকিত। এই চারি অক্ষপাতের নাম কল্যাদি, চারি যুগেরও সে নাম। শাম-শাস্ত্রী দেখাইয়াছেন, বেদের কালে চারি বৎসরে যুগ হইত। প্রতি বৎসর ৩৬৫ দিন, এবং চতুর্থ বৎসর ৩৬৬ দিন ধরা হইত। ব্যবহারে ইহাই একমাত্র উপায়। প্রথম বৎসর কলিতে একপাদ, দ্বিতীয় বৎসর দ্বাপরে দুই পাদ, তৃতীয় বৎসর ত্রেতাতে তিন পাদ-বৃদ্ধি, চতুর্থ বৎসর কৃতে চারি পাদ = ৩৬৬ দিন; ইহা হইতে ধর্ম্মের চারি পাদ, এবং পরবর্ত্তী কালের বৃহৎ যুগের কলি একক, দ্বাপর দ্বিগুণ কলি, ত্রেতা ত্রিগুণ, কৃত বা সত্য চতুর্গুণ কলি। কিন্তু প্রথমে অক্ষক্রীড়ার কল্যাদি নাম, কি বৎসরের কল্যাদির নাম, তাহা বলা কঠিন। হয় ত এই কালের সংখ্যাবাচক কল্যাদি হইতে উভয়ের উৎপত্তি।

কৌটিল্যের "অর্থশাস্ত্রে" দ্যূতক্রীড়ার উল্লেখ আছে। দ্যূতাধ্যক্ষ "কাকণ্যক্ষ" রাখিতেন, অন্য অক্ষ লইয়া কেহ খেলিতে পাইত না। শাম-শাস্ত্রী "কাকণ্যক্ষ" শব্দের ইংরেজীতে অর্থ দিয়াছেন, যে পাশার জোড়া প্রতি এক "কাকণী" ভাড়া লওয়া হইত। তাহা হইলে দুইখানিতে খেলা হইত। এখন দুইখানি কিংবা তিনখানি লইয়া খেলা হয়।*

* "কাকণ্যক্ষ" সরকারী পাশা, ওজন নির্দ্দিষ্ট ছিল। কাকণী নামে মুদ্রা ছিল। কিন্তু এখানে বোধ হয়, চাঁদি মাষা ওজন, কিংবা কড়ী। সুবর্ণ মাষা হইতে পারে না। রূপ্য-মাষা হইলে আড়াই তোলার সিকি;

পাশা-খেলা হইতে আর একটি আঙ্কিক শব্দ আসিয়াছে। ইহা অষ্টি, ১৬ অঙ্কের বাচক। হয় ত ষোলটা পাশা লইয়া খেলা কিংবা প্রত্যেক পাশার চারি পার্শ্বের অঙ্ক মিলিয়া ১৬ হইবার কথা। ৬, ৫, ৩, ২ = ১৬। কিন্তু বর্ত্তমান পাশায় ৬, ৫, ২, ১ = ১৪ কোটা থাকে। অষ্টি শব্দ প্রাচীন কোষে নাই। কিন্তু অষ্টি শব্দে পাশা বুঝায়, এবং হয় ত ইহা কোন প্রাকৃত শব্দ। অষ্টি ষোড়শ-অক্ষরযুক্ত এক ছন্দও আছে। ছন্দের নাম অষ্টি শব্দের ব্যুৎপত্তি জানা নাই। বোধ হয়, প্রাকৃত শব্দ। তাহা হইলে অষ্টি খেলা হইতে ছন্দের নাম।

কিন্তু এই ভাবে যাবতীয় আঙ্কিক শব্দের মূল অন্বেষণ সম্ভবপর কিম্বা একার সাধ্য নয়। প্রাচীন কালের নানা বিদ্যার ও কর্ম্মের জ্ঞান না থাকিলে মূল পাওয়া যায় না। আমার যত দূর মনে পড়ে, প্রাচীন টীকাকার সংজ্ঞার উপপত্তি দেন নাই। "ভাস্বতীর" টীকায় মাধব-মিশ্র [কান্যকুব্জ, ১৪৪২ শক] লিখিয়াছেন, 'রাম্যাদীনাং সংজ্ঞা লোকব্যবহারাদবগম্যতে।' কথাটা অবশ্য সত্য। লোকে একটা পাখীকে চটক বলে, কেন বলে, কে জানে? ইদানীর মধ্যে মহামহোপাধ্যায় সুধাকর-দ্বিবেদী সূর্য্যসিদ্ধান্তের উপর তাঁহার "সুধা-বর্ষিণী" টীকায় আঙ্কিক শব্দের উপপত্তি দিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার ব্যাখ্যা যাবৎ-তাবৎ হইয়াছে। পরে উল্লেখ করা যাইবে।

আঙ্কিক সংজ্ঞা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করিতে পারা যায়। এক শ্রেণীর সংজ্ঞা গ্রহ-জ্যোতিষী গণিত পরিভাষা করিয়াছিলেন, অপর শ্রেণীর সংজ্ঞা পৌরাণিক কবি সাঙ্কেতিক করিয়াছিলেন। যেমন, অব্ধি, সাগর = ৪, ইহা গাণিতিক পরিভাষা। কিন্তু কবি সপ্ত-সাগরা ধরিত্রী মনে রাখিয়া সাগর = ৭ ধরিয়াছিলেন। 'সাগর' বলিলে গণিতগ্রন্থে ৪, কবি-বাক্যে ৪ কিংবা ৭। আমি "কবি-কল্পলতা" দেখি নাই। "শব্দকল্পদ্রুমে" এই পুস্তক হইতে কতকগুলি সংখ্যাবাচক শব্দ উদ্ধৃত হইয়াছে। বোধ হয়, শ্রীযুত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ তাঁহার "সাঙ্কেতিক শব্দ" সংগ্রহে "কবিকল্পলতা"র সাহায্য লইয়াছিলেন। দেখিতেছি, এই পুস্তকে দ্বিতীয় শ্রেণীর শব্দ অনেক আছে। ইচ্ছা করিলে আরও বাড়াইতে পারা যায়।* এখানে 'আঙ্কিক সংজ্ঞা' বলিতে গাণিতিকের পরিভাষা এবং 'কবি-সাঙ্কেতিক' বলিতে কবিভাষার শব্দ ধরা যাইবে। দুই শ্রেণীর শব্দ দুই কোষে দেওয়া যাইবে। কোষে "অঙ্কসংজ্ঞানির্ঘণ্টু"র সংজ্ঞাও দেওয়া যাইবে।

পরে দেখা যাইবে, যে কোন সংজ্ঞা দেখি, মূলতত্ত্ব দ্বিবিধ। (১) কোন পদার্থের যত ভাগ আছে, সে পদার্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায়। যেমন, 'পঙ্‌ক্তি' ছন্দের প্রতি পাদে দশ অক্ষর আছে। অতএব পঙ্‌ক্তি = ১০। বোধ হয়, প্রথম প্রথম এই সূত্র ধরিয়া সংখ্যাবাচক শব্দ হইয়াছিল। কিন্তু পঙ্‌ক্তি বলিলে $৪ \times ১০ = ৪০$ বুঝাইতেও পারে। বোধ হয়, এই

এক কর্ষের ওজন। তাহা হইলে কি বয়ড়া ফল দিয়া খেলা হইত? "কাকণী" অর্থে ভাড়া মনে হয় না। কারণ, পরে ভাড়ার কথা আছে। "কাকণ্যক্ষারলাশলাকাবক্রয়"—'কাকণ্যক', অরলা বা আরলা এবং শলাকার ভাড়া। শলাকা বোধ হয় গুটী, এবং অরলা বা আরলা শারি-ফলকের প্রাকৃত নাম। "বাৎস্যায়নে" 'আকর্ষক্রীড়া', পাশকক্রীড়া, কামশাস্ত্রের অন্তর্গত এক বিদ্যা গণ্য হইয়াছে।

* ১৩৩৩ সালের পৌষের "প্রবাসী"তে বঙ্গীয় কবির সাঙ্কেতিকের উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে।

আশঙ্কায় এইরূপ শব্দ কালক্রমে পরিত্যক্ত হইয়াছিল। (২) একনামের কতকগুলি পদার্থ থাকিলে, প্রত্যেকেই সে নাম প্রযোজ্য। সে পদার্থের নাম দ্বারা তত সংখ্যা বুঝায়। যেমন, নেত্র। বাম ও দক্ষিণ নেত্র, দুইই নেত্র। অতএব নেত্র = ২। এখানে ভ্রমের আশঙ্কা থাকিল না।

এখানে কবিভাষার সংখ্যাবাচক শব্দ আলোচনা করিব না। ইহার অধিকাংশ শব্দের উৎপত্তি পুরাণে। কয়েকটার অর্থ দেওয়া গেল, এবং প্রসঙ্গক্রমে কয়েকটার অর্থ 'আঙ্কিক সংজ্ঞা'র ব্যাখ্যায় জানা যাইবে। এই দুই শ্রেণীর সংজ্ঞা-রচনার তত্ত্বে প্রভেদ নাই। প্রভেদ আছে, রচনার কালে এবং কদাচিৎ অনিশ্চয়তায়।

যে সংজ্ঞা মাত্র একটি গ্রন্থে আছে, তাহা বন্ধনীবেষ্টনে দেওয়া গেল। প্রথমে পূর্ব্ব কালাবধি সংজ্ঞা। এই কাল শক দশম শতাব্দ পর্য্যন্ত। তারপর এক দাঁড়ি দিয়া দশম হইতে চতুর্দ্দশ। তারপর দুই দাঁড়ি দিয়া চতুর্দ্দশ শতাব্দের পর।

০ = বিন্দু, শূন্য ॥ [পূর্ণ]
১ = চন্দ্র, ভূ, রূপ।
২ = পক্ষ, কর, নেত্র, অশ্বিন্, যম।
৩ = অগ্নি, গুণ, রাম।
৪ = বেদ, কৃত, অব্ধি, অম্বু। যুগ।
৫ = শর, ইন্দ্রিয়, বিষয় ॥ [মরুৎ], [আত্মা]
৬ = রস, ঋতু। অঙ্গ, তর্ক, অরি।
৭ = অশ্ব, মুনি, স্বর, শৈল।
৮ = বসু, গজ, সর্প। মঙ্গল।
৯ = স্বর্গ, নরক, নন্দ, অঙ্ক, গো, রন্ধ্র। গ্রহ।
১০ = দিক্।
১১ = রুদ্র।
১২ = রবি, [শম্ভু]।
১৩ = বিশ্ব।
১৪ = মনু, ইন্দ্র ॥ লোক।
১৫ = তিথি।
১৬ = অষ্টি, ভূপ।
১৭ = অত্যষ্টি ॥ ঘন।
১৮ = ধৃতি ॥ [পুরাণ, কোষ, আকাশ]
১৯ = অতিধৃতি।
২০ = নখ। কৃতি।
২১ = ॥ স্বর্গ, [সমিৎ]
২২ = ॥ আকৃতি, জাতি।
২৩ = ॥ বিকৃতি।

২৪ = জিন।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ।ভ।

৩২ = দন্ত।

৩৩ = সুর।

৪৯ = ।। মরুৎ, [তান]

১০। আঙ্কিক সংজ্ঞা ব্যাখ্যা।

বিন্দু [•, ০]

শূন্য = ০। বিন্দু, যেমন জলবিন্দু, অতি ক্ষুদ্র নিরবয়ব; এত ক্ষুদ্র যে, শূন্য মনে হয়। ইহা হইতে বিন্দুর সংজ্ঞা, শূন্য। যদি শূন্য, তাহা হইলে অভাব, অতএব আকাশ, অতএব আকাশের পর্যায়ে খ, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, অনন্ত, গগন, পুষ্কর, বিয়ৎ, বিষ্ণুপদ, অন্তরিক্ষ, মরুৎপথ। "সিদ্ধান্তদর্পণে" 'পূর্ণ' নামও আছে। বোধ হয়, বৃত্তাকার বিন্দুচিহ্ন দেখিয়া এই নাম। ইদানী ছাপার অক্ষরে বিন্দু, শূন্যগর্ভ বৃত্ত হইয়াছে।

এক [১]

চন্দ্র = ১। চন্দ্রের পর্যায়ে অব্জ, ইন্দু, বিধু, শশী, সোম, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, শশধর, নিশাকর, হিমাংশু, কলানিধি ইত্যাদি।

ভূ = ১। পর্যায়ে কু, ইলা, উর্বী, ক্ষ্মা, ক্ষিতি, ক্ষোণী, ধরা, ভূমি, অবনি, বসুধা, ইত্যাদি।

রূপ = ১। সুধাকর-দ্বিবেদী লিখিয়াছেন, 'রূপ্যতে প্রকাশ্যতে যেন তদ্রূপমেকমেব।' স্পষ্ট করিলে, রূপ চক্ষুরিন্দ্রিয়গ্রাহ্য পদার্থ। কিম্বা পঞ্চ তন্মাত্রের একটি। কোন বস্তুর রূপ একাধিক হইতে পারে না। 'রূপ' সংজ্ঞা বহু প্রাচীন। শ্রীযুত দত্ত এই সংজ্ঞা "বেদাঙ্গজ্যোতিষে" পাইয়াছেন। মহাভারতেও "অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"তে যম = ১। যম, মৃত্যুর রাজা। "নিঘণ্টু"তে 'একজন', ব্রহ্ম = ১।

দুই [২]

পক্ষ = ২। পক্ষীর দুই পক্ষ হইতে চান্দ্র মাসের দুই পক্ষ, বিবাদের দুই পক্ষ, ইত্যাদি।

কর = ২। বাহু, হস্ত। গ্রহজ্যোতিষে ভুজ, দোঃ শব্দের অন্য অর্থ আছে বলিয়া এই দুই শব্দ 'দুই' অর্থে চলে না। হস্ত অর্থে দৈর্ঘ্য পরিমাণবিশেষ। এ কারণে হস্ত শব্দও 'দুই' অর্থে প্রায় চলে নাই।

অশ্বিন্ = ২। বেদের অশ্বিনীকুমারদ্বয়। অন্য নাম দস্র, নাসত্য। অশ্বিনীকুমার যমজ ছিলেন। এই হেতু, যম, যমল, যুগ্ম = ২। অশ্বিনী নক্ষত্রের যে দুই তারা একত্র উদয় হয়, সে দুই তারা অশ্বিনীকুমার-কাহিনীর মূল। সে অনেক কথা। যম, যমল, যুগ্ম = ২, পৃথক্ সংজ্ঞা মনে করাও চলে। 'মিথুনং যমলং যুগ্মম্।'

নেত্র = ২। পর্যায়ে, অক্ষি, ঈক্ষণ, দৃক্, দৃষ্টি, নয়ন, লোচন।

পুরাণ হইতে নেত্র = ৩। প্রথমে ছিল শিবনেত্র = ৩, ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান দৃষ্টি।

মহাবীরাচার্য নবম খ্রীষ্ট শতাব্দে 'হরিনেত্র' = ৩ করিয়াছেন। হরি, শিবের এক নাম। গণিতবিদ্যায় নেত্র = ৩ কুত্রাপি হয় নাই। বাঙ্গালাতে তিনে নেত্র, শিবনেত্র শব্দের 'শিব' কাটাতে হইয়াছে। বোধ হয়, চতুর্দ্দশ শত শকাব্দের পরে। সুপ্রসবের নিমিত্ত বত্রিশের ঘর পুরণে, 'চন্দ্র নেত্র সমুদ্র বাণ। পৃষ্ঠে নব কবি বুঝহ সন্ধান। যাহা কর অঙ্ক তাহা কর আধা। কুম্ভ পদে পদে ভাগ সমাধা।' এখানে নেত্র = ৩, সমুদ্র = ৭। কুম্ভ, কুম্ভরাশি, একাদশ ঘর। এই শ্লোকের ভাষা ইং চতুর্দ্দশ শতাব্দের পূর্ব্বের বোধ হয় না। রঘুনন্দন সংস্কৃতে শ্লোকটি বলিয়াছেন, কিন্তু তিনি নেত্র শব্দ বসান নাই। ওড়িয়াতেও নেত্র = ৩ পাঠশালায় আছে।

কর্ণ = ২। 'অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু'তে।

তিন [৩]

অগ্নি = ৩। সুধাকর-দ্বিবেদী লিখিয়াছেন, 'উদর-বন-সমুদ্র-গতাশ্রয়স্ত্রয়ঃ'। অর্থাৎ উদরে অন্নপাকাগ্নি, দাব, বড়বা। দেখিতেছি, তাহাঁর অমরকোষও স্মরণ হয় নাই। 'দক্ষিণাগ্নি-র্গার্হপত্যাহবনীয়ৌ ত্রয়োঽগ্নয়ঃ। অগ্নিত্রয়মিদং ত্রেতা।' বেদের ব্রাহ্মণের তিন শ্রৌত অগ্নি। যজ্ঞবেদীর দক্ষিণস্থিত দক্ষিণ অগ্নি, পশ্চিমস্থিত গার্হপত্য, পূর্বস্থিত আহবনীয় অগ্নি। দক্ষিণাগ্নিতে পিতৃগণের ও আহবনীয়াগ্নিতে দেবতার উদ্দেশে আহুতি দেওয়া হইত। গার্হপত্যাগ্নি গৃহের কুলের অগ্নি, কদাপি নিবিতে দেওয়া হইত না। এই অগ্নিতে যজ্ঞের পুরোডাশ পিষ্টক (বর্ত্তমান কালের আশুকা পিঠা) পাক হইত। দক্ষিণাগ্নিতে ঋত্বিক্‌গণের দক্ষিণা বেতনস্বরূপ অন্নপাকও হইত। এই হেতু 'দক্ষিণা' অর্থে কর্মের বেতন হইয়াছে। অগ্নি নিত্য প্রয়োজনীয়। কাজেই অনেক পর্যায় শব্দ আছে। যথা, বৈশ্বানর, বহ্নি, বীতিহোত্র (সংক্ষেপে হোত্র), শিখিন্, ধনঞ্জয়, কৃপীটযোনি, জ্বলন, অনল, দহন, পাবক, কৃশানু, বায়ুসখ, হুতভুক্, বর্হিস্, কৃষ্ণবর্ত্মন্, জাতবেদস্, ইত্যাদি শব্দ তিন সংখ্যাবাচক হইয়াছে।

গুণ = ৩। সত্ত্ব, রজস্, তমস্। সৃষ্টির মধ্যে যত গুণ লক্ষ্য করি, এই তিনের অন্তর্গত হইবেই। এত বড় একটা সত্য, ভূ-ভারত ছাড়া আর কোথাও জানা ছিল না।

রাম = ৩। পরশুধর রাম, ধনুর্দ্ধর রাম, হলধর রাম। তিন প্রহরণ দ্বারা তিন রাম পৃথক্ হইয়াছেন।

"অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু"তে শঙ্করাক্ষি [শিবনেত্র], পুর [ময়-নির্মিত ত্রি-পুর], লোক [স্বর্গ, মর্ত্ত, পাতাল], কাল [ত্রিকাল] = ৩।

চারি [৪]

কৃত = ৪। পূর্বে বলা গিয়াছে। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, কৃতং সুকৃতং সাধন-চতুষ্টয়ম্। এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। অন্যত্র লিখিয়াছেন, কৃত কি-না সত্যযুগ, সত্যযুগে ধর্ম চতুষ্পাদ ছিল, চতুষ্পাদ হইতে কৃত = ৪। এই ব্যাখ্যাও ঠিক নয়।

অব্ধি = ৪। অপ্‌ধি, উদধি, জলধি, নীরধি, বারিধি, বার্ধি, বনরাশি, সাগর = ৪, বেদের কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে। পূর্বাদি চারি দিকে চারি সাগর। কিন্তু বেদের সমুদ্র আকাশে। বরাহ, লবণোদ = ৪ গণিয়াছেন। শ্রাদ্ধে দানসাগরের মধ্যে চতুঃসাগরী আছে। সাগরের পর্যায়ে আরও শব্দ আছে, —সমুদ্র, অর্ণব, সিন্ধু, জলনিধি ইত্যাদি।

পৌরাণিক, জম্বুদ্বীপকে (ভূগোলের উত্তর গোলার্দ্ধ) পরে পরে সাতটি সমুদ্রে বেষ্টিত মনে করিতেন। এখানে দ্রষ্টব্য, এই সপ্ত সমুদ্র চারি দিকে নয়, বৃত্তাকারে অবস্থিত। সুতরাং চতুঃসাগর ও সপ্ত সাগরের কল্পনায় প্রভেদ আছে। বস্তুতঃ সপ্ত সমুদ্র ভূ-পরিবেষ্টক নহে, খণ্ড। পূর্বকালে সাগর=৪ ছিল, বায়ুপুরাণে এবং কবি কালিদাসও রঘুবংশে চারি গণিয়াছেন। পরবর্ত্তী কালে কবিভাষায় কেহ ৪, কেহ ৭ গণিয়াছেন। বোধ হয়, ত্রিনেত্রের সময় হইতে এই দ্ব্যর্থের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু গণিতে সর্বত্র ৪।

বেদ=৪। ঋক্ যজুঃ সাম অথর্বন্। কিন্তু বহুকাল পর্যন্ত অথর্বন্ ত্রয়ীমধ্যে গণ্য হয় নাই। কৌটিল্য, মনু, অমরকোষ, কামন্দক, ত্রয়ী তিন বিদ্যা ধরিয়াছেন। বরাহে বেদ=৪। বেদের পর্যায়ে শ্রুতি, আম্নায়, নিগম, চারিসংজ্ঞাজ্ঞাপক হইয়াছে।

যুগ=৪। কৃত, ত্রেতা, দ্বাপর, কলি। মহাভারতে কলিযুগ এক সহস্র বৎসর, ইহার দ্বিগুণ দ্বাপর, ত্রিগুণ ত্রেতা, চতুর্গুণ কৃত। চারি যুগে ১০,০০০ বৎসর। সন্ধ্যাংশ ধরিয়া কদাচিৎ ১২,০০০ বৎসর। প্রাচীন পুরাণেও তাই। "অঙ্কসংজ্ঞানির্ঘণ্ট"তে গতি (আশ্রম)=৪। অঙ্ঘ্রি=৪, মাত্র বরাহে এই সংজ্ঞা। পাদ, চরণ,=$\frac{1}{4}$।

পাঁচ [৫]

শর=৫। কন্দর্পের সম্মোহনাদি পঞ্চ শর। শরের পর্যায়ে, খগ, ইষু,মার্গণ, আশুগ, সায়ক, পত্রিন্, কলম্ব, পৃষৎক, বাণ। ক্রমে শিলীমুখ, বিশিখ, নারাচ। এই তিন নাম বাণবিশেষের হইলেও বাণ। কন্দর্পের বাণ ছিল না, শর ছিল। শরবিশেষের নাম বাণ। এই ভেদ পরে অগ্রাহ্য হইয়াছিল।

ইন্দ্রিয়=৫। চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়। অক্ষ শব্দের এক অর্থ, ইন্দ্রিয়। ইহা হইতে অক্ষ=৫।

বিষয়=৫। রূপরসাদি পঞ্চ বিষয়। বিষয়, ইন্দ্রিয়ার্থ। ইন্দ্রিয় কাটিয়া দিয়া অর্থ=৫।

ভূত=৫। ক্ষিত্যাদি পঞ্চ ভূত। ভূত সংজ্ঞা বরাহে পাই, পরে গণিতশাস্ত্রে চলে নাই। বোধ হয়, পঞ্চশর পর্যায় পর্যাপ্ত হইয়াছিল।

পরবর্ত্তী কালে কেহ কেহ পঞ্চ প্রাণ, পঞ্চ মরুৎ, পঞ্চ আত্মা ধরিয়াছিলেন। কিন্তু এই এই সংজ্ঞা চলে নাই। বাঙ্গালা পাঠশালায় পঞ্চ বাণ, ওড়িয়া পাঠশালায় পঞ্চ বট। বট, অশ্বত্থ, প্লক্ষ, উদুম্বর,—বটবর্গের এই চারি বৃক্ষ বাস্তুর চারি দিকে রোপিত হইত। কিন্তু পঞ্চবটী হইতে পঞ্চবট,—অশ্বত্থ, বিল্ব, বট, ধাত্রী, অশোক। মধ্যভারতের দণ্ডকারণ্যে এই পাঁচ বৃক্ষ অনেক দেখিয়া সে বনপ্রদেশাংশের নাম পঞ্চবটী হইয়াছিল। কিন্তু বহু পঞ্চক ছিল। পঞ্চ-অগ্নি, পঞ্চ-অঙ্গ, পঞ্চ-অমৃত, পঞ্চ-গব্য, পঞ্চ-নদ, পঞ্চ-যজ্ঞ, পঞ্চ-রত্ন, ইত্যাদি। কবিভাষায় কয়েকটি চলিয়াছিল। আয়ুর্বেদেও অনেক পঞ্চক আছে। যথা, পঞ্চ-লবণ, পঞ্চ-লোহক, পঞ্চ বল্কল, ইত্যাদি। কিন্তু আয়ুর্বেদের 'রস' ব্যতীত একটা সংজ্ঞাও চলে নাই।

"অঙ্কসংজ্ঞানির্ঘণ্ট"তে 'প-আদি' অক্ষরসংজ্ঞা=৫।

ছয় [৬]

রস=৬। মধুরাদি ষড়্ রস প্রাচীন আয়ুর্বেদের রসবিভাগ। "নির্ঘণ্ট"তে পর্যায়ে, রুচি।

ঋতু = ৬। বসন্তাদি ষড়্‌ঋতু। বেদের কালে আদ্য ঋতু শরৎ। পরে শিশির গণ্য হইত। পরবর্ত্তী কালে ঋতু অর্থে কাল বুঝিয়া কেহ কেহ কাল = ৬ গণিয়াছেন, কিন্তু চলে নাই।

অঙ্গ = ৬। বেদের শিক্ষাকল্পব্যাকরণাদি ছয় অঙ্গ।

তর্ক = ৬। ষড়্‌দর্শন শাস্ত্র।

অরি = ৬। কাম ক্রোধাদি ছয় রিপু।

"নিঘণ্টু"তে কোশ = ৬। বোধ হয়, যে ছয়খানি ষট্‌-কোশ নামে মুদ্রিত হইয়াছে। তন্মধ্যে হেমচন্দ্র ও হলায়ুধ আছে। অতএব এই "নিঘণ্টু"তে অর্ব্বাচীন কালের সংজ্ঞা আছে।

সাত [৭]

শৈল = ৭। ভারতবর্ষের সাতটি প্রধান পর্ব্বত। এই হেতু নাম কুল-অচল। যথা, মহেন্দ্র, মলয়, সহ্য, শুক্তিমান্‌, ঋক্ষ, বিন্ধ্য, পারিযাত্র বা পারিপাত্র। হিমালয় এবং তদন্তর্গত পর্ব্বত সপ্ত-কুলাচলের বাহিরে। অচল পর্য্যায়ে, অগ, নগ, মহীধর, মহীধ্র, শিখরিন্‌, ক্ষ্মাভৃৎ, পর্ব্বত, অদ্রি, গিরি, গ্রাবন্‌, গোত্র ইত্যাদি। ইহাদের মধ্যে অগ, নগ, অদ্রি ও শৈল, অধিক প্রচলিত।

অশ্ব = ৭। বেদের কালের সপ্তাশ্ব (সূর্য)। সপ্তাশ্ব না-কি সপ্ত রশ্মি। এই হেতু অর্চিস্‌ = ৭। অশ্বপর্য্যায়ে, তুরঙ্গ, তুরগ, তুরঙ্গম, বাজিন্‌, গন্ধর্ব্ব, হয়। কেহ কেহ অগ্নি-শিখাকে অর্চিস্‌ মনে করেন। অগ্নি সপ্তজিহ্ব, সপ্তাশ্ব সূর্য্য হইতে।

মুনি = ৭। প্রকৃত নাম ঋষি, কিন্তু মুনি নামেই সংজ্ঞা হইয়াছে। যথা, মরীচি, অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, বসিষ্ঠ। ইহাঁরা আদি কালের সপ্ত ঋষি। ইহাঁদের নামে সপ্তর্ষি নক্ষত্র। মন্বন্তর ভেদে অন্য ঋষি হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান মন্বন্তর, বৈবস্বত। এই মন্বন্তরে কশ্যপ, অত্রি, বসিষ্ঠ, বিশ্বামিত্র, গোতম, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ। ইহাঁরা গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। বস্তুতঃ বৈবস্বত মন্বন্তর বহুকাল গত হইয়াছে।

স্বর = ৭। তন্ত্রী ও কণ্ঠ-উত্থিত সপ্ত স্বর। যথা, ষড়্‌জ, ঋষভ, গান্ধার, মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ।

"নিঘণ্টু"তে দ্বীপ, বায়ু [প্রবহাদি] = ৭। 'মহীন্দ্র', সপ্ত মহীধ্র [পর্ব্বত], না সপ্ত মহীপাল? একটা শ্লোকে আছে,—

লোকানদ্রীন্‌ স্বরান্‌ ধাতূন্‌ মুনীন্‌ দ্বীপান্‌ গ্রহানপি।
সমিধঃ সপ্তসংখ্যাতাঃ সপ্তজিহ্বা হবির্ভুজঃ॥

লোক, অদ্রি, স্বর, ধাতু, মুনি, দ্বীপ, গ্রহ, সমিধ্‌, এবং অগ্নির জিহ্বা ৭টি।

আট [৮]

বসু = ৮। যথা, আপ (বা অহ), ধ্রুব, সোম, ধর (বা ধব), অনিল, অনল, প্রত্যূষ, প্রভাস। অষ্ট বসু দেবযোনিবিশেষ, এবং দেবতার এক গণ বা সংঘ। ইহাঁরা ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে স্থান লাভ করিয়াছেন। অমরকোষে—

আদিত্যা বিশ্ববসবস্তুষিতা ভাস্বরানিলাঃ।
মহারাজিকসাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ॥

ইহার টীকায় ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, ইহাঁরা সংঘচারী। আদিত্য দ্বাদশ, বিশ্বেদেব ত্রয়োদশ, বসু অষ্ট, তুষিত ষট্‌ত্রিংশৎ, আভাস্বর চতুঃষষ্টি, অনিল একোনপঞ্চাশৎ, মহারাজিক দ্বিশত ষট্‌ত্রিংশৎ, সাধ্য দ্বাদশ, রুদ্র একাদশ। তুষিতাদির সংখ্যা বৌদ্ধ পাতঞ্জল পুরাণাদি দৃষ্টে। ইহাঁরা দেবযোনি কি-না দেবাংশ। এই সকল 'গণ' হইতে অঙ্কসংজ্ঞা হইয়াছিল।

গজ = ৮। আট দিকের আট দিগ্‌গজ। পূর্ব্বাদি চারি দিক্, ঈশানাদি চারি বিদিক্ যোগে আট দিক্। ঐরাবত, পুণ্ডরীক, বামন, কুমুদ, অঞ্জন, পুষ্পদন্ত, সার্ব্বভৌম, সুপ্রতীক,—পূর্ব্বাদিক্রমে দিগ্‌গজ। দেহের বর্ণ অনুসারে নাম। পৌরাণিক কল্পনায় ইহারা অষ্ট দিক্ ধারণ করিয়া আছে। বস্তুতঃ মেঘকে গজ কল্পনা করিয়া আট দিকের আট মেঘ, আট গজ। রামায়ণে, দিঙ্‌নাগ চারি—ঐরাবত, বামন, অঞ্জন ও পদ্ম। সার্ব্বভৌম ও পদ্ম এক। কোন কোন পুরাণেও চারি দিগ্‌গজ। গজ পর্য্যায়ে, দন্তী, হস্তী, দ্বিপ, মতঙ্গজ, মাতঙ্গ, নাগ, কুঞ্জর, সিন্ধুর, বারণ, করী, ইভ, সামজ, স্তম্বেরম ইত্যাদি।

সর্প = ৮। অনন্তাদি সর্প, কশ্যপ ও কদ্রুর বংশ, অবশ্য দেবযোনি। মনুষ্যাকার, কিন্তু ফণা ও লাঙ্গুলযুক্ত। একটা শ্লোকে আছে,—

"অনন্তো বাসুকিঃ পদ্মো মহাপদ্মশ্চ তক্ষকঃ।
কুলীরঃ কর্কটঃ শঙ্খো অষ্টৌ নাগাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥"

এই অষ্ট নাগের মধ্যে অনন্ত নাগে হরি শয়ন করিয়া আছেন। এই হেতু ইহার নাম শেষ নাগ। ক্ষীরস্বামী লিখিয়াছেন, 'শেতে হরিরস্মিন্ শিষ্যতে বা'। এটি চক্রাকার রবি-পথ। পৌরাণিক কল্পনায় বাসুকির মাথায় পৃথ্বী স্থাপিত আছে। এটিও রূপক। বসুক-অপত্য, বাসুকি। ক্ষীরস্বামী (বসুক শব্দে) বলেন, 'বসত্যস্মিংস্তেজো বসুকঃ', ইহাতে তেজঃ বাস করে। অর্থাৎ বাসুকি সেই তেজঃ, যাহার গুণে ধরিত্রী শূন্যে স্থিত হইয়াছে। অন্য ছয় নাগ, ভূতলের বা পাতালের প্রধান নাগ জাতি। যেমন, শঙ্খ পদ্ম। সর্পপর্য্যায়ে, অহি, নাগ ভুজগ, ভুজঙ্গ, ভুজঙ্গম, উরগ, পন্নগ, জিহ্মগ, ব্যাল, ফণী, বিলেশয়, আশীবিষ ইত্যাদি। নাগ অর্থে হস্তী ও সর্প, কারণ, উভয়েই নগে পর্ব্বতে থাকে। উভয়েই ৮টি হওয়াতে ভ্রমের আশঙ্কা নাই।

মঙ্গল = ৮। এটি পরবর্ত্তী কালের আচার-পদ্ধতির অষ্ট মঙ্গলদ্রব্য। কিন্তু গণে ভেদ আছে।

"নিঘণ্টু"তে দিক্‌পাল = ৮, গজকর্ণী [শিব, শিবমূর্ত্তি] = ৮, য-আদি = ৮।

নয় [৯]

নরক = ৯। এই সংজ্ঞা কেবল বরাহে আছে। মনুতে নরক = ২১। হেমচন্দ্রকোষে নরক সাত। বোধ হয়, তাহার তিন গুণ মনুতে। নরক গণনার স্থিরতা ছিল না। ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে স্বর্গ সাতটি। "কবিকল্পলতায়" স্বর্গ = ৫, অতএব নরকও = ৫।

স্বর্গতি = ৯। স্বর্গতি কি-না স্বর্গে গমন, দুর্গতির বিপরীত। দুর্গতি নয়টি হইলে স্বর্গতিও নয়টি। এই গণনার মূল জানি না। সংজ্ঞাটি মাত্র বরাহে আছে।

গো = ৯। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, পুরাণের নন্দিনী-আদি নয়টি গাভী; কিন্তু নন্দিনীর বংশ প্রসিদ্ধ হয় নাই, কেহ মনে রাখে না। অমরকোষে গো শব্দের নয়টি অর্থ আছে। তন্মধ্যে

একটি, স্বর্গ। অপর নয়টি অর্থ হইতে নয় সংখ্যা পাইবার জো নাই। এই হেতু গো অর্থে স্বর্গ ধরিতে হইতেছে। দেখা যাইতেছে, গো সংজ্ঞা বরাহের স্বর্গতি। গো শব্দ হ্রস্ব; এই হেতু ইহা প্রচলিত ও স্বর্গতি অপ্রচলিত হইয়াছে।

নন্দ—৯। মগধের নন্দ নামে নয় রাজা। মহানন্দী মগধের শেষ ক্ষত্রিয় রাজা। ইঁহার শূদ্রা পত্নীর গর্ভজাত মহাপদ্মনন্দ, অপর নাম মহানন্দ, দ্বিতীয় পরশুরামের ন্যায় ক্ষত্রিয়কুল বিনাশ করিয়াছিলেন। ইঁহার রাজত্বকাল ২৮ বৎসর। ইঁহার পরের আট জন নন্দ-রাজা বিখ্যাত হন নাই। পুরাণমতে নয়জন নন্দ ১০০ বৎসর, জৈন-বৌদ্ধ মতে ৭২ বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন। খ্রীষ্ট-পূর্ব্ব ৩১২ সালে চাণক্য নন্দবংশ ধ্বংস করিয়া চন্দ্রগুপ্তকে মগধের রাজা করেন। সূর্য্যসিদ্ধান্তে নন্দ-সংজ্ঞা নাই।

অঙ্ক—৯। এক দুই·· ···নয় সংখ্যার চিহ্ন বা লাঞ্ছন। বিন্দু, বিন্দুমাত্র, শূন্য বলিলেও চলে, যদিও অঙ্কের পৃষ্ঠে বসিলে তাহার শক্তি দশগুণ বাড়ে। অঙ্কের পর্য্যায় নাই। কারণ, অঙ্ক পারিভাষিক। বরাহে অঙ্ক-সংজ্ঞা নাই।

রন্ধ্র—৯। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, "প্রাণিনাম্ ঋণাদয়ো নব রন্ধ্রাণি। 'নব গোপ্যানি যত্নতঃ' ইতি নীতিশাস্ত্রে।" এই ব্যাখ্যা ঠিক নয়। কারণ, নীতি-শাস্ত্রের উপদেশ সাধারণের নিকট অজ্ঞাত। নীতিশাস্ত্রে আরও কত উপদেশ আছে। একটাও আঙ্কিক সংজ্ঞা হয় নাই। কবিভাষায় দুই একটা হইয়াছিল। রন্ধ্র শব্দের অর্থ, ছিদ্র, বিবর, সুষি। সূর্য্যসিদ্ধান্তে ছিদ্র—৯ আছে। দেহের নবদ্বার হইতে রন্ধ্র—৯। দ্বিবেদীও এক স্থানে এই ব্যাখ্যা দিয়াছেন। "কবিকল্পলতায়" নাম "অঙ্গদ্বার" ঠিকই হইয়াছে।

"বৃহজ্জাতকে" ও ফলজ্যোতিষে লগ্ন হইতে অষ্টম গৃহের নাম রন্ধ্র। এখানে দ্রষ্টব্য, "অষ্টম' গৃহের নাম রন্ধ্র। অষ্টম গৃহে নিধন, পাপ, রোগচিন্তা করিবে। অমরকোষে রন্ধ্র শব্দের এক অর্থ নির্ব্যথন, দারুণ ব্যথা। এই অর্থ হইতে অষ্টম গৃহের নাম রন্ধ্র। ইহার সহিত দ্বার কিংবা ছিদ্রের সংখ্যার সম্বন্ধ নাই। জাতকগণনায় যেমন আদ্যগৃহে দেহ, দ্বিতীয় গৃহে কুটুম্ব, তেমন অষ্টম গৃহে নিধন। রন্ধ্রগত শনি'—অষ্টম গৃহগত। এইরূপ কুটুম্বগৃহ, দ্বিতীয়গৃহ। রন্ধ্র—০, কষ্ট-কল্পনায় আসিতে পারে, কিন্তু পাই নাই। রন্ধ্রের পরিধি আছে, শূন্যের নাই।

গ্রহ—৯। পরবর্ত্তী কালে এই সংজ্ঞা কবিভাষায় আসিয়াছিল। পরে জ্যোতিষগ্রন্থেও প্রবেশ করিয়াছিল। তখন পর্য্যায়ে খ-গ, খ-চর, খে-চর। ভাস্বতীতে [১০২১ শক] গ্রহ—৯, প্রথম দেখিতেছি। কবিভাষায় গ্রহ নয়টি বহু পূর্ব্বকাল হইতে চলিতেছিল। নবগ্রহের রূপ-কল্পনা ও শান্তির বিধান ছিল। কিন্তু পণ্ডিতেরা সপ্তগ্রহ মানিতেন।

"নিঘণ্ট"তে রত্ন—৯, খণ্ড [ভারতবর্ষের নবভেদ]—৯, নিধি [কুবেরের নব নিধি]—৯। কুবেরের শঙ্খপদ্মাদি নবনিধি, নববিধ ধন। কিন্তু কমলাসন ব্রহ্মা=৯ কেন হইল? "শব্দকল্পদ্রুমে" 'নব ব্রহ্মাণো যথা, ভৃগুং পুলস্ত্যং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসং তথা। মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বসিষ্ঠঞ্চৈব মানসম্। নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥ ইতি মার্কণ্ডেয়পুরাণম্।' কিন্তু ইহারা ব্রহ্মার মানস পুত্র, কমলাসন নহেন। আর এক শব্দ, নবক—৯, জৈনমতে। ক-আদি—৯, ট-আদি—৯, কটপয়-আদি-সংজ্ঞা হইতে।

দশ (১০)

দিক্‌—১০। পূর্ব্ব অগ্নি দক্ষিণ নৈঋর্ত পশ্চিম বায়ু উত্তর ঈশান, এবং ঊর্দ্ধ অধঃ। পর্য্যায়ে, আশা, কাষ্ঠা, ককুভ, হরিৎ। "সিদ্ধান্তদর্পণে" হরিৎ আসিয়াছে।

পঙ্‌ক্তি—১০। একটি ছন্দের নাম, প্রতি পাদে ১০ অক্ষর। এই সংজ্ঞা প্রাচীন। পরে ছিল না।

এগার (১১)

রুদ্র—১১। বেদের কালের গণদেবতা রুদ্র, একগণ বা সঙ্ঘ। অমরকোষের সময়েও রুদ্র গণদেবতা। রুদ্রের কর্ম্ম দেখিয়া পরে ইনি শূলী, শর্ব্ব, ঈশ, ঈশান, শঙ্কর, মহেশ্বর, মহাদেব ইত্যাদি পর্য্যায় নামে খ্যাত হইয়াছেন। সে অদ্ভুত ইতিহাস।

বার (১২)

আদিত্য—১২। বেদের কালের দ্বাদশ সৌর মাসের দ্বাদশ দেবযোনি, যাঁহারা সূর্য্যে অবস্থিতি করেন। পরে সূর্য্য হইয়া গিয়াছেন। কাজেই পর্য্যায়ে, ইন, ভানু, সূর্য্য, রবি, অর্ক, দিবাকর, ইত্যাদি। সূর্য্যের নাম বহু আছে, কিন্তু এই কয়েকটি মাত্রের প্রয়োগ পাওয়া যায়।

মাস—১২। বহু পরবর্ত্তী কালে। শঙ্কু দ্বাদশাঙ্গুল বলিয়া শঙ্কু=১২ হইয়াছিল, (যেমন পঙ্‌ক্তি=১০), কিন্তু পরে অন্য পরিভাষা হওয়াতে পরিত্যক্ত হইয়াছিল।

তের (১৩)

বিশ্ব—১৩। বিশ্ব ত্রয়োদশ গণদেবতা, বিশ্বেদেব নামে খ্যাত। পুরাণে ইঁহারা কিন্তু দশজন—বসু সত্য ক্রতু দক্ষ কাল কাম ধৃতি কুরু পুরূরবা মাদ্রব। এই হেতু "কবিকল্পলতায়" বিশ্বদেব—১০। ইঁহারা ধর্ম্মের ও দক্ষকন্যা বিশ্বার পুত্র। শ্রাদ্ধে ইঁহাদিগকে ডাকিতে হয়। ইঁহাদের উৎপত্তি ঋগ্‌বেদে। সেখানে কিন্তু বিশ্বের জগতের ঐশী শক্তিস্বরূপ ৩৩টি দেব। সে দেব কেমনে ১৩ হইলেন, জানি না।

বিশ্বের পর্য্যায় শব্দ নাই। ১৩ বুঝিবার অন্য সংজ্ঞাও নাই। "কবিকল্পলতা"য় কবিযোগ্য 'ত্রয়োদশ তাম্বূলগুণ' ধরা হইয়াছিল।

চৌদ্দ (১৪)

মনু—১৪। প্রথম মনু স্বায়ম্ভুব। তাঁহার পূর্ব্বের ব্যাপার অজ্ঞাত। সপ্তম মনু বৈবস্বত। পুরাণ মতে, তাঁহার কাল চলিতেছিল। অষ্টম হইতে চতুর্দ্দশ মনুর কাল ভবিষ্যতে আসিবে। বস্তুতঃ গত হইয়াছে। মনুর কাল, মন্বন্তর। ৭২ যুগে এক মন্বন্তর। চারি বৎসরে যুগ ধরিয়া মন্বন্তর-পরিমাণ ছিল। অর্থাৎ ২৮৮ বৎসরে মন্বন্তর হইত। কিন্তু পরবর্ত্তী কালে যুগপরিমাণ বৃদ্ধি করাতে মন্বন্তরও বৃদ্ধি পাইয়াছে। না হইলে এখন বৈবস্বত মনুর কাল চলিত না। ছয় মনু সাতাইশ যুগ ১৮৩৬ বৎসর, কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের পূর্ব্বে গত হইয়াছিল।

ইন্দ্র = ১৪। চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পৌরাণিক কল্পনা। এক এক মন্বন্তরে এক এক নূতন সৃষ্টি, এবং এক এক ইন্দ্র। বৈবস্বত মন্তর ইন্দ্র, পুরন্দর। ইন্দ্র দেবরাজ, অদিতির পুত্র। ইন্দ্রের অনেক নাম আছে, তন্মধ্যে জিষ্ণু, শক্র, বজ্রী, বাসব, গোত্রভিৎ, ইন্দ্র পর্য্যায়ে আঙ্কিক সংজ্ঞা হইয়াছিল।

বহু পরবর্ত্তী কালে কবিভাষায় লোক, ভুবন = ১৪, পুরাণ হইতে গৃহীত। লোক কিন্তু সাতটি, যথা, ভূর্, ভুবর্, স্বর্, মহ, জন, তপস্, সত্য। ইহাদের সহিত সপ্ত পাতাল, যথা,—অতল, সুতল, বিতল, গভস্তিমান্, মহাতল, রসাতল, পাতাল, মিলিয়া চতুর্দ্দশ ভুবন। ভূলোক পৃথিবীতে মনুষ্যের, ভুবর্লোকে সিদ্ধাদির, এবং স্বর্লোকে দেবতার বাস ইত্যাদি। সপ্তদ্বীপ ও সপ্তসমুদ্র বস্তুতঃ যেমন অবিচ্ছিন্ন নয়, সপ্তপাতালও নয়। পৃথিবীর নিম্নপৃষ্ঠ, পাতাল।

কবিভাষায় বিদ্যা = ১৪। বিদ্যা = ১৮, বহু পরবর্ত্তী কালে এই গণনা হইয়াছিল। প্রাচীন গণনায় ত্রয়ী বিদ্যা, তারপর চারি বিদ্যা, আন্বীক্ষিকী, ত্রয়ী (বেদ), বার্ত্তা, দণ্ডনীতি। কালিদাসে বিদ্যা, চারি।

পনর (১৫)

তিথি = ১৫। তিথি দ্বারা দিন গণিত হয় বলিয়া নামান্তর অহন্, কদাচিৎ দিন।

ষোল (১৬)

অষ্টি = ১৬। অষ্টি এক প্রকার পাশা খেলা। ষোড়শাক্ষর পাদ এক ছন্দের নামও অষ্টি।

ভূপ = ১৬। অন্য নাম, নৃপ। এই সংজ্ঞার পর্য্যায় শব্দ নাই। এই ষোড়শ ভূপ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া ধরা হইয়াছিল, সে সম্বন্ধে দুই ব্যাখ্যা শুনিয়াছিলাম। বিষ্ণুপুরাণে (৪।২৪) 'ততঃ ষোড়শ শকা ভূভুজো ভবিতারঃ।' অন্ধভৃত্য, আভীর ও গর্দভিল রাজবংশের পর ষোল জন শকরাজা। দ্বিতীয় ব্যাখ্যা, মহাভারতে দ্রোণপর্ব্বে, অভিমন্যু রণভূমিতে প্রাণত্যাগ করিলে শোকাকুল যুধিষ্ঠিরকে ব্যাসদেব 'ষোড়শ-রাজিক' উপাখ্যান শ্রবণ করাইয়াছিলেন। সেই ষোড়শ নৃপতি হইতে নৃপ = ১৬। তাঁহাদের নাম,—মরুত্ত, সুহোত্র, পৌরব, শিবি, দাশরথি রাম, ভগীরথ, দিলীপ, মান্ধাতা, যযাতি, অম্বরীষ, শশবিন্দু, গয়, রন্তিদেব, ভরত, পৃথু, পরশুরাম। এই দুই ব্যাখ্যার মধ্যে বোধ হয়, প্রথমটি ভূপ-সংজ্ঞার মূল। কারণ, এই সংজ্ঞার পর্য্যায়ে 'রাজা' নাই, মহাভারতে 'রাজা' নাম আছে। মহাভারতের ষোড়শ রাজা এক বংশেরও নহেন। বিষ্ণুপুরাণের শব্দ 'ভূভুজ' ভূপ মনে পড়াইয়া দেয়। মৎস্যপুরাণে কিন্তু শক ষোড়শ না হইয়া অষ্টাদশ। দুই বারে অষ্ট অষ্ট করিয়া ষোড়শ যবন আছে। মৎস্যপুরাণের শক যবন তুষার মুরুণ্ড হূণ ভূপদিগকে 'নৃপ', 'নৃপবংশ' বলা হইয়াছে। শকবংশ দুই বারে বিনষ্ট হয়। প্রথম উচ্ছেদের পর বিক্রমসম্বৎ, এবং ইহার ১৩৫ বৎসর পরে শকাব্দ প্রচলিত হইয়াছিল। যেমন নন্দবংশ উচ্ছেদহেতু নন্দ = ৯ হইয়াছিল, শকারি বিক্রমাদিত্য দ্বারা শকবংশ উচ্ছেদও সেইরূপ স্মরণার্হ হইয়া থাকিবে। সূর্য্যসিদ্ধান্তে নন্দ নাই, ভূপও নাই।

সতর (১৭)

অত্যষ্টি = ১৭। অষ্টি অপেক্ষা এক অধিক। অতি-শব্দ যোগে এক অধিক, এই অর্থে বরাহে অতিদ্বাদশ = ১৩। এইরূপ, অতিধৃতি = ১ + ১৮ = ১৯।

মৈত্র = ১৭। অনুরাধা নক্ষত্রের নাম মৈত্র। ইহার অঙ্ক ১৭। অনুরাধা নক্ষত্রের অধিপতি, মিত্র। মিত্র, এক আদিত্য। মৈত্র সংজ্ঞার উৎপত্তি ফল-জ্যোতিষে। রাঢ়ের শ্রীনিবাসের "দীপিকায়" এবং "জাতকার্ণবে" মৈত্র সংজ্ঞা আছে।

ঘন = ১৭। ঘন পর্য্যায়ে অব্দ, অম্বুদ, জলদ, পয়োধর, বর্ষণ। শকের একাদশ শতাব্দের ভাস্বতীতে প্রথম পাইতেছি। রাঢে ও উড়িষ্যায় এই সংজ্ঞা চলিয়াছিল। "সিদ্ধান্তদর্পণে"ও আছে। জলদ ১৭টি, বোধ হয় মৈত্র সংজ্ঞা হইতে। মিত্রা-বরুণের রেতঃস্খলনে অগস্ত্যের জন্ম হইয়াছিল। অগস্ত্য, কুম্ভসম্ভব। মিত্রাবরুণ দেবতাদ্বয়ের মিত্রের সহিত বর্ষণের সম্বন্ধ ছিল। মনুতে মৈত্র অর্থে মলমূত্র-উৎসর্গ আছে। 'মৈত্রং প্রসাধনং স্নানং দন্তধাবনমঞ্জনম্। পূর্বাহ্ন এব কুর্বীত দেবতানাঞ্চ পূজনম্॥'—(৪। ১৫২)। কুল্লুকভট্ট লিখিয়াছেন, 'মিত্রদেবতাকত্বান্মৈত্রং পায়ুঃ তদ্‌বত্বান্মৈত্রং পুরীষোৎসর্গম্।' তথা চ, মনুতে (১২।১২১) 'মিত্রমুৎসর্গে।' উৎসর্গে মিত্র দেবতা। কোন পুরাণে কথাটা স্পষ্ট হইয়া থাকিবে।

আঠার (১৮)

ধৃতি = ১৮। অষ্টাদশাক্ষরপাদ ছন্দোবিশেষ। দ্বিবেদীর ব্যাখ্যা, অষ্টাদশ ধারণা হইতে। বহু পরবর্ত্তী কালে কবিভাষায় পুরাণ, কোষ, বিদ্যা = ১৮। বিষ্ণুপুরের মুকুন্দ দাস পুরাণ ও কোষ ব্যতীত অষ্টাদশ আকাশ ধরিয়াছেন। ইহার মূল কি ?

উনিশ (১৯)

অতিধৃতি = ১৯। ধৃতি + ১ = ১৯। এই সংজ্ঞা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

কুড়ি (২০)

নখ = ২০। বিশ বুঝাইবার এই সংজ্ঞা বহু প্রচলিত।

কৃতি = ২০। পাদে বিংশতি অক্ষরের ছন্দোবিশেষ। কৃতি শব্দের অর্থ, গণিতের বর্গ আছে। এই হেতু গণিতগ্রন্থে কৃতি = ২০ চলে নাই।

একুশ (২১)

স্বর্গ = ২১। মনুতে ২১ নরক। বোধ হয়, তত স্বর্গ। পরবর্ত্তী কালের সংজ্ঞা।

সমিৎ = ২১। সমিৎ যজ্ঞকাষ্ঠ। কেবল "জাতকার্ণবে" এই সংজ্ঞা। কাম্য হোমে এতগুলি লাগে।

বাইশ (২২)

আকৃতি = ২২। এক ছন্দের নাম, আকৃতি। ইহার প্রতি পদে ২২টি অক্ষর থাকে। এই সংখ্যা কদাচিৎ পাওয়া যায়।

জাতি = ২২। ইহার মূল জানি না।

তেইশ (২৩)

বিকৃতি = ২৩। আকৃতি ছন্দের পাদে ২২টি, বিকৃতিছন্দের পাদে ২৩টি অক্ষর। এই সংজ্ঞা কদাচিৎ।

চব্বিশ (২৪)

জিন = ২৪। জৈন তীর্থঙ্কর ২৪ জন ছিলেন। শেষ তীর্থঙ্কর, বর্দ্ধমান্। ইঁহার নামে বৰ্দ্ধমান নগরের নাম। ইনি খ্রীষ্টপূর্ব ৫২৭ সালে নির্ব্বাণ লাভ করেন। জিন পর্য্যায়ে সিদ্ধ = ২৪। কিন্তু অমরকোষে বুদ্ধের এক নাম 'সর্ব্বার্থসিদ্ধ'। আর এক নাম 'জিন' আছে। বোধ হয়, এইরূপে জিন ও সিদ্ধ এক হইয়াছেন। জিন সংজ্ঞার সিদ্ধ, আর দেবযোনি সিদ্ধ, পৃথক্। "সূর্য্যসিদ্ধান্তে" জিন ও সিদ্ধ সংজ্ঞা নাই।

পঁচিশ (২৫)

তত্ত্ব = ২৫। নানাবিধ তত্ত্ব গণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাংখ্যে পুরুষ লইয়া তত্ত্ব = ২৫। যথা পঞ্চ মহাভূত, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, অহঙ্কার, মহৎ, প্রকৃতি, পুরুষ। দ্বিবেদী পঁচিশ তত্ত্বের নিমিত্ত ন্যায়শাস্ত্র স্মরণ করিয়াছেন।

সাতাইশ (২৭)

ভ = ২৭। ভা, প্রভা আছে বলিয়া ভ, তারা। কিন্তু অশ্বিন্যাদি ২৭ নক্ষত্র হইতে ভ = ২৭। পর্য্যায়ে, নক্ষত্র, ঋক্ষ, উড়ু। সংজ্ঞাটি পরবর্ত্তী কালের। ভ শব্দ হ্রস্বতম বলিয়া ইহাই অধিক প্রচলিত।

বত্রিশ (৩২)

দন্ত = ৩২। পর্য্যায়ে, রদ, দশন।

তেত্রিশ (৩৩)

দেব = ৩৩। পর্য্যায়ে, অমর, সুর, নির্জ্জর। বেদের ৩৩ দেব। ভূলোকে, অন্তরিক্ষে, দ্যুলোকে, এই ত্রিলোকে তিন দেব। এই তিন হইতে এগার করিয়া ৩৩ দেব। পরে ৩৩ দেব। পরে ভাগ হইয়া বিশ্বদেব = ১৩, আদিত্য = ১২, বসু = ৮। রামায়ণে আদিত্য = ১২, রুদ্র = ১১, বসু = ৮, অশ্বিনীকুমার = ২। একটা শ্লোকে অশ্বিনীকুমার-দ্বয়ের স্থানে ইন্দ্র ও প্রজাপতি আছে।

ঊনপঞ্চাশ (৪৯)

মরুৎ = ৪৯। পর্য্যায়ে, বাত, মারুত, সমীরণ। ঋগ্বেদে মরুৎ সাতটি। ইহা হইতে ৭ × ৭ = ৪৯ মরুৎ। ইহা হইতে যোগশাস্ত্রে ৪৯টি বাত, প্রধান বাত। মরুৎ সংজ্ঞা পরবর্ত্তী কালের।

তান = ৪৯। এই সংজ্ঞা আরও পরের। গীতের সপ্ত স্বরের আরোহণ অবরোহণ দ্বারা ৭ × ৭ তান, স্বরবিস্তার।

১১। আঙ্কিক সংজ্ঞা-কোষ

[শব্দের অর্থ বুঝিয়া এই কোষ দেখিবে। অর্থে সন্দেহ হইলে "ব্যাখ্যা" দেখিবে। তাহাতে শব্দটি পাওয়া যাইবে।]

অক্ষ = ইন্দ্রিয়
অগ্নি = ৩
অঙ্ক = ৯
অঙ্গ = ৬
অতিধৃতি = ১৯
অত্যষ্টি = ১৭
অব্ধি = সাগর
অরি = ৬
অর্চিস্ = ৭
অর্থ = বিষয়
অশ্ব = ৭
অশ্বিন্ = ২
অষ্টি = ১৬
আকৃতি = ২২
ইন = রবি
ইন্দ্র = ১৪
ইন্দ্রিয় = ৫
ইভ = গজ
ঈশান = রুদ্র
ঋতু = ৬
কর = ২
কৃত = ৪
কৃতি = ২০
খ = শূন্য
গজ = ৮
গুণ = ৩
গো = ৯
গ্রহ = ৯
ঘন = ১৭
চন্দ্র = ১
জাতি = ২২

জিন = ২৪
তত্ত্ব = ২৫
তর্ক = ৬
তান = ৪৯
তিথি = ১৫
দন্ত = ৩২
দস্র = অশ্বিন্
দিক্ = ১০
দেব = ৩৩
ধৃতি = ১৮
নখ = ২০
নক্ষত্র = ২৭
নরক = ৯
নন্দ = ৯
নেত্র = ২
পক্ষ = ২
পঙ্‌ক্তি = ১০
ভ = নক্ষত্র
ভূ = ১
ভূপ = ১৬
মঙ্গল = ৮
মনু = ১৪
মরুৎ = ৪৯
মুনি = ৭
মৈত্র = ১৭
যম = ২
যুগ = ৪
রন্ধ্র = ৯
রবি = ১২
রস = ৬
রাম = ৩

রুদ্র = ১১	শর = ৫
রূপ = ১	শূন্য = ০
বসু = ৮	শৈল = ৭
বিকৃতি = ২৩	সর্প = ৮
বিশ্ব = ১৩	সাগর = ৪
বিষয় = ৫	সিদ্ধ = জিন
বেদ = ৪	স্বর্গ = ২১,৯

১২। কবিসাঙ্কেতিক শব্দকোষ।

[আঙ্কিক সংজ্ঞা কোষের অতিরিক্ত। অধিকাংশ শব্দ "কবিকল্পলতা' হইতে। সুপ্রচলিত অর্থ বাহুমধ্যে।]

অঙ্গ = ৫ [৬]	গুণ = ৬ [৩]
অবস্থা = ১০	গুহনেত্র = ১২
অসিধারা = ২	গুহবাহু = ১২
আভাস্বর = ৬৪	গোত্র = ৭
আশ্রম = ৪	গ্রীবা রেখা = ৩
ইন্দুকলা = ১৬	চক্রবর্তী = ৬
উপায় = ৪	চন্দ্রাশ্ব = ১০
একজন = ১	জবপাদ = ৩
ঐশ্বর্য্য = ৮	জরবাহু = ৬
কর্ণ = ২	তত্ত্ব = ২৪ [২৫]
কার্ত্তিকেয়মুখ = ৬	তাম্বূলগুণ = ১৩
কাল = ৩ [৬]	তুষিত = ৩৬
কালিদাসকাব্য = ৩	ত্রিশিরোনেত্র = ৬
কুলাদ্রি = ৮ [৭]	দিক্‌পাল = ৮
কুম্ভরাবণ-মস্তক = ৯	দুর্য্যোধনসেনাপতি = ১১
কৃষ্ণাবতার = ১০	দ্বীপ = ৭, ১৮ [৭]
কোশ = ৬	ধান্য = ১৮
খণ্ড = ৯	ধ্রুবতারক = ১৪
গঙ্গামার্গ = ৩	নদীকূল = ২
গজকর্ণী = ৮	নিধি = ৯
গণেশদন্ত = ১	পরমাত্মা = ১
গতি = ৪	পাণ্ডব = ৫

পরিশিষ্ট ২

১। বরাহমিহিরকৃত পঞ্চসিদ্ধান্তিকা।

দেশ উজ্জয়িনী, কাল ৪২৭ শকাব্দ।

০ = খ (গগন, আকাশ, অম্বর)।

১ = চন্দ্র (শশাঙ্ক), রূপ, ভূ।

২ = যম, অশ্বী (দস্র), পক্ষ, কর।

৩ = গুণ, অগ্নি (দহন, শিখী), রাম, হোর।

৪ = বেদ, কৃত, অব্ধি (জল, জলধি, লবণোদ), অব্ধি।

৫ = ভূত (বিষয়, অর্থ), ইন্দ্রিয় (অক্ষ), শর।

৬ = রস, ঋতু।

৭ = মুনি, স্বর, নগ, অশ্ব।

৮ = বসু।

৯ = স্বর্গতি, নরব, নন্দ।

১০ = দিক্ (আশা)।

১১ = ভব (শিব)।

১২ = অর্ক, শম্ভু।

১৩ = বিশ্ব। অতিদ্বাদশ।

১৪ = মনু, ইন্দ্র।

১৫ = তিথি।

১৬ = অষ্টি, ভূপ।

১৭ = অত্যষ্টি।

১৮ = ধৃতি।

২০ = নখ।

২৪ = জিন।

৩২ = দন্ত।

৩৩ = সুর।

২। প্রচলিত সূর্যসিদ্ধান্ত।

দেশ ? কাল ?

০ = শূন্য (খ, ব্যোম, বিয়ৎ, অম্বর)।

১ = চন্দ্র (ইন্দু, নিশাকর), কু, রূপ।

২ = অক্ষি (নেত্র, লোচন), দস্র (অশ্বিন্), যম (যমল)।

৩ = অগ্নি (বহ্নি, শিখিন্, হুতাশ, জ্বলন), গুণ।

৪ = বেদ, কৃত, সাগর (সমুদ্র, অর্ণব, অব্ধি)।

৫ = বাণ (ইষু, মার্গণ), অর্থ।

৬ = রস, ঋতু।

৭ = মুনি, পর্বত (অদ্রি, ভূধর, ভূমিধর; নগ) তুরঙ্গ।

৮ = বসু, গজ (কুঞ্জর), সর্প (ভুজঙ্গ)।

৯ = অঙ্ক; গো, রন্ধ্র (ছিদ্র)

১০ = দিব্।

১১ = রুদ্র (ঈশ, শঙ্কর, ঈশ্বর)।

১২ = সূর্য (অর্ক)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = মনু, ইন্দ্র।

১৫ = তিথি।

১৬ = অষ্টি।

১৮ = ধৃতি।

১৯ = অতিধৃতি।

২০ = নখ।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ত্রিঘন (৩৩)

৩২ = রদ।

৩৩ = সুর।

[আশ্চর্য, রাম = ৩, নন্দ = ৯, ভূপ = ১৬, জিন = ২৪ কোথাও নাই।]

৩। শতানন্দের ভাস্বতী।

দেশ পুরী, কাল ১০২১ শক।

০ = খ (শূন্য, নভঃ, অভ্র, ব্যোম, গগন, বিয়ৎ)।

১ = চন্দ্র (শশী, ইন্দু, শীতরশ্মি), ভূ (ভূমি, কু), রূপ।

২ = পক্ষ, নেত্র (অক্ষি, দৃক্, লোচন), দস্র (অশ্বিন্), যম।

৩ = অগ্নি (জ্বলন, দহন, কৃশানু), রাম।

৪ = বেদ, অব্ধি, কৃত।

৫ = বাণ (ইষু, শর), ইন্দ্রিয় (অক্ষ), ভূত (বিষয়)।

৬ = রস, অঙ্গ; তর্ক; অরি (রিপু)।

৭ = অদ্রি (নগ, অগ), স্বর; গন্ধর্ব।

৮ = বসু, গজ (নাগ, কুঞ্জর), মঙ্গল।

৯ = নন্দ, অঙ্ক, গো, গ্রহ।

১০ = দিক্ (আশা, কাষ্ঠা)।

১১ = রুদ্র (ভব, ঈশ)।

১২ = রবি (সূর্য্য, ভানু)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = মনু ; শক্র (বজ্রী)।

১৫ = তিথি (অহন্)।

১৬ = নৃপ , অষ্টি।

১৭ = ঘন (অব্দ, অম্বুদ, জলদ)।

২০ = নখ

২২ = জাতি।

২৪ = সিদ্ধ (জিন)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ভ।

৩২ = রদ।

৩৩ = দেব।

৪৯ = তান , মরুৎ।

৪। গণেশ দৈবজ্ঞের গ্রহলাঘব।

দেশ বোম্বাই, কাল ১৪৪০ শক।

০ = খ (অভ্র, নভঃ, গগন)।

১ = বিধু (শশী, ইন্দু, অব্জ), ভূ (কু ক্ষিতি, উর্বী, ইলা, ক্ষ্মা), রূপ।

২ = দৃক্ , দস্র (অশ্বিন), পক্ষ , যম (যমল)।

৩ = গুণ রাম ; অগ্নি (অনল, দহন, হুতাশ, ইজ্যাশ)।

৪ = কৃত ; বেদ ; অব্ধি (উদধি, অম্বুধি, জলধি, পয়োধি, বারিধি, সাগর)।

৫ = অক্ষ , শর (ইষু, বাণ, আশুগ, নারাচ), মরুৎ।

৬ = অঙ্গ , রস , তর্ক , অরি।

৭ = অশ্ব , শৈল (অদ্রি, নগ, অগ)।

৮ = বসু , অহি (ভুজঙ্গ, নাগ) ; গজ (ইভ)।

৯ = গো , অঙ্ক , নন্দ , খগ (খেচর)।

১০ = দিক্ (আশা)।

১১ = রুদ্র (ঈশ, ভব, শূলী)।

১২ = রবি (অর্ক, ইন, সূর্য্য)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = ইন্দ্র (শক্র, জিষ্ণু) ; মনু।

১৫ = তিথি (দিন)।

১৬ = ভূপ (নৃপ) ; অষ্টি।

১৭ = অত্যষ্টি।

১৮ = ধৃতি।

২০ = নখ।

২১ = স্বর্গ।

২৩ = বিকৃতি।

২৪ = জিন (সিদ্ধ)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = উড়ু (ভ, ঋক্ষ)।

৩২ = দন্ত (দশন)।

৩৩ = অমর (দেব)।

৫। জাতকার্ণবাদি করণ-গ্রন্থ।

দেশ রাঢ়, কাল ১৪৪০—১৫১৩—১৫৭৯ শক।

[জাতকার্ণব = জা, বাঘলানন্দ = বা, মুকুন্দ = মু]

০ = শূন্য (খ, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, আকাশ)।

১ = চন্দ্র (ইন্দু, বিধু, শশী, মৃগাঙ্ক, শশাঙ্ক, সুধাকর, তুষারবশ্মি), ভূ (কু, ধরা, মহী ক্ষ্মা, ক্ষিতি, ক্ষোণি), রূপ।

২ = পক্ষ ; দস্র, (অশ্বিন্), যম (যুগ্ম); নেত্র (অক্ষি, দৃক্, লোচন, ঈক্ষণ); ভুজ (কর, বাহু, হস্ত)।

৩ = গুণ, রাম, অগ্নি, (বহ্নি শিখী, অনল, জ্বলন, দহন, পাবক, হুতাশ, বায়ুসখা, হুতভুক্, বীতিহোত্র, ধনঞ্জয়) [জা]।

৪ = বেদ (শ্রুতি, নিগম), কৃত ; যুগ, অব্ধি (অপ্, সিন্ধু, অম্বুধি, অর্ণব, জলধি, সাগর)।

৫ = বাণ (ইষু, শর, সায়ক, শিলীমুখ, বিশিখ), অর্থ (বিষয়), ইন্দ্রিয় (অক্ষ), আত্মা [মু]।

৬ = রস, ঋতু (কাল), অঙ্গ, তর্ক।

৭ = অদ্রি (অগ, নগ, শৈল, পর্ব্বত), মুনি (ঋষি); অশ্ব (তুরঙ্গ)।

৮ = বসু ; গজ (ইভ, করী, দন্তী, দ্বিপ, মতঙ্গজ), নাগ (অহি, সর্প, ব্যাল)।

৯ = গো, অঙ্ক ; নন্দ ; রন্ধ্র (ছিদ্র); গ্রহ (খগ, খেচর, খচর)।

১০ = দিক্ (আশা, কাষ্ঠা, ককুভ্)।

১১ = রুদ্র (ভব, শিব, ঈশ্বর, শূলী, মহাদেব [জা]।

১২ = রবি (অর্ক, ভানু, ব্রধ্ন, সূর্য্য); মাস [জা]।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = ইন্দ্র (শক্র, বজ্রী), মনু ; লোক (ভুবন) [জা]।

১৫ = তিথি (অহন্, দিন)।

১৬ = ভূপ (নৃপ), অষ্টি।

১৭ = ঘন (অব্দ, অম্বুদ, পয়োধর, বর্ষণ), অত্যষ্টি, মৈত্র।

১৮ = পুরাণ, কোষ, আকাশ [মূ]।

২০ = নখ।

২১ = সমিধ্ [জ্ঞা]।

২২ = জাতি।

২৪ = জিন (সিদ্ধ)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ভ (উডু, তারা, তারকমণ্ডল, ঋক্ষ)।

৩২ = দন্ত (রদ)।

৩৩ = দেব (সুর, অমর)।

৪৯ = মরুৎ (বাত)।

৬। চন্দ্রশেখরকৃত সিদ্ধান্তদর্পণ।

দেশ পুরী, কাল ১৮১৪ শক।

০ = খ (শূন্য, অভ্র, নভঃ, ব্যোম, অম্বর, বিয়ৎ, অনন্ত, গগন, পুষ্কর, বিষ্ণুপদ), পূর্ণ।

১ = চন্দ্র (ইন্দু, বিধু, অব্জ, সুধাংশু, সিতাংশু, শীতকর, শীতভানু), ভূ (ভূমি, মহী, ক্ষিতি, ধরা, ইলা, ক্ষ্মা, ধরণী, বসুধা), রূপ।

২ = চক্ষু (দৃক্, অক্ষি, ঈক্ষণ, নয়ন, বিলোচন), পক্ষ, বাহু ভুজ), অশ্বী, যম (যুগ্ম)।

৩ = গুণ, রাম, অগ্নি (বহ্নি, জ্বলন, দহন, হুতভুক্, বীতিহোত্র)।

৪ = বেদ (শ্রুতি, আম্নায়, নিগম), কৃত, সমুদ্র (অব্ধি, সিন্ধু, উদধি, অম্ভোধি, পয়োধি, বারিধি, বারিধি পয়োধি, কূপর, অম্ভোনিধি, রত্নাকর, মহার্ণব)।

৫ = বাণ (শর, ইষু, মার্গণ, শায়ক, বিশিখ, পৃষৎক, আশুগ, পত্রিন্, শিলীমুখ), অর্থ, ইন্দ্রিয় (অক্ষ)।

৬ = রস ; ঋতু, অঙ্গ ; তর্ক।

৭ = অদ্রি (গিরি, গ্রাব, নগ, কুভৃৎ, মহীধ্র, ক্ষ্মাভৃৎ), অশ্ব (বাজী, হয়) ; স্বর।

৮ = বসু ; সর্প (নাগ, ভুজঙ্গ, ব্যাল, অহি, ফণভৃৎ), গজ (দন্তী, দ্বিপ, ইভ, কুঞ্জর, সিন্ধুর, স্তম্বেরম, মতঙ্গজ)।

৯ = অঙ্ক ; গো, নন্দ ; রন্ধ্র।

১০ = দিক্ (আশা, হরিৎ)।

১১ = রুদ্র (শিব, ভব, হর, ঈশ, গিরিশ)।

১২ = রবি (সূর্য্য, আদিত্য, সহস্রাংশু, প্রভাকর)।

১৩ = বিশ্ব।

১৪ = ইন্দ্র, মনু।

১৫ = তিথি।

১৬ = ভূপ (নৃপ), অষ্টি

১৭ = ঘন।

১৮ = ধৃতি।

২০ = নখ।

২২ = আকৃতি।

২৪ = জিন (সিদ্ধ)।

২৫ = তত্ত্ব।

২৭ = ভ।

৩২ = দন্ত (রদ)।

৩৩ = সুর (ত্রিদশ)।

৪৯ = মরুৎ।

৭। অঙ্কসংজ্ঞানিঘণ্টু

(দেশ বর্ণাটি, কাল ১৪০০ শকাব্দের পরে)

০ = শূন্য (আকাশ, গগন, অন্তরিক্ষ, মরুৎপথ)।

১ = শশী (সোম, শশাঙ্ক, ইন্দু, চন্দ্র, কলানিধি, রাজা, বিধু, শুভ্রাংশু), যম, একজন।

২ = অক্ষি (চক্ষুঃ, নেত্র, লোচন, দৃষ্টি, নয়ন, ঈক্ষণ, অম্বক), কর (বাহু), বর্ণ, পক্ষ, যুগ্ম।

৩ = বহ্নি (শিখী, অগ্নি, পাবক, দহন, অনল), রাম, শক্তবাক্তি, পুর, লোক; ত্রিকাল, গুণ।

৪ = অব্ধি (সাগর, বনবাস, অম্বুধি, বারি, জলধি, নীরধি), যুগ, গতি।

৫ = ইন্দ্রিয় (জ্ঞান), বিষয়, বাণ (ইষু মার্গণ, শর, পর্বন্), প্রাণ, ভূত (প্রেত), প আদি [প হইতে অক্ষর পাঁচটি]।

৬ = ঋতু (কাল), শাস্ত্র (দর্শন, আগম), রস (রুচি), কোশ।

৭ = শৈল (অদ্রি, নগ, অচল, গিরি, গোত্র), দ্বীপ, বায়ু, মুনি (ঋষি); তুরগ, মহীন্দ্র [? মহীধ্র]।

৮ = বসু, দিগ্‌গজ (দন্তী, হস্তী, মাতঙ্গ, বারণ, সামজ), দিক্‌পাল, গজকর্ণী [শিব], য-আদি [য হইতে হ অক্ষর ৮টি]।

৯ = বস্তু, ব্রহ্মা (কমলাসন), নিধি; গ্রহ, খণ্ড, রন্ধ্র, লব্ধক [?]; ক-আদি; ট-আদি [ক হইতে ঞ, এবং ট হইতে ন। তন্মধ্যে ঞ এবং ন = ০। কাজেই ক-আদি অক্ষর = ৯, ট-আদি অক্ষর = ৯]।

৮। কবিকল্পলতার সংখ্যাবাচক।

[প্রাচীন শব্দের পরে এক দাঁড়ি দিয়া অর্বাচীন শব্দ। বাহুবেষ্টনে ব্যাখ্যা]

১ = বিধু, ক্ষিতি। পরমাত্মা, গণেশদন্ত, শুক্রচক্ষুঃ।

২ = চক্ষুঃ, হস্ত। নদীকূল, অসিধারা, রামপুত্র, স্তন।

৩ = অগ্নি, গুণ, রাম। কাল, ভুবন, গঙ্গামার্গ [ত্রিস্রোতা গঙ্গা], শিবচক্ষুঃ, গ্রীবারেখা, কালীদাস কাব্য, বলি [উদরে ত্রিবলি], সন্ধ্যা, পুর [ময়নির্মিত ত্রিপুর], পুষ্কর [ফলজ্যোতিষের ত্রিপুষ্কর যোগ], বিষ্ণু [ত্রিবিক্রম], জ্বরপাদ [রুদ্রকোপে উৎপন্ন জ্বর। ইনি ত্রিপাদ, ত্রিশিরা, ষট্‌চক্ষুঃ, ষড়্‌ভুজ,—ভাবপ্রকাশে সুশ্রুতোক্ত। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে নবলোচন]।

৪ = বেদ, সমুদ্র, যুগ। ব্রহ্মাস্য [চতুর্মুখ], বর্ণ [ব্রাহ্মণাদি, হরিবাহু; স্বর্দন্তিদন্ত [ইন্দ্রহস্তী, শুক্লবর্ণ, চতুর্দন্ত], সেনাঙ্গ [রথগজাদি], উপায় [সামদানাদি], যাম [প্রহর]; আশ্রম, বৃত্তপাদ।

৫ = বাণ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ার্থ [বিষয়], মহাভূত [ক্ষিত্যাদি], প্রাণ [প্রাণ-অপানাদি]। পাণ্ডব, শিবাস্য [পঞ্চানন], স্বর্গ [কোন্ পুরাণে ?], ব্রতাগ্নি ['পঞ্চতপস্যা', চারি দিকে চারি অগ্নি, মস্তকের উপরে মার্তণ্ড], মহাপাপ [ব্রহ্মহত্যা সুরাপানাদি মহাপাতক —মনুতে], মহাকাব্য [কালিদাসাদির], মহামখ [পঞ্চযজ্ঞ, মনুতে], পুরাণলক্ষণ [সৃষ্ট্যাদি], অঙ্গ [পঞ্চাঙ্গ অনেক, রাজার পঞ্চপ্রকৃতি হইতে পারে, কিম্বা যোগের—বায়ুপুরাণে], বর্গ [অনেক, কামন্দকের যান-আসনাদি হইতে পারে]।

৬ = অঙ্গ, রস, ঋতু, তর্ক। বজ্রকোণ [হীরক ষট্‌কোণ], ত্রিশিরোনেত্র [জ্বরের], চক্রবর্ত্তী [বোধ হয়, যে রাজার অমাত্যাদি ছয়টি অঙ্গ আছে], কার্ত্তিকেয়মুখ, গুণ [সন্ধি বিগ্রহাদি], জ্বরবাহু, রূপ [শুক্লাদি]।

৭ = মুনি, পর্বত, সূর্য্যাশ্ব, বহ্নিশিখা। পাতাল, ভুবন, দ্বীপ, বার, সমুদ্র; রাজ্যাঙ্গ [স্বামী অমাত্যাদি], ব্রীহি [বায়ুপুরাণে যবাদি]।

৮ = বসু, দিগ্‌গজ, অহি। কুলাদ্রি [কুলাচল অষ্ট ?]; যোগাঙ্গ, সিদ্ধি; ঐশ্বর্য্য, দিক্‌পাল, ব্রহ্মশ্রুতি [চতুরাননের অষ্টকর্ণ], ব্যাকরণ [ইন্দ্রচন্দ্রাদির অষ্ট]।

৯ = অঙ্ক, অঙ্গদ্বার। গ্রহ, রস, ভূখণ্ড, সেবধি [নিধি], সুরাকুণ্ড [নয়টি স্বর্গে ?]; কুম্ভরাবণমস্তক [?]; ব্যাঘ্রস্তন [?]।

১০ = দিক্, পঙ্‌ক্তি। হস্তাঙ্গুলি, শম্ভুবাহু, রাবণমস্তক, কৃষ্ণাবতার, বিশ্বদেব [পুরাণের], অবস্থা, চন্দ্রাশ্ব [চন্দ্রের রথের]।

১১ = রুদ্র। দুর্য্যোধন-সেনাপতি।

১২ = সূর্য্য। মাস; রাশি, সংক্রান্তি, গুহবাহু [ষডাননের], গুহনেত্র, সারিকোষ্ঠ [পাশার ছক]; রাজমণ্ডল [কামন্দকে, 'দ্বাদশরাজক']।

১৩ = । তাম্বূলগুণ [ধন্বন্তরীয়ে, 'ত্রয়োদশগুণাঃ স্বর্গেঽপি তে দুর্লভাঃ']।

১৪ = ইন্দ্র, মনু। বিদ্যা [বেদ ৪, বেদাঙ্গ ৬, ধর্মশাস্ত্র, পুরাণ, মীমাংসা, ন্যায়], ভুবন, যম [এক এক ইন্দ্রের ?], ধ্রুবতারক [মৎস্যপুরাণে, শিশুমার চতুর্দশনক্ষত্রে, কৃত্তিকাদিগণনায় চতুর্দশ বিশাখা নক্ষত্রে অবস্থিত]।

১৫ = তিথি।

১৬ = । ইন্দুকলা, মাতৃকা।

১৮ = বিদ্যা [উক্ত চতুর্দশ, আর আয়ুর্বেদ ধনুর্বেদ, গান্ধর্ববেদ, অর্থশাস্ত্র,— বিষ্ণুপুরাণে], পুরাণ, স্মৃতি, দ্বীপ [ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে], ধান্য [?]।

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায়।

নিমাইসন্ন্যাসের পালা*

(বর্ত্তমান কীর্ত্তনের পালাটীর প্রথম হইতে মহাপ্রভুর গৃহত্যাগ অবধি অংশ, স্নেহাস্পদ শ্রীমান্ কান্তিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের ঐকান্তিক চেষ্টার ফলে, প্রায় দুই বৎসর পূর্ব্বে নদীয়া জেলার অন্তর্গত কুষ্টিয়া হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি উহার শেষাংশ কলিকাতা কলেজ ষ্ট্রীটস্থ "কমলালয়" নামক বস্ত্রালয়ের কর্ম্মচারী শ্রীযুত মনসাচরণ ঘোষ মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি।

কীর্ত্তন গানে সাধারণতঃ নিছক মহাজনপদ গাহে না। কীর্ত্তনওয়ালারা অধিকাংশ স্থলেই তাহাদের স্বরচিত পালাতে স্থানবিশেষে প্রয়োজনানুসারে মহাজনপদ সংযোগ করে। অধুনা অনেক পালাই এইরূপ স্বল্পপরিমাণ পদ ও বেশীর ভাগ কথার সমাবেশে রচিত। অনেক স্থলেই কীর্ত্তনের পালার বিশেষ একটা ধরাবাঁধা রচনা নাই, কেবল ঘটনাগত কতকগুলি সাধারণ ভিত্তি ও পদের সমাবেশ আছে,—উপস্থিত রচনের উপরই গায়কের কৃতিত্ব সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। যিনি যত উপস্থিত রচন ও ভাবপূর্ণ "উপজ' সংযোগ করিতে পারেন, তিনি ততই শ্রোতার চিত্ত বিনোদনে সমর্থ হন। কীর্ত্তনের পরিভাষায় মহাজনপদের অংশগুলিকে "ব্রজবুলি" এবং গায়কের সংযোজিত অংশগুলিকে "উপজ' বলে। নিম্নে আমরা তাহার একটী নমুনা দিতেছি।

মূল মহাজনপদ :—"না পোড়াইও মম অঙ্গ না ভাসাইও জলে।"

উপজ :—(রাই ধনী বিশাখাকে ডেকে বলছেন)

'সখি লো, তোর করে ধরে বলে যাই গো,
সখি লো, আমায় পোড়াইও না,
আমায় সামান্য অনলে পোড়াইও না,
কৃষ্ণপ্রেমানলে পোড়াতনু সামান্য অনলে পোড়াইও না।
সখি, আমায় ভাসাইও না,
আমার মাথা খাও, যেন ভাসাইও না,
আমি ত ভেসেছি,
আমি ত ভেসেছি,
কৃষ্ণ বলে কেঁদে কেঁদে নয়নের নীরে ভেসেছি।"

এগুলি অতি সহজেই শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে এবং সকলকে বিমুগ্ধ করে।

এই ধরণের কীর্ত্তন, কবি ও তরজা গানের পালার এবং কথকতার মধ্য দিয়া শুধু পদ্য সাহিত্যই নহে, বাঙ্গলা গদ্য সাহিত্যেরও এমন প্রকৃষ্ট বিকাশ হইয়া গিয়াছে—উপমা, রূপক, শ্লেষ প্রভৃতির এত ছড়াছড়ি আছে যে, ইহার সমস্তগুলি লিপিবদ্ধ করিতে পারিলে বাঙ্গলা সাহিত্যের একটা অমূল্য সম্পদ্ থাকিয়া যাইত। এগুলি পাঠ করিতে গেলে মনে হয়, আজ

* বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের মাসিক অধিবেশনে পঠিত (৩১ই আশ্বিন, ১৩০৮)।

আমাদের বাঙ্গলা ভাষার যে সৌন্দর্য্যের তাজমহল দীপ্তিচ্ছটায় দিঙ্মণ্ডল বিভাসিত করিয়া সগর্ব্বে সুদৃপ্তশিরে দণ্ডায়মান হইয়াছে,—প্রথমে এই জাতীয় গাথার রচয়িতারূপ রাজমিস্ত্রিগণই উহার গাঁথনির কার্য্য সমাধা করিয়া দিয়াছিলেন। ইহা শুধু গ্রাম্য সাহিত্যের নিদর্শনমাত্র নহে, ইহাতে আমাদের সামাজিক ও পারিবারিক জীবনের অনেক সুস্পষ্ট আভাস আছে।

বর্ত্তমান পালাটীতে যে সকল স্থানে মহাজনপদ আছে, তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল অংশের পাঠ, পালাতে যেরূপ পাইয়াছি সেইরূপই রহিল। ভাষারও বৈশিষ্ট্য রক্ষা করা হইল, সংশোধনের চেষ্টা হয় নাই।)

নিমাইসন্ন্যাসের পালা

কথা:—মধ্যাহ্ন কালে শচীর দ্বারে ভারতী এসে উপস্থিত হয়ে বল্‌তিছেন—শচীমা, ভিক্ষাং দেহি।

শচীমাতা কেশব ভারতীর গলা শুনে বলতিছেন, কি সর্ব্বনাশ, হ্যাঁরে নিমাই, অতিথকে বলগে যা ঠাকুর আপনি অন্যত্তর গমন করুন।

তা শুনে নিমাই কি বলতিছেন? নিমাই বলতিছেন,—একি বল্লে মা, গিরস্থর ধর্ম্মই অতিথ-সৎকাজ করা। যদি ঘরে কিছু নাও থাকে, ভিক্ষে করে এনেও অতিথ সেবা করতি হয়। এ সময় কি অতিথ বিমুখ হয়ে ফিরে যাবে?

তখন শচীমাতা বল্‌তিছেন:—হ্যাঁরে নিমাই, গিরস্থর করতব্য কাজ অতিথ-সৎকাজ করা তা আমি জানি; কিন্তু, বাপ, বহুদিন হয় এমনি সময় একজন অতিথ উপস্থিত হলো, আমি যত্ন করে সেবা করলাম, আর সেই দিনই আমার প্রাণোধিক পুত্র বিশ্বরূপকে হারালাম। তাইতি মনে মনে প্রতিজ্ঞা করেছি, আর কোনও দিন অতিথ সেবা করব না।

নিমাই বল্‌তিছেন:—হ্যাঁ মা,এমন সময় যদি অতিথ ফিরে যায় তাহলি আমার অমঙ্গল হবে।

শচীমা বল্‌লেন,—বাবা যদি তোর অমঙ্গলই হয়, তবে অতিথকে পাদ্য অর্ঘ্য দে। আর ঠাকুরকে বল্ তিনি গঙ্গাচ্ছান করে আসুন। বাপ, কিন্তু একটা কথা।

নিমাই বল্‌তিছেন,—কি কথা মা?

শচী—তুই কিন্তু অতিথির সঙ্গে কোনও কথা কতি পারবিনে।

তা শুনে নিমাই বলতিছেন,—মা আমি সত্যি বল্‌ছি অতিথির সঙ্গে কোনও কথা কব না। এই বলে বলছেন, ঠাকুর আপনি গঙ্গাচ্ছান করে আসুন। ভারতী গঙ্গাচ্ছানে গেলেন। ভারতী গঙ্গাচ্ছান করতিছেন, নিমাই পশ্চাতে দাঁড়ায়ে যোড় হাতে বলতিছেন,—"গুরুদেব প্রণমামি।" তখনি ভারতী চক্ষু খুলে দেখতি পেয়েছেন;—

পদ অমনি ঢেলে দিল,
কর্ণমূলে ঢেলে দিল,
নিমাই কাঁদিতে লাগিল,
কৃষ্ণ কোথা আছ বলে কাঁদিতে লাগিল।
কোথা প্রাণসখা বলে কাঁদিতে লাগিল॥

আজ ভেসে যায়,
নিমার সোণার অঙ্গ ভেসে যায়,
নদের ধূলো ভিজিয়ে আজি প্রেমের বন্যা বয়ে যায়
কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ বলে সোণার অঙ্গ ভেসে যায়।

কথা :—কেশব ভারতী শচীর ঘরে ভোজন করে নিজগ্রামে গমন করলেন।

পরদিন প্রভাতে নদে বাসী ব্রাহ্মণগণ নদীর ঘাটে সন্ধ্যে-আহ্নিক করতিছেন, তখন প্রভু আমার প্রেমে উন্মাদ কি করতি লাগলেন ?

পদ ভাবাবেশে গৌরহরি লম্ফ দিয়ে পড়ে।
পদোত্থিত জলে যেয়ে ব্রাহ্মণ অঙ্গে পড়ে ॥

কথা :—তাঁরা তখন বলাবলি করতি লাগলেন, হ্যাঁহে ছোঁড়াটা কিডা ? ওর কি হিতাহিত জ্ঞান নেই ? আর একজন বলতিছেন, ও না জগন্নাথ মিশ্রের ছাওয়াল ? এ লক্ষ্মীছাড়া নদে ছাড়া না হলে আর নিস্তার নেই।

পদ আমার কোনও দোষ নাই,
ব্রাহ্মণ বলে লক্ষ্মীছাড়া আমার কোনও দোষ নাই,
আজ ত ছাড়তে হবে
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে,
নৈলে ব্রাহ্মণবাক্য লঙ্ঘন হবে,
আজ ত লক্ষ্মী ছাড়তে হবে।

কথা :—এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া সখীদের সঙ্গে খেলা করিতেছিলেন, যখন ব্রাহ্মণের অভিসম্পাদ হয়েছে, তখন সহচরীদের ধরে কেন্দে কেন্দে বলতিছেন,—

পদ সখি প্রাণ কেন কেঁদে উঠে গো
প্রাণকান্তের লাগি প্রাণ কেঁদে উঠে গো,
দক্ষিণভাগে যেন ভুজঙ্গে দেখিগো,
ভুজঙ্গে (ভুজ অঙ্গ ?) নাচিছে,
কি জানি কি হবে আমার ভুজঙ্গে নাচিছে।
সখি তাতে ভয় করি না,
তাতে আমি ভয় করি না,
এ সব অমঙ্গলের ভয় করি না,
পতি যদি নিকটে থাকে অমঙ্গলের ভয় করি না।

কথা :—পতিপ্রাণা নারীর যদি মহাবিপদ হয়, বহুপ্রকার অমঙ্গল দর্শন করে, এক প্রিয়তম পতি যদি নিকটে থাকে, কোনও প্রকার অমঙ্গলে কিছু করতি পারে না।

এদিকে প্রভু আমার গঙ্গাস্নান করে গ্রেহে গমন করতিছেন, কিন্তু প্রভুর মলিন বদন, আর দুনয়নে প্রেমধারা বইতেছে।

পদ আজ প্রভু কাঁদিতেছে— কাঁদিতেছে,
এই জগতবাসীকে কাঁদাবে বলে কাঁদিতেছে,
সে ধারার বিরাম নাই,
ধারায় ধরা ভেসে যায় রে,
ধারার ত আর বিরাম নাই।

এদিকে বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর মলিন বদন দেখে —প্রভুর কান্না দেখে বল্‌তিছেন, প্রভুর মলিন বদন কেন?

প্রভু উত্তর দেলেন, বিষ্ণুপ্রিয়ে, আমার ভবরোগের বিকারে মাথা ধরেছে।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া কি বল্‌তিছেন? বিষ্ণুপ্রিয়া বল্‌তিছেন, মাথা ধরেছে সেইজন্য তুমি কাঁদছ? ওষুধ দিলিই ত সেরে যাবে। বদ্য এনে দেখাবো কি?

প্রভু বলছেন,—আমার এ মাথাধরা ভাল করা সামান্য বদ্যর কাজ না। যেমন রোগ তেমনি বদ্য চায়।

পদ শ্রীরূপনগরে পাকা বৈদ্য আছে,
যদি আনিতে পার গো,
তবে এ পাকা ব্যাধি সেরে যাবে
পাকা বৈদ্য পেলে পাকা ব্যাধি সেরে যাবে।
যেও ভক্তিপথে শ্রীরূপনগরে
ভক্তিপথে যেয়ো গো।
ধর অনুরাগ ছুরি,
ভক্তিপথের কাটা কাটিতে
অনুরাগ ছুরি ধরগো।
(সেথা) মায়া নাগিনী, বিষম সাপিনী,
ভীষণ মূরতি ধরে গো।
সে যে দংশন করে, —
ভক্তিপথের পথিক পেলে দংশন করে।

বিষ্ণুপ্রিয়া জিজ্ঞেসা করতিছেন, দংশন করলি কি তার ওসুধ নেই?

পদ আছে গো, আছে গো,
বিষহরী কবচ আছে অনাসক্তির শিকড়।
সাপের শক্তি বিনাশ করে অনাসক্তির শিকড়।

কথা: -বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন, তবে আমি কি করে যাবো. তুমি যে সব ভয়ের কথা বলছ বড়ই সঙ্কট। তাতে আবার প্রচুর ধনরত্ন না দিলি ত বদ্য আসবে না।

প্রভু উত্তর করতিছেন,—ঐ সামান্য ধনে সে অসামান্য বদ্য আসবে না প্রিয়ে।

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া বল্‌তিছেন,—সামান্য ধনে না আসে অসামান্য ধনই দেব।

প্রভু বল্‌তিছেন,-- অসামান্য ধন কি দিবা ?

বিষ্ণুপ্রিয়া বলতিছেন,—কেন নীলকান্তমণি, চন্দ্রকান্তমণি, পদ্মকান্তমণি যা চায় তাই দেব ;

প্রভু হাসতিছেন আর বলতিছেন,—

পদ　তবে যদি দিতে পার,
তোমার মনমণি যদি দিতে পার,
সকল মণির সেরা মণি মনমণি যদি দিতে পার।

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়া উত্তর দেলেন, মনমণি কি প্রভু ? একটা মানুষির কডা মন থাকে ?

পদ　প্রভু আমি ত দিয়ে রেখেছি,
এক কোটি মন দিয়ে রেখেছি,
ইহকাল জনমের মত ঐ চরণে দিয়ে রেখেছি।
আর কেমনে দিব,
এক মন আমি দুজনাকে কেমনে দিব।
দত্তা অপরাধী (দত্তাপহারী ?) হবে নাকি,—
কেমনে দিব।

কথা : —প্রভু আমার এই রকম অনেক কৌশলে বিষ্ণুপ্রিয়া কাছে বিদেয় নেলেন। তখন বিষ্ণু-প্রিয়াকে সম্বোধন করে বল্‌তিছেন, যাও বিষ্ণুপ্রিয়ে, মা বোধ হয় আহ্নিক শেষ করেছেন। আমার বড ইচ্ছে হচ্ছে, আমি নিত্যানন্দ দাদার সঙ্গে ভোজন করব—তুমি পরিবেশন করবা। বিষ্ণুপ্রিয়া বিদেয় হয়ে সেবার আয়োজন কবতি গেলেন। প্রভু মনে মনে ভাবলেন,—বিষ্ণু-প্রিয়ার হাতে এই শেষ সেবা।

শচীমাতা সোণার থালে অন্ন ব্যঞ্জন সাজিয়ে বললেন মা তুমি পরিবেশন করগে।

বিষ্ণুপ্রিয়া পরিবেশন করতি যাচ্ছেন, এমন সময় নাকের নোলকটা থালের উপর খসে প'ল। তাই দেখে কেন্দে কেন্দে বল্‌তি ছেন,—

পদ　দেখ ওগো ঠাকুরাণী দেখগে আসিয়া।
স্বর্ণথালে ব্যঞ্জন নিতে নোলক প'ল খসিয়া॥
একবার দেখ আসি—
আমার নাকের সোণা প'ল খসি একবার দেখ আসি।
আমার হৃদয়ের সোণা খসবে নাকি
একবার তোমরা দেখ আসি।

কথা :—মেয়েদের যদি নাকের সোণা খসে' পড়ে, তা হলে মেয়েরা বিশেষ চিন্তা করেযে কি হবে ? বিষ্ণুপ্রিয়া কেন্দে কেন্দে শচী মাতাকে ডাকছেন। শচীমা তাড়াতাড়ি নাকের বেশরখানা পরিয়ে দিলেন।

প্রভু নিত্যানন্দের সঙ্গে আহার শেষ করে শয়নাগারে গেলেন। তারপর রাত্রিকালে প্রভু

আমার আহার শেষ করে এক সঙ্গে শয়ন করেছেন। বিষ্ণুপ্রিয়া রোজ রোজই প্রভু যতক্ষণ ঘুম না আসেন, ততক্ষণ পদসেবা করেন। আজ বিষ্ণুপ্রিয়া কি করতিছেন? আজ ভুজলতা দিয়ে দুখানি পদ জড়িয়ে ধরে বক্ষে ধারণ করে বসে আছেন।

পদ হিয়ার উপরে পদ থুইয়া বান্ধে ভুজলতা দিয়ে গো,
যেতে দিব না, দিব না।
অভাগিনীর প্রাণ থাকিতে
যেতে দিব না দিব না।

কথা :—প্রভু বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়ে কর কি?

পদ আমি তোমার প্রেমের শিকল কেটেছি গো,
রাখতে পারবে না পারবে না,
এ শিকলকাটা শুক রাখতে পারবে না পারবে না।

কথা :—রাত দুপর গড়ে গেল। প্রভু বলছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া তুমি ঘুমোবা না?

বিষ্ণুপ্রিয়া চুপ করে আস্তে আস্তে প্রভুর পদসেবা করতি লাগলেন। প্রভু তখন অন্য উপায় না দেখে কালনিদ্রেকে স্মরণ করেছেন,—"কালনিদ্রে, কালনিদ্রে, একবার এস।" কালনিদ্রে তখন ভাবতিছেন, "প্রভু আমার স্মরণ করেছেন কেন? যাই দেখিগে।' এই বলে কালনিদ্রে প্রভু নিকট উপস্থিত হয়ে বলতিছে, "প্রভু প্রণমামি।" কালনিদ্রে বলতিছে, "প্রভু, আমায় ডেকেছেন কেন?" প্রভু বলতিছেন, "যাও কালনিদ্রে, তুমি নদেবাসী সকলকে আশ্রয় করগে।"

কালনিদ্রে বলছেন, "প্রভু তুমি কি করবা?"

পদ আমি সন্ন্যাসী হব,
আর ত গৃহে রব না গো
আমি সন্ন্যাসী হব।

কথা :—কালনিদ্রে এই কথা শুনে বলছে, প্রভু, তুমি যদি সন্নেসী হও, তা হলে শচীমার আর বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হবে? তারা কি প্রাণে বাঁচবে?

পদ তারা যে প্রাণ তেয়াগিবে,
তোমার লাগি কেন্দে কেন্দে প্রাণ তেয়াগিবে।
প্রভু কে হবে, প্রভু কে হবে, প্রভু কে হবে,
সেই পাপের ভাগী কেবা হবে,
তারা যদি প্রাণে মরে সেই পাপের ভাগী কেবা হবে।

কথা : –প্রভু বলতিছেন, কালনিদ্রে, সে জন্ম তুমি ভয় করো না. তারা কেউ প্রাণে মরবে না। তারা যদি প্রাণে মরে, সে পাপের ভাগী আমি হব।

প্রভুর আদেশে কালনিদ্রে নদেবাসী সকলকে আশ্রয় করল।

পদ "শয়নমন্দিরে গৌরাঙ্গসুন্দর উঠিল রজনীশেষে।
গোরার মনে দৃঢ় আশ যাইবে সন্ন্যাসে॥"
[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা]।

উপজ আমার সোণার গৌর বের হলরে,
সাধের বিষ্ণুপ্রিয়া তেজ্য করে
সোণার গৌর বের হলবে।
আজ দুখী তাপী পার করিতে
সোণার গৌর বের হলবে।
আজ, রাধানামের বাদাম তুলে
সোণার গৌর বের হলবে।

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়ার মন্দির ছেড়ে শচীমার দ্বারে এসে উপস্থিত হয়ে ডাকতিছেন, মা, মা, মা, একবার উঠ মা। তোমার সাধের নিমাই আজ জন্মের মত বিদেয় হতি এয়েছে। তখন শচীমার ঘুমির ঘোর, কোনও উত্তর না পেয়ে প্রভু বলতিছেন,—

পদ চন্দ্র সূর্য্য দেবগণ তোমরা হও সাক্ষী।
মায়ের দ্বারেতে মাকে মা বলিয়ে ডাকি॥

কথা :—তখন ঘুমির ঘোরে শচীমা শুনছেন, যেন কোকিল কুহুধ্বনি করতিছে। শচীমা ঘুমির ঘোরেই বলতিছেন।

পদ ও তুই ব্রজের কোকিল ব্রজে যা,
এখানে বসে ডাকৃছিস কেন,
ব্রজের কোকিল ব্রজে যা,
প্রভু মনে মনে ভাবতিছেন,—মা বিদেয় দেলেন, আশীর্ব্বাদ ত করলেন না।

পদ ওগো দেখা কি পাবো,
বল মা তারে দেখা কি পাবো।
শচীমা আবার সেই রকম কোকিলের ধ্বনি শুনতি পেয়ে বলতিছেন—

পদ ও তুই ব্রজের কোকিল ব্রজে যা,
ব্রজে যেয়ে কৃষ্ণ পাবি
ব্রজের কোকিল ব্রজে যা।
প্রভু মাতৃআজ্ঞে পেয়ে সপ্তবার শচীমার মন্দির প্রদক্ষিণ করে কি করেছেন?

পদ ঐ চলে যায়, ঐ চলে যায়,
অস্তাচলে চলে যায়,
আর ত উদয় হবে নারে
অস্তাচলে চলে যায়।

(২)

পদ "ঐছন ভাবিয়া, মন্দির ত্যাজিয়া,
আইলা সুরধুনীতীরে।
দুই কর যুড়ি, নমস্কার করি,
পরশ করিল নীরে॥
গঙ্গা পরিহরি, নবদ্বীপ ছাড়ি,
চলে কাঞ্চননগর পথে।"
[লোচনদাস— পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা]।

উপজ ঐ চলে যায়, ঐ যে চলে যায়,
আমার সোণার গৌর চলে যায়।
কেউ ত দেখ্‌তে পেল নারে সোণার গৌর চলে যায়।

এদিকে শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়ার কি দশা হয়েছে ?

পদ "এথা বিষ্ণুপ্রিয়া, চমকি উঠিয়া,
পালঙ্কে বুলায় হাত।
প্রভু না দেখিয়ে, কাঁদিয়ে কাঁদিয়ে,
শিরে হানে করাঘাত॥"
[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা।]

উপজ ওগো কি হল,
হায়গো আমার কি হল,
আমার প্রাণকান্ত কোথায় গেল
হায়গো আমার কি হল।

"এ মোর প্রভুর, সোণার নূপুর,
গলার সোণার হার।
এ সব দেখিয়া, মরিব পুড়িয়া
জীতে না পারিব আর॥"
[লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৭ পৃষ্ঠা।]

তখন বিষ্ণুপ্রিয়া প্রভুর শ্রীপাদপদ্মের নূপুর দুখানি ধারণ করে বলছেন—

পদ কেন বাজিল না,
ওগো নূপুর কেন বাজিল না
বিষ্ণুপ্রিয়া জাগ বলে আজ নূপুর কেন বাজিল না।

কথা :—মনে মনে চিন্তা করতিছেন, যাই দেখিগে, প্রভু আমার যার মন্দিরেই আছেন। এই বলে শচীমাতার মন্দিরের সন্মুখে এসে কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন —

পদ "শচীর মন্দিরে আসি, দুয়ারের কাছে বসি,
ধীরে ধীরে কহে বিষ্ণুপ্রিয়া।"
[বাসুদেব ঘোষ—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬২ পৃষ্ঠা।]

উপজ কাঁদিতেছে—
প্রভু কোথা গেল বলে কাঁদিতেছে।

কথা :—শচীমা বিষ্ণুপ্রিয়ার কথা শুনে বলতিছেন, বিষ্ণুপ্রিয়া, কি হয়েছে বল্ মা?

পদ "শয়নমন্দিরে ছিল, নিশাভাগে কোথা গেল,
মোর মুণ্ডে বজর পাড়িয়া।" [ঐ]।
হেথা এসেছে নাকি,
দাসীরে ত্যাগ করে হেথা এসেছে নাকি।

কথা :—শচী দেবীর অতি্প সংকার অবধি শয়নে স্বপনে, ভোজনে উপবেশনে, সর্ব্বদা নিমাইর চিন্তা মনে পড়ে। মনে যেন সর্ব্বদায় বলে, নিমাই আমার বক্ষে শেলাঘাত করে যায়। তাই কয় দিন যাবৎ শচীমার আহার নিদ্রে নেই—সর্ব্বদাই কেবল নিমাইর চিন্তা। বিষ্ণুপ্রিয়া যখন একবার মাত্র ডেকেছেন, শচীদেবী অমনি শুনতি পেয়েছেন। তাড়াতাড়ি শয্যা পরিত্যাগ করে উঠে বলতিছেন— কি বল্লে বিষ্ণুপ্রিয়ে? বলি নিমাই! বলি আমার নিমাই!! বলি কোথায় গেল?

পদ "ত্বরিতে জ্বালিয়ে বাতি, খুঁজিলেন ইতি উতি
কোন ঠাঁই উদ্দেশ না পাইয়ে।
বিষ্ণুপ্রিয়া বধূ সাথে, কাঁদিতে কাঁদিতে পথে
ডাকে শচী নিমাই বলিয়ে॥"
[বাসুদেব ঘোষ, পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৩ পৃষ্ঠা।]

উপজ কোথা গেলি,
একবার এসে মা বলে ডাক্, ওরে নিমাই কোথায় গেলি।
কে আছে—
তুই বিনে আমার কে আছে।
অভাগিনীর মা বলিতে তুই বিনে আর কে আছে॥

কথা :—শচীদেবী বিষ্ণুপ্রিয়াকে সম্বোধন করে বল্‌তিছেন,—হ্যাঁ মা বিষ্ণুপ্রিয়ে, কৃপণে যেমন চোরের ভয়েতে নিজের ধনরত্ন অপরের কাছে রেখে দেয়, আমি আমার নিমাই ধন তোমার নিকট গচ্ছিত রেখেছিলাম।

পদ আমার নিমাই দে,
দে দে আমার নিমাই দে,
নিমাই বিনে প্রাণ বাঁচে না,
দে দে আমার নিমাই দে।

কথা :—বিষ্ণুপ্রিয়া কেঁদে কেঁদে বল্‌ছেন, "তুমিও যেমন তোমার নিমাইরত্ন আমার নিকট দিইছিলে, আমিও সেই ধন বহু যত্নে বক্ষে ধারণ করে রেখেছিলাম।

পদ "মুই অভাগিনী, সকল রজনী,
জাগিনু প্রভুরে লইয়া।
প্রেমেতে বাঁধিয়ে, মোরে নিদ্রা দিয়ে,
প্রভু গেল পলাইয়া॥"
লোচনদাস—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৪ পৃষ্ঠা।

আমার কি হবে,
বল্ মা আমার কি হবে,
আর কি আমি পাব না মা বল মা আমার কি হবে।

কথা :—শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার উচ্চস্বরের ক্রন্দনধ্বনি প্রতিবেশীদের কর্ণকুহরে প্রবেশ করেছে। এসে দেখে, শচীবিষ্ণুপ্রিয়া ধূলায় লুটায়ে লুটায়ে নিমাই নিমাই বলে কাঁদছে।

পদ নিমাই বলে কাঁদিতেছে।
তারাও অমনি কাঁদিতেছে।
শচীবিষ্ণুপ্রিয়ার কান্না দেখে তারাও অমনি কাঁদিতেছে।

কথা :—এ দিকে নদেবাসী ভক্তমণ্ডলী প্রত্যেক দিন প্রাতঃকালে গঙ্গাস্নান করে গৃহে যাবার সময় প্রভুর শ্রীমুখের হরিনাম শুনে যায়। সেই সব ভক্তগণ গঙ্গাস্নান সেরে প্রভুর দ্বারে এসে হরিনাম শুনবার বাসনায় কর্ণ পেতে দিয়েছে।

পদ "সকল মোহান্ত-মেলি, সকালেতে স্নান করি,
আইল গৌরাঙ্গ দেখিবারে।"

উপজ সে ধ্বনি নাই,
সেই গৌর হরি, হরি হরি ধ্বনি নাই,
"গৌরাঙ্গ গিয়াছে চলি, বিষ্ণুপ্রিয়া আছে পড়ি,
শচী কাঁদে বাহির দুয়ারে॥"
[বাসুদেব ঘোষ—পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা।]

কথা :—শচীদেবী নিত্যানন্দকে দেখ্‌তে পেয়ে অমনি দু বাহু পাশরিয়ে জড়িয়ে ধরেছে,—হ্যাঁরে নিতাই, আমার নিমাইকে কি কোথায়ও কীর্ত্তনে থুয়ে আইচিস?

পদ বল বল বাপ কৈ রে নিমাই,
নিমাই বিনে প্রাণ বাঁচে না,
ওরে নিতাই কই রে নিমাই।
আমায় কে ডাকিবে
মা বলিয়ে কে ডাকিবে
তাপিত অঙ্গ শীতল হবে, মা বলিয়ে কে ডাকিবে॥

কথা :—আজ প্রভুর গৃহত্যাগের কথা শুনে সকলেই শোকাচ্ছন্ন, এমন কি বৃক্ষাদি তরুলতা পর্য্যন্ত মূর্চ্ছিত। শচীদেবী কখনও ধূলায় পড়ে গড়াগড়ি দেচ্ছেন, কখনও নিমাই নিমাই করে কাঁদ্‌তিছেন। নিত্যানন্দ সেই প্রকার দশা দেখে বল্‌তিছেন,মা তুমি অধীর হয়ো না। তোমার নিকট প্রতিজ্ঞা করছি, আজ থিকে পাঁচ দিনের মধ্যে তোমার নিমাইকে এনে দেখাবো। এই আমি তার অনুসন্ধান করতি চল্‌লাম। এই বলে নিত্যানন্দ ভক্তগণ সঙ্গে করে বের হলেন।

ও দিকে প্রভু আমার অতি দ্রুতবেগে পথ পর্য্যটন করে ঘর্ম্মাক্তকলেবরে কাঞ্চননগরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন।

"কাঞ্চননগরে এক বৃক্ষ মনোহর।
সুরধুনীতীরে ছায়া শীতল সুন্দর॥"

সে বৃক্ষ কিনা তেঁতুল বৃক্ষ, যার হাওয়া গায় লাগলি ব্যাধি হয়। এমন কি, তেঁতুল বৃক্ষের হাওয়া বহুদিন গায় লাগলি মহাব্যাধি হবার সম্ভাবনা আছে। প্রভু আমার সেই তেঁতুল গাছের মূলে বসেছেন।

"তার তলে বসিলেন গৌরাঙ্গসুন্দর।
কাঞ্চনের কান্তি জিনি দৃপ্ত কলেবর॥"

প্রভুর অঙ্গের জ্যোতি কাটোয়াবাসীদিগের ঘরে ঘরে প্রবেশ করেছে। কাটোয়াবাসিগণ অকস্মাৎ এই প্রকার জ্যোতি দর্শন করে বলছে, এ বিনা মেঘে বিদ্যুৎজ্যোতি কেমন করে এল। এই প্রকার বলাবলি করে, প্রভুর অঙ্গজ্যোতি দর্শন লালসায় ছুটোছুটী করে আস্‌তিছে।

"নগরের লোক ধায় যুবক যুবতী।
সতী ছাড়ে নিজপতি, জপ ছাড়ে যতি॥
কেহ চলে নিজ নারীর গলে পদ দিয়া।
কেহ আসে জননীর পরাণ বধিয়া॥
কেহ বলে এ নাগর যেবা দেশে ছিল।
সে দেশের পুরুষ নারী কেমনে বাঁচিল॥"

[বাসুদেব ঘোষ. পদকল্পতরু, ৩য় খণ্ড, ২৬৫ পৃষ্ঠা]।

ও দিকে ভারতী গোঁসাই ভগবৎ আরাধনায় মগ্ন ছিলেন, তিনি জান্‌তি পালেন, প্রভু কাটোয়া নগরে এসেছেন। ভারতী গোঁসাই প্রভুর আগমনবার্ত্তা জান্‌তি পেয়ে, তাড়াতাড়ি প্রভুর নিকটে এসে উপস্থিত হয়েছেন। প্রভু ভারতী গোঁসাইকে করযোড়ে বল্‌তিছেন, গুরুদেব প্রণমামি।

ভারতী গোঁসাই বল্‌তিছেন, হাঁ হে বালক, তুমি কোথা হতে এসেছ?

প্রভু বল্‌তিছেন—আমারে চিন্তি পারলেন না,—আমি শচী মায়ের পুত্র নিমাই। আমি সন্নেস নিতি আইচি।

পদ আমি সন্ন্যাসী হব,
বড় আশা আছে মনে সন্ন্যাসী হব।

কথা :—ভারতী গোঁসাই বল্‌তিছেন, কি জন্যি তুমি সন্ন্যাসী হবা ? তুমি কি জান না যে, এ কলিকালে সন্নেস নেই ? আর বিশেষ তুমি ত ছেলেমানুষ। কথায় বলে,

পঞ্চাশের আগে না হয় রাগের নির্ণয়।
মুখের কথায় কি হে কৃষ্ণভজন হয়॥

প্রভু বল্‌তিছেন, গুরুদেব, পঞ্চাশ বৎসরের আগে সন্নেস নিতি নেই,—পাচে শূন্য দিলিই ত পঞ্চাশ হয়।

পদ

গুরুদেব আমি শূন্য দিয়েছি।
সে মদনের পঞ্চবাণে শূন্য দিয়েছি॥

কথা :—প্রভু বল্‌তিছেন, শুধু পঞ্চাশে হয় না, পঞ্চ তত্ত্ব না জান্‌লি পঞ্চাশ হয় না, ষড়্‌রিপু বশ না হলি ষাটি হয় না, ষট্‌চক্র ভেদ না হলি সত্তবে হয় না, প্রেমে আসক্তি না জন্মালি আশীতি হয় না, নববিধা ভক্তি ভিন্ন নব্বইতি হয় না, সৎসঙ্গ না করলি একশতে হয় না।

তখন ভারতী দেখ্‌তি পালেন, প্রভুর এই বেগ আর কিছুতেই সংবরণ হবে না। ভারতী বল্‌তিছেন, হাঁ হে বালক, তুমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হবা ?

প্রভু বলতিছেন, গুরুদেব, আমি নিশ্চয়ই সন্ন্যাসী হবো।

পদ

আমায় দয়া কর,
আর ধৈর্য্য ধরতে নাহি পারি,—
আমায় দয়া কর।

কথা :—ভারতী বল্‌তিছেন, যদি একান্তই সন্ন্যাসী হও, তবে যাও, মস্তক মুণ্ডন করে, স্নান করে এস।

প্রভু বল্‌তিছেন, আমি এই কাটোয়া নগরে কখনও আসিনি। দয়া করে আমায় বলে দেন, কোথায় নাপিত পাবো।

ভারতী বলতিছেন, তার জন্যি তোমার চিন্তা নেই। ঐ যে বাড়ীখানা দেখ্‌তি পাচ্ছ, ঐ বাড়ীর নিকটে গিয়ে মধু নাপিত বলে ডাক দিও, তা হলিই সে আসবে।

প্রভু আমার ভারতীর আদেশে কতক দূর অগ্রসর হয়ে ডাকৃতিছেন, মধু মধু মধু, একবার এসো। মধু মহাপ্রভুর কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তি পেয়েছে। তখন মধু মনে মনে ভাবছে, এই কাটোয়া নগরে বাস করা অবধি কখনও এমন মধুর কণ্ঠস্বর মধুর কর্ণে প্রবেশ করে নি। যাই যাই বলে মধু বাড়ী দ্বারে এসে দেখে,—

ভুবনমোহন রূপ ধরি ব্রাহ্মণকুমার।

মধু মহাপ্রভুর রূপরাশি দর্শন করে বল্‌তিছে, ঠাকুর, আপনি কি আমাকে ডাকতিছেন। প্রভু বল্‌তিছেন, মধু তুমি আমার মস্তক মুণ্ডন করে দেও। মধু বলছে, কেন ঠাকুর, তোমার কি দায় যে তুমি মস্তক মুণ্ডন করবা।

পদ

আমি সন্ন্যাসী হব,
ওরে মধু, আমি সন্ন্যাসী হব,
বড় আশা আছে মনে সন্ন্যাসী হব।

কথা :—মধু বল্‌তিছে, কি বল্লে ঠাকুর, এই নবীন বয়েসে সন্নেসী হবা—কার কাছে সন্নেসধর্ম্ম গ্রহণ করবা ?

প্রভু বল্‌তিছেন, আমি কেশব ভারতীর কাছে দীক্ষিত হব।

মধু বল্‌তিছে,—

পদ আমায় যদি দেও হে কড়ি,
তবে ক্ষৌরী করতে পারি
যদি দেও হে কড়ি।

প্রভু বলছেন,—

পদ আমি কোথা পাব কড়ি,
আমি অতি দীন ভিখারী,
আমি কোথা পাব কড়ি,
আয়রে তোরে পরশ করি
দেই রে তোরে ভবের কড়ি।

মধু বল্‌তিছে,— ঠাকুর তুমি আমায় পরশ করলি কি হবে ?

(প্রভু বলছেন)

পদ তার আমার থাকে না,
আমি যারে পরশ করি তার 'আমার' থাকে না।
মধু, কেবল তার আমি থাকি,
তার বল্‌তে কেবল আমি থাকি,
জীবনে মরণে জনমে জনমে তার বল্‌তে কেবল আমি থাকি।

কথা :—এই বলে প্রভু অমনি দু বাহু বাড়িয়ে মধুকে ধরেছেন। মধু মহাপ্রভুর আলিঙ্গন পেয়ে কেন্দে কেন্দে বল্‌তিছে,—

পদ মধু বলে কর যুড়ি, যদি ক্ষৌরীর দেও মজুরী,
ধন বস্তু তা কিছু না নেব হে।
আমার অভাব ত নাই হে,
সামান্য ধনের আমার অভাব ত নাই হে।

কথা :—প্রভু বল্‌তিছেন, তবে তুমি কি চাও ? (মধু বলছে—)

পদ কিঞ্চিৎ কৃপা বিতরি, দিলে তোমার চরণতরী,
তবে পাড়ি দিতে পারি ভব হে।
দিতে পারি, ভব পাড়ি দিতে পারি।
দিলে তোমারি চরণতরী ভব পাড়ি দিতে পারি।
ডাক শুনিয়ে হল আশা,
কাজ করিব পুরাও আশা,
ছুবের বাসা ছেড়ে চলে যাই হে।

আমি চলে যাব—
ডঙ্কা মেরে চলে যাব—
কালের মুখে কালী দিয়ে ডঙ্কা মেরে চলে যাব।
আর যেন না হয় আসিতে,
প্রবেশিতে চৌরাশীতে
তাই নাশিতে শ্রীপদে স্থান চাই হে।
কল্পতরু হও নিদানে,
যাতে সুখী হই নিদানে,
তব স্থানে অধীনে যা চাই হে।

কথা :—প্রভু বল্‌তিছেন, মধু আমি তোমায় বর দেব, তুমি বেছে নিতে পারবা ত?

(মধু বলছে—)

পদ মনের মত বর পেলে পরে, অমনি নেব শির উপরে,
অন্য পরে করবো না যাচাই হে।
আমি করব না যাচাই।
যা চাই, তা যদি পাই,
তবে করবো না যাচাই॥

(প্রভু বলছেন—)

আমি সর্ব্ব ঘটে বিরাজ করি,
আমায় জীব চিনে না,
আমি সূক্ষ্ম হয়ে বিরাজ করি,
আমায় জীব চিনে না।

কথা :—মধু তখন বল্‌তিছে, ঠাকুর তুমি আমার ভিতরে আছ? প্রভু বল্‌তিছেন, হাঁ মধু।

(মধু বলছে—)

পদ প্রভু সুমুখে দাঁড়াও,
আমি মিলায়ে দেখি,
তোমার স্থূল রূপে আর সূক্ষ্ম রূপে মিলায়ে দেখি।

কথা :—প্রভু অমনি মধুর সমুখে দাঁড়ায়েছেন। মধু বাহিরে ভিতরে একই রূপ দেখ্‌তিছে। মধু চক্ষু উন্মীলন করে বলছে, ঠাকুর আমার বিশ্বাস হয় না, জানিনে তুমি কি মোহিনী মায়া জান। তোমার সেই শ্যামসুন্দর ত্রিভঙ্গ রূপে আমার হৃদয়ক্ষেত্রে দেখা দিয়ে যদি কথা বল্‌তে পার, তবে আমার বিশ্বাস হয়। প্রভু বলছেন, হাঁ মধু, আমি তাই করবো, তুমি নয়ন মুদিত কর। মধু নয়ন মুদিত করল, আর সেই সময়ে প্রভু আমার মধুর হৃদয়নিকুঞ্জে ধড়া চূড়া পীত বসন শ্রীকরপল্লবে বংশী নিয়ে দণ্ডায়মান হয়েছেন।

পদ মধু দেখ রে,
মধু দেখ রে, মধু দেখ রে,